শিক্ষকতা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২৫

বাংলা প্রয়াস

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির অনন্য সহায়ক

লিখিত ও M.C.Q -এর সমৃদ্ধ সংযোজন

বইটির বিশেষত্ব

- সহজ-সাবলীল ও প্রাণবন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা
- বাংলা সাহিত্যের (গল্প-কবিতা) ব্যাখ্যাসহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা
- ব্যাকরণ অংশের সহজ ব্যাখ্যা ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষার আলোকে লিখিত অংশ
- বিগত বছরের বিসিএস প্রশ্ন ব্যাখ্যাসহ সংযোজন
- বিগত বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের পাশাপাশি অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলনমূলক অতিরিক্ত প্রশ্ন সংযোজন

রচনা ও সম্পাদনায়
ইংলিশ মজা Expert Panel

REW Publications

Find me on
englishmoja

উৎসর্গ

সত্য অন্বেষণে
নির্ভীক সৈনিক যারা

REW Publications

বাংলা প্রয়াস

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির অনন্য সহায়ক

লিখিত ও M.C.Q -এর সমৃদ্ধ সংযোজন

☑ লক্ষণীয়:

বইটিতে সীল দিয়ে নিলে আপনি যেসকল সুবিধা পাবেন:

- হেল্প লাইন: ০১৮৯৪-৫৩৯৯১০-এ ফোন দিয়ে সরাসরি লেখকের সাথে কথা বলার সুযোগ।
- বইটি কেনার পর কখনো যদি বইয়ের ভেতরের কোন পৃষ্ঠা/ফর্মা ছেড়া বা ঘাটতি মনে হয় তাহলে পুনরায় একটি নতুন বই পাবেন।
- লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ সীল না দিলে বা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে বুঝে নিবেন বইটি নকল বই।

◇ প্রকাশনায় :

REW Publications

রেজি: বাপুস/রাজশাহী

বইটির ISBN: 978-984-34-9789-18

◇ সতর্কীকরণ:

বইটির সর্বস্বত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। বইটির কোন অংশ হুবহু অথবা কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহার করা কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

◇ সংস্করণ : ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Web : www.englishmoja.com

E-mail : englishmoja.yt@gmail.com

FbPage : fb.com/englishmoja

Phone : 02588 867 203

Mobile : 01894-539 910

450 (Taka)
Fixed Price

◇ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন:

REW Publications

"বাংলা প্রয়াস" বই সম্পর্কে আরো জানতে YouTube Channel "English Moaj" থেকে ঘুরে আসুন।

◇ YouTube.com/englishmoja

সরাসরি বইটি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পেতে: ০১৮৯৪-৫৩৯৯১০ নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

****সতর্কীকরণ:** দিন পাল্টে গেছে, একটি নকল বই বিক্রয় হলে প্রকাশক মুহূর্তেই জানতে পারে। তাই দয়া করে নকল বই ক্রয়- বিক্রয় বর্জন করুন। নকল/পাইরেটেড কপি বই বিক্রয় আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যেহেতু লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী লেখকের YouTube Channel ও Facebook Page-এ প্রতিনিয়ত ক্লাস করে, তাই অসাধু ব্যবসায়িরা চাইলেই নকল বই বিক্রি করে পার পাবে না, আজ অথবা কাল তাকে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে। সর্বোপরি সমগ্র বাংলাদেশে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার সুখ্যাতি নষ্ট হবে।

লেখক ও প্রকাশক: এম. রফিক

কিছু কথা...

প্রথমেই শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর, যার অশেষ কৃপায় **'বাংলা প্রয়াস'** বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতিও, যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় বইটি সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভর্তি প্রস্তুতির পূর্ণ সিলেবাসের আলোকে বইটি সহজ, সবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তথাপি মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আশা করি তোমাদের স্বপ্ন পূরণে বইটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

যেভাবে সাজানো হয়েছে 'বাংলা প্রয়াস'

- **বিগত বছরের প্রশ্নাবলী** : এতে সমাধানসহ সংযোজিত হয়েছে BCS ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিগত বছরে আগত বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নাবলী।
- **বাংলা প্রথম পত্র** : এতে রয়েছে বাংলা প্রথম পত্রের (গদ্য, পদ্য ও সহপাঠ) ধারাবাহিক বিস্তারিত আলোচনা।
- **বাংলা ব্যাকরণ** : ব্যাকরণের প্রতিটা টপিক প্রচুর উদাহরণসহ সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা তোমার ব্যাকরণ ভীতিদূর করবে।
- **MCQ প্রশ্নের সম্ভার** : বাংলা প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্রের অনুশীলনমূলক পর্যাপ্ত MCQ প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে বটিতে।
- **বিচরণ অংশ** : MCQ এর পাশাপাশি এতে রয়েছে বিরচন অংশের সম্ভার যা তোমাকে এগিয়ে রাখবে অন্য সবার থেকে।
- **সাহিত্যের সমাধান** : পরীক্ষায় সাহিত্য অংশের প্রস্তুতির জন্য এ একটি বই-ই যথেষ্ট।
- **ঢাবির লিখিত প্রস্তুতি** : ঢাবির লিখিত পরিক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নের আলোকে লিখিত অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

বইটির সাবলীল অধ্যায় বিন্যাস, প্রয়োজনীয় টিকা ও ব্যাখ্যা এবং তথ্যের সহজ উপস্থাপনা তোমাদের মন কাড়বেই। সর্বপরি তোমার মেধা-মনন ও সৃজনশীলতাকে পূর্ণতা দিতেই আমাদের এ প্রয়াস। তোমাদের সফলতাই আমাদের স্বার্থকতা।

শুভকামনায়, ইংলিশ মজা টিম

গঠনমূলক মন্তব্য থাকলে:

M. Rafique
englishmoja.yt@gmail.com

সূচিপত্র

সাহিত্য পাঠ					
সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত গদ্যাংশ			সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত পদ্যাংশ		
০১	অপরিচিতা	৭৩-১০০	০১	সোনার তরী	২৬০-২৬৮
০২	আমার পথ	১০১-১১৩	০২	বিদ্রোহী	২৬৯-২৭৮
০৩	বিলাসী	১১৪-১৩৮	০৩	প্রতিদান	২৭৯-২৮৪
০৪	মানব-কল্যাণ	১৬২-১৭০	০৪	তাহারেই পড়ে মনে	২৯১-৩০০
০৫	মাসি-পিসি	১৭১-১৮৬	০৫	আঠারো বছর বয়স	৩০৬-৩১৬
০৬	বায়ান্নর দিনগুলো	১৮৭-২০৩	০৬	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	৩১৭-৩২৫
০৭	রেইনকোট	২০৪-২২১	০৭	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	৩২৬-৩৩৬
সংক্ষিপ্ত সিলেবাস বহির্ভূত গদ্যাংশ			সংক্ষিপ্ত সিলেবাস বহির্ভূত পদ্যাংশ		
০১	বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	৬৫-৭২	০১	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	২৪৬-২৫৯
০২	গৃহ	১৩৯-১৪৮	০২	সুচেতনা	২৮৫-২৯০
০৩	আহ্বান	১৪৯-১৬১	০৩	পদ্মা	৩০১-৩০৫
০৪	মহাজাগতিক কিউরেটর	২২২-২৩১	০৪	নুরুলদীনের কথা মনে পড়ে	৩৩৭-৩৪৫
০৫	নেকলেস	২৩২-২৪৫	০৫	ছবি	৩৪৬-৩৫০
বাংলা সহপাঠ					
০১	সিরাজউদ্দৌলা	৩৫১-৩৬৭	০২	লালসালু	৩৬৮-৩৮৪

বাংলা বিরচন অংশ					
০১	পারিভাষিক শব্দ ও বঙ্গানুবাদ	৭১৩-৭৪১	০৫	বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ	৭৬৫-৭৭৭
০২	বিপরীতার্থক শব্দ	৭৪২-৭৪৮	০৬	বাগ্‌ধারা	৭৭৮-৭৯৪
০৩	প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ	৭৪৯-৭৫৩	০৭	অনুচ্ছেদ, ভাব-সম্প্রসারণ, সারাংশ ও সারমর্ম	৭৯৫-৮০৩
০৪	সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ	৭৫৪-৭৬৪			

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস					
০১	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ	৮০৫-৮২০	০২	পত্র-পত্রিকা	৮২১-৮২৪

বাংলা ব্যাকরণ

০১	অভিধানে বর্ণানুক্রম	৩৮৬-৩৮৭	১৭	সমাস	৫০৩-৫৩৩
০২	বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার ইতিহাস	৩৮৮-৪০০	১৮	ধাতু ও ধাতুর গণ	৫৩৪-৫৩৭
০৩	বাংলা ব্যাকরণ	৪০১-৪০৪	১৯	প্রকৃতি-প্রত্যয়	৫৩৮-৫৫৪
০৪	বাগ্‌যন্ত্র	৪০৫	২০	শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৫৫৬-৫৭৭
০৫	ধ্বনি প্রকরণ	৪০৬-৪১৭	২১	পদ প্রকরণ বা ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	৫৭৮-৬০২
০৬	যুক্তবর্ণ	৪১৮-৪২০	২২	ক্রিয়ার কাল ও বিশিষ্ট প্রয়োগ	৬০৩-৬০৭
০৭	বাংলা উচ্চারণ	৪২০-৪২৮	২৩	ক্রিয়ার ভাব-পুরুষ- বাংলা অনুজ্ঞা	৬০৮-৬০৯
০৮	ধ্বনি পরিবর্তন	৪২৯-৪৩৭	২৪	অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	৬১০-৬১২
০৯	ণত্ব ও ষত্ব বিধান	৪৩৮-৪৪২	২৫	কারক ও বিভক্তি	৬১৩-৬৩৪
১০	সন্ধি	৪৪৩-৪৬৬	২৬	বাক্য প্রকরণ	৬৩৫-৬৬০
১১	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৪৬৭-৪৭৩	২৭	বাচ্য	৬৬১-৬৬৫
১২	দ্বিরুক্ত শব্দ	৪৭৪-৪৭৮	২৮	উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন	৬৬১-৬৬৫
১৩	সংখ্যাবাচক শব্দ	৪৭৯-৪৮২	২৯	যতিচিহ্ন	৬৬৮-৬৭৪
১৪	বচন	৪৮৩-৪৮৬	৩০	প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম	৬৭৫-৬৯০
১৫	পদাশ্রিত নির্দেশক	৪৮৭-৪৮৮	৩১	বাংলা ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	৬৯১-৭১১
১৬	উপসর্গ	৪৮৯-৫০২			

"তোমার লক্ষ্যকে ছোঁয়ার সাহস থাকলে, সাফল্য তোমার হবে।
আত্মবিশ্বাসী মানুষরা জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে অভ্যর্থনা জানায়।"

এক নজরে

প্রবন্ধ/গল্প

সৃষ্টিকর্ম	সাহিত্যিক	উপাধি	ছদ্মনাম	যে গ্রন্থের অন্তর্গত	ভাষারীতি	পত্রিকায় প্রকাশ
বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্যসম্রাট	কমলাকান্ত	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড ১৮৮৭, ২য় খণ্ড ১৮৯২)	সাধুরীতি	প্রচার
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিগুরু, নাইট উপাধি,বিশ্বকবি	ভানুসিংহ ঠাকুর	প্রথম 'গল্পসপ্তক' গ্রন্থে (১৯১৬), পরে 'গল্পগুছ'র তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)	সাধুরীতি	সবুজপত্র কার্তিক সংখ্যায়
বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলা দেবী	ছবি (১৯২০)	সাধুরীতি	ভারতী পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায়
গৃহ	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	মিসেস আর. এস. হোসেন	মতিচূর (প্রথম খণ্ড)	সাধুরীতি	
আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়			বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি	চলিতরীতি	
আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি	ধূমকেতু, ব্যঙাচি	রুদ্র-মঙ্গল (১৯২৭)	চলিতরীতি	
মানব-কল্যাণ	আবুল ফজল			মানবতন্ত্র (১৩৭৯)	চলিতরীতি	
মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়		মানিক	মানিক রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড	চলিতরীতি	পূর্বাশা পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায়
বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক		অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)	চলিতরীতি	
রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস			১ম সংকলন জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭), বর্তমান সংকলন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১	চলিতরীতি	
মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল			মুহম্মদ জাফর ইকবাল জলজ গ্রন্থ। বর্তমান সায়েন্স ফিকশন সমগ্র তৃতীয় খণ্ড (২০০২)	চলিতরীতি	
নেকলেস	মূল: গী দ্য মোপাসাঁ অনুবাদক: পূর্ণেন্দু দস্তিদার			নেকলেস La Parure	চলিতরীতি	

কবিতা

সৃষ্টিকর্ম	সাহিত্যিক	উপাধি	যে গ্রন্থের অন্তর্গত	ছন্দ	পত্রিকায় প্রকাশ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	আধুনিক কবি	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১, ষষ্ঠ সর্গ থেকে)	অক্ষরবৃত্ত	
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি, কবিগুরু	সোনার তরী	মাত্রাবৃত্ত	
বিদ্রোহী	কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি	অগ্নিবীণা কাব্যের (১৯২২) ২য় কবিতা	মাত্রাবৃত্ত	বিজলী
প্রতিদান	জসীমউদ্‌দীন	পল্লিকবি	বালুচর	মাত্রাবৃত্ত	
সুচেতনা	জীবনানন্দ দাশ	রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি, প্রকৃতির কবি	বনলতা সেন	গদ্যছন্দ	
তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা	সাঁঝের মায়া	অক্ষরবৃত্ত	মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় (নবম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা)
পদ্মা	ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	কাফেলা	চতুর্দশপদী (Sonnet)	
আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি	ছাড়পত্র (১৯৪৮)	মাত্রাবৃত্ত	
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি	নিজ বাসভূমে (১৯৭০)	গদ্যছন্দ	
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ		আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	গদ্যছন্দ	
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	সব্যসাচী লেখক	নূরলদীনের সারাজীবন	গদ্যছন্দ	
ছবি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল		আপন যৌবন বৈরী	গদ্যছন্দ	

"ইতিবাচক মনোভাব জীবনে সুখ নিয়ে আসে।"

বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক/ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র
শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩-২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

খ-ইউনিট : কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

০১. 'যার কিছু নেই' - এক কথায় প্রকাশ করলে হবে ——
ক. দরিদ্র খ. অকিঞ্চন গ. নির্ধন ঘ. অভাবী **উ: খ**

০২. 'অধ্যাপক' শব্দে 'অ' -এর উচ্চারণ হলো ——
ক. সংবৃত খ. বিবৃত গ. অর্ধ-সংবৃত ঘ. অর্ধ-বিবৃত **উ: গ**

০৩. "ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়।" —— কার রচনা থেকে নেয় হয়েছে?
ক. আবুল ফজল খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: খ**

০৪. 'রেইনকোট' গল্পে কোনটিকে 'পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল?
ক. মুক্তিযোদ্ধা খ. শহিদ মিনার
গ. বাংলা ভাষা ঘ. মিসক্রিয়েন্ট **উ: খ**

০৫. যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই' —— বাক্যটি কোন কালের?
ক. নিত্যবৃত্ত অতীত খ. সাধারণ বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ **উ: খ**

০৬. "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি" —— এখানে 'কতটুকু' কোন পদ?
ক. সর্বনাম খ. বিশেষণ গ. ক্রিয়াবিশেষণ ঘ. অনুসর্গ **উ: গ**

০৭. "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে। —— কোন রচনার উদ্ধৃতি?
ক. বায়ান্নর দিনগুলো খ. জাদুঘরে কেন যাব
গ. রেইনকোট ঘ. নেকলেস **উ: গ**

০৮. আভিধানিক ক্রমে সাজানো শব্দগুচ্ছ ——
ক. একতা, একাত্তর, একুশ
খ. কবি, কাব্য, কবিতা
গ. ফুল, ফল, ফলন
ঘ. মঞ্চ, মালঞ্চ, মঞ্জুর **উ: ক**

০৯. 'নেকলেস' গল্পে উল্লেখিত 'স্যাটিন' কী?
ক. রেশমি বস্ত্র খ. মিশনারি স্কুল
গ. সম্মানসূচক সম্বোধন ঘ. ফরাসি মুদ্রা **উ: ক**

১০. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার ——
ক. খক খক খ. ঘেউ ঘেউ
গ. পিট পিট ঘ. ঝম ঝম **উ: গ**

১১. কোনটি শুদ্ধ নয়?
ক. মরিচিকা খ. নূপুর গ. ঊষা ঘ. ক্যালেন্ডার **উ: ক**

১২. 'Trilogy' - এর পারিভাষিক শব্দ কী?
ক. ত্রৈমাসিক খ. ত্রয়ী গ. স্বচ্ছ ঘ. ত্রিবিদ্যা **উ: খ**

১৩. কোন শব্দটিতে খাঁটি বাংলা উপসর্গ যুক্ত হয়েছে?
ক. গরমিল খ. অজানা গ. বেমালুম ঘ. আভাস **উ: খ**

১৪. 'গ্যারেজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক. ফারসি খ. ফরাসি
গ. স্প্যানিশ ঘ. পর্তুগিজ **উ: খ**

১৫. বিপ্রকর্ষের উদাহরণ হচ্ছে ——
ক. সত্য>সইত্য খ. বেঞ্চ>বেঞ্চি
গ. বিলাতি>বিলিতি ঘ. তুর্ক>তুরুক **উ: ঘ**

ক-ইউনিট : বিজ্ঞান ইউনিট

০১. কোন শব্দজোড় বিপরীত নয়?
ক. প্রাচ্য-প্রতীচ্য খ. আবাহন-বিসর্জন
গ. অনন্ত-স্বতন্ত্র ঘ. জঙ্গম-স্থাবর **উ: গ**

০২. 'সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা'-কে এক কথায় বলে-
ক. প্রত্যুদ্গমন খ. আবাহন
গ. সম্ভাষণ ঘ. প্রত্যুৎগমন **উ: ক**

০৩. নিচের কোনটি ঠিক?
ক. হ্ন = হ্+ণ খ. ক্ষ = হ + ম-ফলা
গ. ক্র = ক + র-ফলা ঘ. ত্র = র্+ত **উ: গ**

০৪. যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কার আর্তনাদ শুনবে?
ক. শিশুর খ. সিংহের
গ. বাতাসের ঘ. ঝড়ের **উ: ঘ**

০৫. 'অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে?'- কার উক্তি?
ক. আবুল ফজল খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: ঘ**

০৬. কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত?
ক. পঙ্কজ খ. দরদালান
গ. বিলাসিতা ঘ. দানব **উ: খ**

০৭. 'আহ্বান' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-
ক. আহোব্বান্ খ. আহোবান্ গ. আওভান ঘ. আহোভান্ **উ: গ**

০৮. 'Charter' শব্দের বাংলা পরিভাষা-
ক. সনদ খ. বিজ্ঞপ্তি গ. চাটুকার ঘ. ঘোষণা **উ: ক**

০৯. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
ক. অশ্রুজল খ. বিভীষণ গ. একত্রিত ঘ. স্ত্রীক **উ: খ**

১০. একটি সার্থক বাক্যের গুণ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি **উ: খ**

১১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক. ব্যঞ্জন খ. ব্যথা গ. পক্ক ঘ. শাশ্বত **উ: গ**

১২. কোনটি নদীর সমার্থক নয়?
ক. সরসী খ. বাহিনী গ. তটিনী ঘ. সরিৎ **উ: খ**

১৩. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত অপর কোন লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি আছে?
ক. বিদ্যাপতি খ. লালন শাহ
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: গ**

১৪. নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ-
ক. গৃহিণী খ. উষ্ণ গ. সমর্পণ ঘ. পুণ্য **উ: ঘ**

১৫. 'পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।'-উদ্ধৃতাংশটি কোন গল্পভুক্ত?
ক. বিলাসী খ. অপরিচিতা গ. রেইনকোট ঘ. মাসি-পিসি **উ: খ**

গ-ইউনিট : ব্যবসায় শিক্ষা

০১. 'নিম' উপসর্গটির অর্থদ্যোতনা হচ্ছে.....।
ক. নেতি খ. তিক্ত
গ. অর্ধেক ঘ. নীচ **উ: গ**

০২. 'দেশপ্রেম' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ.....।
ক. দেশ্‌প্রেম খ. দ্যাশোপ্রেম
গ. দেশ্‌পেরেম ঘ. দেশোপ্‌প্রেম **উ: ঘ**

০৩. আঠারো বছর বয়স বেঁচে থাকে কীসে?
ক. বেদনায় খ. দুর্যোগে আর ঝড়ে
গ. আঘাতে ঘ. অসহ্য বেদনায় **উ: খ**

০৪. 'বেহাই সম্প্রদায়ের আর যাই থাক..... থাকাটা দোষের।' বাক্যটির শূন্যস্থানে বসবে.....।
ক. রাগ খ. জেদ গ. খেদ ঘ. তেজ **উ: ঘ**

০৫. কবির পূর্বপুরুষ কেমন পাহাড়ের কথা বলতেন?
ক. হিমালয় খ. অতিক্রান্ত
গ. সুরভির ঘ. অতিবিলম্বিত **উ: খ**

০৬. নিচের কোনটি বাহুল্যদোষে দুষ্ট?
ক. সকল ছাত্রগণ খ. পাখীসব
গ. শিক্ষকমণ্ডলী ঘ. গরুর শকট **উ: ক**

০৭. লিঙ্গান্তর হয় না, এমন শব্দ কোনটি?
ক. সাহেব খ. বেয়াই গ. কবিরাজ ঘ. সঙ্গী **উ: গ**

০৮. 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অপচয় খ. নির্ভয় গ. বিস্ময় ঘ. প্রত্যয় **উ: ঘ**

০৯. 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্য;' পঙ্‌ক্তিটিতে প্রতিফলিত হয়েছে.....।
ক. কবির প্রেম ও আত্মজাগরণ
খ. কবির প্রেম ও বিনাশী সত্তা
গ. কবির প্রেম ও সংশয়
ঘ. কবির বিনাশী সত্তা ও আত্মজাগরণ **উ: খ**

১০. 'মাটি দিয়ে গড়া যা' কথাটি এক কথায় প্রকাশ করলে কী হয়?
ক. মূর্তি খ. মৃত্তিকা গ. মর্ত্য ঘ. মৃন্ময় **উ: ঘ**

১১. 'শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।'... কার চোখ?
ক. রহীমার খ. জমিলার গ. আক্কাসের ঘ. মজিদের **উ: খ**

১২. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক. পুরস্কার খ. তিরস্কার গ. পরিষ্কার ঘ. আবিষ্কার **উ: ক**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

A ইউনিট : কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

শিফট - ১

০১. 'সুবচন নির্বাসনে' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. উপন্যাস খ. নাটক গ. কাব্য ঘ. ছোটগল্প **উ: খ**

০২. 'নাফরমানি করিও না' কথাটি কে বলেছে?
ক. জমিলা খ. রহিমা
গ. খালেক ব্যাপারী ঘ. মজিদ **উ: ঘ**

০৩. কালকের কথাটা মনে রেখ- রেখাযুক্ত পদটি কোন কালকের?
ক. কর্ম খ. অধিকরণ গ. সম্বন্ধ ঘ. অপাদান **উ: গ**

০৪. 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ব্যতিরেকে খ. নিমিত্ত অর্থে
ঘ. বিরুদ্ধ অর্থে গ. বিকল্প অর্থে **উ: ক**

০৫. 'মাসি-পিসি' গল্পে পাতাশূন্য গাছে উড়ে এসে বসেছিল-
ক. কবুতর খ. চিল গ. শকুন ঘ. ডাহুক **উ: গ**

০৬. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মোট কটি জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা আছে?
ক. পাঁচটি খ. ছয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি **উ: ঘ**

০৭. 'আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে' কথাটি কে বলেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী
গ. লালন সাঁই ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: ঘ**

০৮. মানব-কল্যাণের চিত্র বর্তমানে কীরূপ?
ক. কুৎসিত খ. ব্যর্থ
গ. বিভক্ত ঘ. লক্ষ্যহীন **উ: ক**

০৯. 'কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' চরণটিতে 'মাঘের সন্ন্যাসী' কী?
ক. কুয়াশা খ. শীতকাল গ. চাদর ঘ. সমীরণ **উ: খ**

১০. 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালা কীসের সঙ্গে তুলনীয়?
ক. পর্বত খ. নক্ষত্র গ. শিলাখণ্ড ঘ. নীলমেঘ **উ: খ**

১১. 'আমার মন উতলা করিয়া দিল' কে 'মন উতলা' করে দিল?
ক. মানিক খ. হরেন্দ্র গ. হরিশ ঘ. মহেশ **উ: গ**

১২. নিচের কোনটি আগুনের প্রতিশব্দ নয়?
ক. বৈশ্বানর খ. কৃশানু গ. আলোক ঘ. উদক **উ: গ, ঘ**

১৩. 'তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ'- কোন রচনায় এবং কার বয়সের কথা বলা হয়েছে?
ক. 'বিলাসী' গল্পে বিলাসীর খ. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের
গ. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের ঘ. 'গৃহ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের **উ: গ**

১৪. নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু- এখানে 'আঁসু' অর্থ কী?
ক. অশ্রু খ. হাসি গ. কান্না ঘ. দুঃসাহস **উ: ক**

১৫. 'প্রাণের ভয়ে কে না পালায়, হুজুর' উক্তিটি কার? উ: ঘ
ক. সৈনিক খ. রাইন গ. কমর ঘ. ওপরের কোনোটিই নয়

বি. দ্র: উক্তিটি জনৈক ব্যক্তির। সঠিক উত্তর: কোনোটিই নয়

১৬. 'সপ্তর্ষি'-র সঠিক সন্ধি কোনটি?
ক. সপ্ত + রষি খ. সপ্ত + ঋষি
গ. সপ্তো + ঋষি ঘ. সপ্তঃ + ঋষি **উ: খ**

১৭. 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো'- বলতে কী বোঝায়?
ক. ঘৃণিত ব্যক্তি খ. অস্বীকৃত ব্যক্তি
গ. অগণ্য ব্যক্তি ঘ. উপেক্ষিত ব্যক্তি **উ: ঘ**

১৮. 'কানাকানি' কোন সমাস?
ক. দ্বন্দ্ব খ. দ্বিগু গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি **উ: ঘ**

১৯. 'দেশান্তর' শব্দটির সমাস নির্ণয় কর-
ক. নিত্য সমাস খ. প্রাদি সমাস
গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. কোনোটিই নয় **উ: ক**

২০. 'অভ্যাহার' শব্দটির অর্থ কী?
ক. ডাকাতি খ. চুরি গ. লুটপাট ঘ. দুরাশা **উ: গ**

২১. 'চুলা' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক. তদ্ভব খ. অর্ধ-তৎসম গ. দেশি ঘ. বিদেশি **উ: গ**

২২. 'কালো মেঘে চারিদিক মৌ মৌ করছে' এ বাক্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে?
ক. আসত্তি খ. অলংকার গ. যোগ্যতা ঘ. আকাঙ্ক্ষা **উ: গ**

২৩. বেহিসাবি খরচের অভ্যাস যার-
ক. অমিতব্যয়ী খ. অমিতব্যয়
গ. অমিতাচার ঘ. অমিতব্যয়িতা **উ: ক**

২৪. গলা পর্যন্ত নিমজ্জিত-
ক. আমগ্ন খ. কণ্ঠলগ্ন গ. গলমগ্ন ঘ. আকণ্ঠমগ্ন **উ: ঘ**

২৫. নিচের কোন গুচ্ছ দন্ত্যধ্বনির উদাহরণ?
ক. প, ফ, ব, ভ, ম খ. ত, থ, দ, ধ, ন
গ. ক, খ, গ, ঘ, ঙ ঘ. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ **উ: খ**

২৬. শুদ্ধ শব্দটি চিহ্নিত কর-
ক. ক্ষীণবুদ্ধি খ. ক্ষুধামান্দ্য গ. ক্ষুণ্নতা ঘ. ক্ষুদাধুত

বি. দ্র: ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষুধামান্দ্য, ক্ষুণ্নতা শব্দগুলো শুদ্ধ। তবে ক্ষুদাধুত ভুল; শুদ্ধ বানান: ক্ষুধিত।

২৭. 'ফল্গু' কী?
ক. হোলি খেলায় ব্যবহৃত ফাগ খ. পাহাড়ি ঝর্ণা **উ: গ**
গ. অন্তঃসলিলা নদী ঘ. পয়লা ফাগুনের উৎসবের গান

২৮. বাংলা ভাষায় অর্ধ-মাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক. ১১টি খ. ১০টি গ. ১৯টি ঘ. ০৮টি **উ: ঘ**

শিফট - ২

০১. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক. রাজবন্দীর জবানবন্দী খ. দুর্দিনের যাত্রী
গ. রুদ্র-মঙ্গল ঘ. যুগবাণী **উ: গ**

০২. তোমার শরীরের উত্তমাঙ্গ কোনটি?
ক. মাথা খ. হৃৎপিণ্ড গ. পাকস্থলী ঘ. হাত-পা **উ: ক**

০৩. 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ-
ক. কল্পনা খ. গল্পকথা
গ. সহিতের ভাব ও মিলন ঘ. লিখিত চিন্তা-ভাবনা **উ: গ**

০৪. 'আমার কর্ণধার আমি' এ উক্তিটি কার?
ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: ঘ**

০৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানির গল্প'র চরিত্র?
ক. গফুর খ. মেহের আলী গ. হবির খাঁ ঘ. অপূর্ব **উ: গ**

০৬. 'লোক লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনা কীসের রূপকে রূপকায়িত?
ক. চন্দর খ. পাখি গ. পারুলতা ঘ. কাটা সুপারি **উ: খ**

০৭. কানাইয়ের সঙ্গে গোকুলের কতোজন পেয়াদা এসেছিল?
ক. তিন খ. চার গ. পাঁচ ঘ. ছয় **উ: ক**

০৮. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' -চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. আনন্দের দুঃখ খ. প্রাণ ত্যাগ
গ. ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ঘ. আত্মত্যাগ **উ: গ**

০৯. 'রেইনকোট' গল্পে 'মিসক্রিয়েন্ট' কারা?
ক. পাকবাহিনী খ. মিত্রবাহিনী
গ. রাজাকার ঘ. মুক্তিবাহিনী **উ: ঘ**

১০. 'চারিদিকে বাঁকা জল করিতেছে খেলা'- 'বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মহাকালের স্রোত খ. বিধ্বংসী নদীর জল
গ. ক ও খ দুটোই ঘ. উপরের কোনোটিই নয় **উ: খ**

১১. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে-
ক. বঞ্চনা খ. বিরহ গ. প্রেম ঘ. দায়িত্ববোধ **উ: গ**

১২. পীঠে রক্তজবার মতো দাগ ছিলো কার?
ক. বাঙালির খ. ক্রীতদাসের
গ. শ্রমিকের ঘ. শোষিতের **উ: ক**

১৩. 'সুচেতনা' কবিতায় 'অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'-
ক. শিক্ষার প্রসার ঘটানো খ. কবিতা রচনা করা **উ: ঘ**
গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা ঘ. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটানো

১৪. 'মাগো যুগে যুগে চিরভাস্বর তুমি উদীচী জ্যোতি'- এখানে 'উদীচী' অর্থ কী?
ক. পূর্বদিক খ. পশ্চিমদিক গ. উত্তরদিক ঘ. দক্ষিণদিক **উ: গ**

১৫. 'তন্বী' শব্দের সঠিক সন্ধি রূপ হবে-
ক. তন্ব + ঈ খ. তনু + ই
গ. তন্ব + ঈ ঘ. তনু + ঈ **উ: ঘ**

১৬. কোনটি যোগরূঢ় শব্দের দৃষ্টান্ত?
ক. তুরঙ্গম খ. নীলিমা গ. গোলাপ ঘ. বিশেষণ **উ: ক**

১৭. 'রম্বার কাঁদি' অর্থ-
ক. কলার ছড়া খ. অকর্মণ্য ব্যক্তি
গ. উত্তীর্ণ হওয়া ঘ. কাঁটা জাতীয় গাছ **উ: ক**

১৮. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
ক. একাদশ খ. হাটবাজার
গ. সাম্যবাদ ঘ. বিপদাপন্ন **উ: খ**

১৯. 'পদ্মআঁখি' শব্দের ব্যাসবাক্য কী?
ক. আঁখি পদ্মের ন্যায় খ. আঁখির মতো পদ্ম
গ. পদ্ম রূপ আঁখি ঘ. পদ্মের ন্যায় আঁখি **উ: ক, ঘ**

২০. নিচের কোন গুচ্ছ মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ?
ক. ঘ, ধ, ভ খ. ক, প, চ
গ. ত, ট, ক ঘ. ড, ঞ, ম **উ: ক**

২১. অশুদ্ধ শব্দটি চিহ্নিত কর-
ক. ক্ষীণবল খ. ক্ষণজীবী গ. ক্ষুৎপীড়িত ঘ. ক্ষিপ্রতা **উ: খ**

২২. 'যেমন কর্ম তেমন ফল'- বাক্যে 'যেমন' এবং 'তেমন' কোন ধরনের সর্বনাম?
ক. আত্মবাচক খ. সাপেক্ষ
গ. পারস্পরিক ঘ. অনির্দিষ্টজ্ঞাপক **উ: খ**

২৩. বাংলা ভাষায় বর্গীয় বর্ণ কয়টি?
ক. ৫টি খ. ২৫টি গ. ২০টি ঘ. ১৫টি **উ: খ**

২৪. 'সৃষ্টি'র বিপরীত শব্দ-
ক. প্রলয় খ. অনাসৃষ্টি গ. ধ্বংস ঘ. অজন্মা **উ: ক**

২৫. কোন বাক্যে বহুবচনের বাহুল্যদোষ ঘটেছে?
ক. সেই মানুষেরা সবচেয়ে ভালো
খ. সন্ধ্যা পাখিদের নীড়ে ফেরার সময়
গ. সেইসব ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে ভালো করে
ঘ. পাহাড়ের মতো মেঘরাশি আকাশে ভাসে। **উ: গ**

২৬. 'আবেস্তা' কাদের ধর্মগ্রন্থ?
ক. পারস্যের অগ্নি-উপাসকের খ. জৈনদের
গ. ইহুদীদের ঘ. আর্যদের **উ: ক**

২৭. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে?
ক. হৃদয়বিদারী অস্ত্র খ. প্রাণঘাতী অস্ত্র
গ. মানবিকতার অস্ত্র ঘ. ভালোবাসার অস্ত্র **উ: ঘ**

২৮. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক. ভাষাতত্ত্বে খ. ধ্বনিতত্ত্বে
গ. রূপতত্ত্বে ঘ. বাক্যতত্ত্বে **উ: খ**

শিফট - ৩

০১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা কোনটি?
ক. শকুন্তলা খ. প্রভাবতীসম্ভাষণ
গ. ভ্রান্তিবিলাস ঘ. বেতালপঞ্চবিংশতি **উ: খ**

০২. 'কাজে ডাঁটো'-র অর্থ কি?
ক. অক্ষম খ. অকাজের কাজী
গ. কর্মহীন ঘ. কাজে পটু **উ: ঘ**

০৩. 'সে ডাহা নিমকহারাম' কথাটি কোন রচনায় বলা হয়েছে?
ক. চাষার দুক্ষু খ. অপরিচিতা
গ. বিড়াল ঘ. আমার পথ **উ: ক**

০৪. 'লালসালু' উপন্যাসে 'বাহে মুলুক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. উত্তরাখণ্ডকে খ. উত্তরপ্রদেশকে
গ. উত্তর কোরিয়াকে ঘ. উত্তরবঙ্গকে **উ: ঘ**

০৫. 'এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট' - কোথায়?
ক. বুদ্ধগয়া খ. বৃন্দাবন
গ. জেরুজালেম ঘ. মানবহৃদয় **উ: ঘ**

০৬. কোনটি বিলাসীর উক্তি?
ক. 'ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না'
খ. 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?'
গ. 'গেল গেল, গ্রামটা রসাতলে গেল'
ঘ. 'কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে' **উ: খ**

০৭. ভাষা-সৈনিকদের শহীদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু কীভাবে পেয়েছিলেন?
ক. রেডিও শুনে খ. সিপাহীদের মাধ্যমে
গ. বন্দিদের কাছ থেকে ঘ. প্রহরীদের সাহায্যে **উ: খ**

০৮. 'মহত্ত্বের কাহিনি অনেক আছে।' এখানে 'মহত্ত্ব' ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে?
ক. প্রশংসার্থে খ. নিন্দার্থে গ. ব্যঙ্গার্থে ঘ. কুৎসা রটনায় **উ: গ**

০৯. 'হরিণ, কৃপণ' - এগুলো কীসের উদাহরণ?
ক. সমাসের খ. পদান্বয়ী অব্যয়ের
গ. ষ-ত্ব বিধানের ঘ. ণ-ত্ব বিধানের **উ: ঘ**

১০. প্রকৃতিবেষ্টিত 'দেবানন্দপুর' গ্রামটি কার জন্য বিখ্যাত?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. রবীন্দ্রনাথ গ. বনফুল ঘ. শরৎচন্দ্র **উ: ঘ**

১১. জীবনানন্দ দাশের কাব্য নয় কোনটি?
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. রাত্রিশেষ
গ. ঝরাপালক ঘ. রূপসী বাংলা **উ: খ**

১২. 'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি' - 'ঐকতান' কবিতায় কবি এসব কুড়িয়ে আনেন-
ক. কবির নিজের জন্য খ. কবির কবিতার জন্য
গ. ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্য ঘ. বাংলা ভাষার জন্য **উ: খ**

১৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি রচিত হয়েছে-
ক. ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য
খ. দারিদ্র্য অবসানের জন্য
গ. সুপুরুষ হয়ে ওঠার জন্য
ঘ. পাপবোধ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য **উ: ক**

১৪. "পাখিরা এসে গোদাবরী তীরে প্রতিদিন শিমুল গাছে জড়ো হয়ে কচায়ন করে"- এখানে 'কচায়ন' শব্দের অর্থ কী?
ক. কিচিমিচি খ. ক্যাচক্যাচি গ. খ্যাচখ্যাচি ঘ. কচাল **উ: ক**

১৫. 'বিমুগ্ধ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
ক. বিমুহ্ + ত খ. বি + মুগ্ধ
গ. বিমুহ্ + ত + অ ঘ. বিমুগ্ + ধ **উ: ক**

১৬. 'ঊর্ণনাভ' শব্দের সমাস নির্ণয় কর-
ক. প্রাদি সমাস খ. দ্বিগু সমাস
গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

১৭. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাস?
ক. জন্মমৃত্যু খ. অকালমৃত্যু গ. ছিন্নবস্ত্র ঘ. ছেলে ধরা **উ: গ**

১৮. "অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে" এখানে 'অমনি' অর্থ কী?
ক. অকারণে খ. অনর্থক গ. তৎক্ষণাৎ ঘ. পরবর্তীতে **উ: গ**

১৯. কোনটি শুদ্ধ?
ক. অভু + দয় = অভ্যুদয় খ. অভি + উদয় = অভ্যুদয়
গ. অভুঃ + দয় = অভ্যুদয় ঘ. অভ + দয় = অভ্যুদয় **উ: খ**

২০. "আঁতের টান" - শব্দের অর্থ কী?
ক. জড়িয়ে ধরা খ. মর্মের কথা
গ. চমকে ওঠা ঘ. নাড়ির টান **উ: ঘ**

২১. আরাধনা করা হচ্ছে এমন-
ক. উপাসনালয় খ. উপাস্য
গ. উপাস্যমান ঘ. আরাধিত **উ: ঘ**

২২. কোনগুলো ঔষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি?
ক. ক, চ, ট, ত, প খ. প, ফ, ব, ভ, ম
গ. ত, থ, দ, ঘ, ন ঘ. র, ল, ব, শ, হ **উ: খ**

২৩. কোনটি চাঁদের প্রতিশব্দ নয়?
ক. শশী খ. ভাণু গ. বিধু ঘ. ইন্দু **উ: খ**

২৪. কোনটি শুদ্ধ?
ক. পুষ্করিনী খ. পুষ্করিণী গ. পুষ্করণী ঘ. পুষ্করিণী **উ: খ**

২৫. "আহ্বান" শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো-
ক. আহোবান খ. আহোব্ধান
গ. আহোভান ঘ. আও্ভান্ **উ: ঘ**

২৬. "জলদ" কোন শ্রেণির শব্দ?
ক. যোগরূঢ় শব্দ খ. যৌগিক শব্দ
গ. রূঢ়ি শব্দ ঘ. মৌলিক শব্দ **উ: ক**

২৭. গঠনগত দিক বিবেচনায় শব্দকে কতভাবে ভাগ করা যায়?
ক. ৩ খ. ২ গ. ৪ ঘ. ৫ **উ: খ**

২৮. 'Copy'-র পরিভাষা কোনটি?
ক. প্রতিলিপি খ. নকল গ. সংখ্যা ঘ. ফটোকপি **উ: ক**

শিফট - ৪

০১. অর্থ ও গঠনরীতির দিক থেকে সাধিত ধাতু কয় প্রকার?
ক. পাঁচ প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. ছয় প্রকার ঘ. চার প্রকার **উ: খ**

০২. 'কালপুরুষ' হলো-
ক. কালো রংয়ের মানুষ খ. অনাদিকাল বাঁচে যে পুরুষ
গ. কালোগ্রহ বিশেষ ঘ. নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ **উ: ঘ**

০৩. 'হস্তী' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক. যৌগিক শব্দ খ. যোগরূঢ় শব্দ
গ. রূঢ়ি শব্দ ঘ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

০৪. 'হয় রওয়ানা হও নতুবা গাড়িতে ওঠো' কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল খ. জটিল গ. যৌগিক ঘ. মিশ্র **উ: গ**

০৫. 'আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর।' কাব্য-পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত 'সুত' শব্দের অর্থ কী?
ক. পুত্র খ. অনুসারী গ. সূত্রধর ঘ. বিদ্রোহী সত্তা **উ: ক**

০৬. কোন বিশেষণটি 'সোনার তরী' কবিতার মাঝিকে সবচেয়ে সার্থকভাবে রূপায়িত করে?
ক. বিষণ্ন খ. নিঃসঙ্গ গ. নিরুপায় ঘ. নির্লিপ্ত **উ: ঘ**

০৭. 'সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস' - কোথায়?
ক. ফুলের ফোটায় খ. নদীর চলায়
গ. মানুষের জীবনে ঘ. বৃক্ষের জীবনে **উ: ঘ**

০৮. 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে' উক্তিটিতে 'দৃষ্টিভঙ্গি' - শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. মানসিকতা অর্থে খ. দেখার কৌশল অর্থে
গ. ভিন্নতা অর্থে ঘ. দেখার পার্থক্য অর্থে **উ: ক**

০৯. 'বিষে-ভরা বাণ'-এর পরিবর্তে 'প্রতিদান' কবিতায় কী দেয়া হয়ে থাকে?
ক. প্রেমময় প্রাণ খ. অনিঃশেষ গান
গ. বুকভরা গান ঘ. এক গোলা ধান **উ: গ**

১০. প্রাদি সমাস কোনটি?
ক. উচ্ছৃঙ্খল খ. প্রভাত গ. প্রবীণ ঘ. চতুরঙ্গ **উ: খ**

১১. অখাদ্য ভোজন করে যে-
ক. কদাপী খ. কদাহার গ. কদাহারী ঘ. অখাদ্যগ্রাহী **উ: খ**

১২. 'আমার নালিশ আজ নিজের বিরুদ্ধে' উক্তিটি কার?
ক. সিরাজের খ. জগৎশেঠের
গ. মীরজাফরের ঘ. রায়দুর্লভের **উ: ক**

১৩. 'গাজীর গান' - এর গাজী কে?
ক. দক্ষিণবঙ্গের জমিদার খ. খোয়াজখিজিরের শিষ্য
গ. কুমিরের দেবতা ঘ. বাঘের অধিষ্ঠাতা **উ: ঘ**

১৪. 'বিভাবরী' শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় কোন চরণে?
ক. গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
খ. বন-কুন্তল এলায়ে বন শবরী ঝুরে
গ. কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
ঘ. ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু দেখাও **উ: গ**

১৫. 'পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন'- 'ঋতুর রাজন' কী?
ক. গ্রীষ্মঋতু খ. বর্ষাঋতু গ. শীতঋতু ঘ. বসন্তঋতু **উ: ঘ**

১৬. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ নয়?
ক. আশ্চর্য খ. তস্কর গ. পুনরপি ঘ. মনীষা **উ: গ**

১৭. 'জ্বীন-পরী' কোন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
ক. বিপরীতার্থক খ. মিলনার্থক
গ. সমার্থক ঘ. বিরোধার্থক **উ: খ**

১৮. 'বুড়ো রহমান' কোন গল্পের চরিত্র?
ক. অপরিচিতা খ. মাসি-পিসি
গ. বিলাসী ঘ. রেইনকোট **উ: খ**

১৯. সঠিক উত্তর কোনটি?
ক. আত্মা + আনন্দ = আত্মআনন্দ
খ. আত্ম + আনন্দ = আত্মানন্দ
গ. আত্মা + নন্দ = আত্মআনন্দ
ঘ. আত্মা + নন্দ = আত্মানন্দ **উ: খ**

২০. হাস্নাহেনা মিষ্টি-মধুর গন্ধ ছড়ায় কার কণ্ঠে?
ক. খালেক ব্যাপারীর খ. মাতবর রেহান আলীর
গ. জোয়ান মদ্দ কালুর ঘ. পীর মজিদের **উ: ঘ**

২১. 'কুটুম্ব কামিনীর মতো কুটুম্বিনী করিতে লাগিল উমা প্রসাধনী'- এখানে 'কুটুম্বিনী' অর্থ কী?
ক. ঘরকুটুম খ. আত্মীয় গ. স্ত্রীকুটুম ঘ. গৃহকত্রী **উ: গ**

২২. কোনটি শুদ্ধ?
ক. পুষ্করিনী খ. পুষ্করিণী গ. পুষ্করণী ঘ. পুষ্করিণী **উ: খ**

২৩. বাংলা বাক্যগঠনের বিধান হলো-
ক. কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া খ. কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম
গ. ক্রিয়া, কর্ম ও কর্তা ঘ. কর্ম, ক্রিয়া ও কর্তা **উ: ক**

২৪. 'রেইনকোট' গল্পে 'পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা' কি?
ক. শহীদ মিনার খ. নুরুল হুদা
গ. গেরিলা যুদ্ধ ঘ. রেইনকোট **উ: ক**

২৫. 'অসূর্যম্পশ্যা' শব্দের অর্থ কী?
ক. সূর্যের তাপ খ. সূর্যহীন
গ. সূর্যের আলো দেখেনি ঘ. সূর্যকণা **উ: গ**

২৬. কোনটি 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ নয়?
ক. ধরণী খ. বসুন্ধরা
গ. অবনী ঘ. অরবিন্দ **উ: ঘ**

২৭. "কিসকা ওয়াস্তে জহুরকা নামাজ হুয়া" উক্তিটি কার?
ক. মজিদের খ. পীর সাহেবের
গ. খালেক ব্যাপারীর ঘ. রহিমার **উ: ক**

২৮. 'বিড়াল' রচনায় কোন চরিত্রের মাধ্যমে দারিদ্র্যের অধিকার ও সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে?
ক. বিড়াল খ. কমলাকান্ত
গ. নৈয়ায়িক ঘ. নেপোলিয়ন **উ: ক**

B ইউনিট : বিজনেস স্ট্যাডিজ অনুষদ ও আইবিএ

গ্রুপ - ১

০১. 'জিলাপি' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
ক. ফরাসি খ. তুর্কি গ. হিন্দি ঘ. ফারসি **উ: গ**

০২. প্রাচ্যের বিপরীত শব্দ-
ক. প্রতীচ্য খ. দুষ্প্রাচ্য গ. প্রাচ্য ঘ. পাশ্চাত্য **উ: ক**

০৩. 'চিরুনি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ -
ক. চিরু + নিখ. চির + উনি
গ. চিরন + ইঘ. চির + উনি **উ: ঘ**

০৪. নবাব সিরাজের পতনের পর 'ক্লাইভের গাধা' পরিচিতি পায়-
ক. রায়দুর্লভ খ. মীরজাফর গ. উমিচাঁদ ঘ. মিরন **উ: খ**

০৫. 'বৈশিষ্ট্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে-
ক. প্রত্যয়যোগে খ. সমাসযোগে
গ. সন্ধিযোগে ঘ. উপসর্গযোগে **উ: ক**

০৬. 'চৌচির' কোন ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ. নাটক ঘ. ছোটগল্প **উ: ক**

০৭. 'অর্ক' শব্দের সমার্থ -
ক. সূর্য খ. সমুদ্র গ. বায়ু ঘ. নভোমণ্ডল **উ: ক**

০৮. 'যুগবাণী' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
ক. পত্রিকা খ. কাব্যগ্রন্থ গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ **উ: ঘ**

০৯. 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে তুলনা করা হয়েছে-
ক. রৌদ্র খ. ফুল গ. নক্ষত্র ঘ. রক্তের সাথে **উ: গ**

১০. 'তুমি বিনে আমার কেউ নেই।' এখানে 'বিনে' একটি-
ক. উপসর্গ খ. যোজক গ. অনুসর্গ ঘ. ক্রিয়া **উ: গ**

১১. 'বাগবিতণ্ডা' শব্দের সমাস-
ক. দ্বন্দ্ব খ. তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: খ**

১২. 'জেন্দা' কি?
ক. জাতি খ. ভাষা গ. গ্রন্থ ঘ. গোষ্ঠী **উ: খ**

গ্রুপ- ১ : অবাণিজ্য শাখা

০১. 'হাকিম' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
ক. ফারসি খ. হিন্দি গ. উর্দু ঘ. আরবি **উ: ঘ**

০২. 'মেঘলুপ্ত' শব্দটির সমাস -
ক. তৃতীয়া তৎপুরুষ খ. রূপক কর্মধারয়
গ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ. উপপদ তৎপুরুষ **উ: ক**

০৩. 'তিমির কুন্তলা' হলো-
ক. ঘন কালো চুল খ. ঘন কুয়াশা
গ. ঘন অন্ধকার ঘ. ঘন কালো গায়ের রং **উ: ক**

০৪. 'সায়র' শব্দের অর্থ -
ক. নদী খ. দীঘি গ. সাগর ঘ. নালা **উ: গ**

০৫. সঠিক বানান কোনটি?
ক. পুজারি খ. পুজারী গ. পূজারি ঘ. পূজারী **উ: ঘ**

০৬. কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয় না?
ক. বিশেষণ খ. বিশেষ্য গ. ক্রিয়া ঘ. অব্যয় **উ: গ**

০৭. 'কাব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো -
ক. কাব+য খ. কবি+ব গ. কাব+হ ঘ. কবি+য **উ: ঘ**

০৮. শিক্ষা ও সাহিত্য পরস্পর-
ক. পরিপূরক খ. সমান্তরাল
গ. বিপরীত ঘ. নির্ভরশীল **উ: ক**

০৯. বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তক -
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: ঘ**

C ইউনিট : বিজ্ঞান অনুষদ

গ্রুপ- ৫ : অ-বিজ্ঞান

০১. 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনটি কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়?
ক. শামসুর রাহমান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. আবুল হাসান ঘ. শহীদ কাদরী **উ: খ**

০২. কোনটি শুদ্ধ চিহ্নিত কর
ক. সান্ত্বনা খ. সান্তনা গ. স্বান্তনা ঘ. শান্তনা **উ: ক**

০৩. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণভূর্য'- এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তাটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. প্রেম খ. দ্রোহ গ. বংশীবাদক ঘ. ক ও খ **উ: ঘ**

০৪. অর্ফিয়াস-এর পরিচয় কী?
ক. মরুভূমির ঝরনা খ. যন্ত্র সংগীত
গ. কবি ও শিল্পী ঘ. গ্রিক দেবতা **উ: গ**

০৫. কোনটি সুকান্ত রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক. হরতাল খ. আকাল গ. ছাড়পত্র ঘ. ঘুম নেই **উ: খ**

০৬. 'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দের অর্থ কী?
ক. প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য খ. অতি শ্রদ্ধেয়
গ. ক ও খ ঘ. কোনটিই নয় **উ: ক**

০৭. 'নিদাঘ' শব্দের অর্থ কী?
ক. আইন খ. অস্ত্রবিশেষ গ. ওঙ্কার ধ্বনি ঘ.গ্রীষ্মকাল **উ: ঘ**

০৮. 'Prejudice' - এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি?
ক. বিশেষাধিকার খ. প্ররক্ষক
গ. সংস্কার ঘ. নিরীক্ষণ **উ: গ**

০৯. বাক্য কী?
ক. ভাষার বৃহত্তম একক খ. শব্দের ক্ষুদ্রতম একক
গ. রূপমূল ঘ. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক **উ: ক**

১০. সিকান্দার আবু জাফর কোন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক. সমকাল খ. সবুজপত্র
গ. ভারতী ঘ. নবযুগ **উ: ক**

১১. বিলাসীর আত্মহত্যার কারণ কী?
ক. বিষহরির আজ্ঞা খ. সামাজিক রক্ষণশীলতা
গ. গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা ঘ. অন্নপাপ **উ: খ**

১২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার শিষ্য দাবি করেছেন?
ক. বিশ্বামিত্র খ. দুষ্মন্ত গ. পরশুরাম ঘ. কোনটিই নয় **উ: ক**

১৩. কোনটি শুদ্ধ শব্দ?
ক. সম্মানিত খ. সম্মাননীয়
গ. সম্মানীয় ঘ. সম্মানীত **উ: ক, খ**

১৪. 'পথ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক. স্মরণি খ. সরণি গ. স্বরনী ঘ. সরনি **উ: খ**

১৫. 'মনীষা' শব্দের অর্থ কী?
ক. বুদ্ধি খ. মেধা গ. মনন ঘ. সবগুলি **উ: ঘ**

১৬. 'লুঙ্গি' কোন শব্দ?
ক. বাঙলা খ. বার্মিজ গ. পর্তুগিজ ঘ. আসামী **উ: খ**

১৭. নিত্যবৃত্ত অতীত কোনটি?
ক. করিল খ. করিত গ. করিতেছি ঘ. করিয়াছিল **উ: খ**

১৮. বাংলা সাহিত্যে বীরবল কেন বিখ্যাত?
ক. নতুন ছন্দ রচনার জন্য খ. চলিত রীতির প্রবর্তনের জন্য
গ. সনেটের জন্য ঘ. প্রমিত বাংলার জন্য **উ: খ**

১৯. ঈশান কোণ হলো-
ক. উত্তর-পশ্চিম কোণ খ. উত্তর-দক্ষিণ কোণ
গ. পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ঘ. উত্তর-পূর্ব কোণ **উ: ঘ**

২০. কোন প্রতিষ্ঠান প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম চালু করে?
ক. বাংলাদেশ সরকার খ. এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. বাংলা একাডেমী ঘ. শিল্পকলা একাডেমী **উ: গ**

২১. নিচের কোনটি শুদ্ধ?
ক. গড্ডডালিকা প্রবাহ খ. মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ
গ. কৃতাঞ্জলীপুটে ঘ. সানন্দিত চিত্তে
বি. দ্রঃ শুদ্ধরূপ: গড্ডলিকা (অন্ধ অনুকরণ); মাধুর্যপূর্ণ আচরণ; কৃতাঞ্জলিপুটে; সানন্দে।

২২. 'পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।' এখানে 'জন্মে' শব্দটি মূলত কী?
ক. উদ্দেশ্য খ. সম্প্রসারণ
গ. বিধেয় ঘ. ক্রিয়াবিশেষণ **উ: গ**

২৩. 'পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা' চয়ন করা হয়েছে? বাক্যাংশটি কোন গদ্য থেকে-
ক. অপরিচিতা খ. মাসি-পিসি
গ. রেইনকোট ঘ. বিলাসী **উ: খ**

২৪. কার জবানিতে 'রেইনকোট' গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে?
ক. আব্দুস সাত্তার মৃধা খ. নুরুল হুদা
গ. লেখক ঘ. ড. আফাজ আহমদ **উ: খ**

২৫. "আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" কবিতায় কবির পূর্বপুরুষের করতলে কীসের সৌরভ ছিল?
ক. পলিমাটি খ. রক্তজবা গ. শস্যদানা ঘ. শ্বাপদের **উ: ক**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

ইউনিট A : বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ

০১. নিত্য পুরুষবাচক শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক. সপত্নী খ. কুলটা গ. কৃতদার ঘ. সতীন **উ: গ**

০২. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন?
ক. ১৯১৫ খ. ১৯১৬ গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯১৮ **উ: গ**

লিখিত সমাধান

লিখিত অংশে ভালো না করতে পারলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। তাই শুরু থেকেই লিখিত বিষয়টিকে ফোকাস দেয়ার জন্য বইটির শুরুতেই সাম্প্রতিক প্রশ্নাবলির সাথে লিখিত অংশকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আরো অনুশীলনের জন্য নিচে নমুনা অনুচ্ছেদ এবং প্রশ্ন দেয়া হলো।

অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর (ক-ঘ) উত্তর দাও:

যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভালো হইবে না। লেখা ভালো হইলে যশ আপনি আসিবে।

যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।

বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পরিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন বড় বেশি দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

ক. আলোচ্য বক্তব্যটি কোন প্রবন্ধের অংশ; প্রবন্ধটি কে লিখেছেন এবং কোন পত্রিকায় প্রকাশ পায়?

উত্তর: আলোচ্য বক্তব্যটি উনিশ শতকের অন্যতম লেখক বাংলা সাহিত্যের 'সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়।

খ. লেখকের যশের জন্য লিখলে কী হয়?

উত্তর: লেখকের মতে যশের জন্য লিখলে লেখার মান খারাপ হয়। একজন লেখকের খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে লেখা উচিত নয়। কারণ স্বার্থসাধনের জন্য লিখলে তা সুসাহিত্য হয় না। সাহিত্যের সাধনা করতে হয় নিষ্কাম মন নিয়ে। এর উল্টো হলে লেখার মানের ওপর প্রভাব ফেলবে লেখা ভালো হবে না। লেখায় যশ বা খ্যাতি অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। লেখার মান ভালো হলে যশ আপনা-আপনি আসবে।

গ. সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর: লেখকের মতে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে মানব কল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি। মহৎ উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃজন করতে হবে। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে লেখকের শুধু মানককল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির কথায় বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ এ দুটি হল জীবনের প্রকৃত সত্য। ধর্মের মর্মমূলেও আছে এই দুইটি বিষয়ের উপস্থিতি। তাই সত্য ও ধর্ম ছাড়া আর কিছু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

ঘ. বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করলে কী হয়?

উত্তর: প্রাবন্ধিকের মতে অনাবশ্যক বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা রচনার গুণগত মান নষ্ট করে। রচনায় বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টাকে প্রাবন্ধিক দূষণীর হিসেবে মন্তব্য করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে লেখকের মাঝে যদি বিদ্যা থাকে তাহলে তা লেখার মাঝে নিজে থেকে প্রকাশ পাবে। অনেকে নিজেকে পণ্ডিত প্রমাণের জন্য ভারি ভারি তথ্য ও বিদেশি লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। যার ফলে রচনা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে এবং পাঠক অতিশয় বিরক্ত বোধ করেন। রচনার পারিপাট্য নষ্ট হয়। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন লেখক যেন তার লেখায় অনাবশ্যক বিদ্যা প্রকাশ থেকে বিরত থাকে।

ঙ. শব্দার্থ লেখ- যশ, বিদ্যা, কোটেশন, হিতকর, পরিপাট্য, হানিজনক।

উত্তর:

যশ = সুখ্যাতি, সুনাম, কীর্তি।	পরিপাট্য = সুবিন্যস্ত।	কোটেশন = উদ্ধৃতি।
হিতকর = কল্যাণকর, উপকারী।	বিদ্যা = অধ্যয়নজনিত জ্ঞান।	হানিজনক = ক্ষতিকর।

অপরিচিতা

অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর [ক-ঙ] উত্তর দাও:

[ঢাবি ২০২১-২২] ২ x ৫ = ১০

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি-চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

খ. স্নেহাতুর আত্মা বলতে কী বুঝ?

উত্তর: স্নেহাতুর আত্মা বলতে স্নেহে কাতর আত্মা বা হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। আহ্বান গল্পে অনাথা বুড়ি ও কথকের মাঝে যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সন্তান তুল্য কথককে দেখার বুড়ির যে তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়েছে সেটি বোঝাতেই স্নেহাতুর আত্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বুড়ির জীবিত থাকা কালীন কথককে দেখার ইচ্ছে পূরণ না হলেও দেড় বছর পর বুড়ির মৃত্যুর পরদিন কাকতালীয়ভাবে কথকের আগমন ঘটে। বুড়ি স্নেহের বসে কথকের নিকট প্রত্যাশা করে, সে মারা গেলে কথক যেন তার কাফনের কাপড় কিনে দেয়। হঠাৎ করে গ্রামে ফিরে বুড়ির মৃত্যুর সংবাদ শুনে কথকের উপলব্ধি হয়, বুড়ির স্নেহাতুর আত্মাই তাঁকে বহুদূর থেকে আহ্বান করে এনেছে।

গ. 'দ্যাও বাবা- তুমি দাও' উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান গল্প থেকে নেওয়া; উক্তিটিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানবিক সম্পর্কের তাৎপর্য বহন করে। গল্পকথক ও বুড়ি দুজনের ধর্ম আলাদা হলেও বুড়ির মাতৃস্নেহকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। বেলা বারোটার দিকে বুড়ির কবর দেওয়ার সময় শুকুর মিয়া এক কোদাল মাটি দেওয়ার জন্য কথককে আহ্বান করে। গল্পটিতে লক্ষ করা যায় দুজন ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের হলেও গ্রামবাসী কথককে মাটি দেওয়ার যে আহ্বান করে সেখানেও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ফুটে উঠেছে ও উদার মানবিক চেতনা ফুটে উঠেছে।

ঘ. অনধিক পাঁচটি বাক্যে 'আহ্বান' গল্পের মূলভাবনা তুলে ধর।

উত্তর: 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত অন্যতম একটি ছোটোগল্প; পাশাপাশি গল্পটিতে প্রাধান্য পেয়েছে অসম্প্রদায়িক জীবন চেতনা ও সকল প্রতিবন্ধকতার উর্ধ্বে বাৎসল্য ও মমতার নিবিড় সম্পর্ক। গল্পকার গল্পটির মধ্যে দিয়ে একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার দিকে পাঠককে প্রভাবিত করেছেন। গল্পকার অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ পরিবেশের সমাজ চিত্র তুলে ধরেছেন। একইভাবে বুড়ি ও গোপাল চরিত্রে ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে উঠে মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মাতৃস্নেহকে কালোত্তীর্ণ করেছে; পাশাপাশি গোপাল চরিত্র ও গ্রামবাসীর মধ্যদিয়ে মানবতার জয়োধ্বনি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

মানব-কল্যাণ

নিচের গদ্যাংশটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর (ক-ঙ) উত্তর দাও:

[ঢাবি ২০২১-২২] ২ x ৫ = ১০

মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়- এ এক জাগতিক মানবধর্ম। তাই এর সাথে মানব-মর্যাদার তথা Human dignity-র সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই দুস্থ, অবহেলিত, বাস্তুহারা, স্বদেশ বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। রেডক্রস ইত্যাদি সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে না মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব- কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত না হয়ে পারে না।

কালের বিবর্তনে আমরা এখন আর tribe বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব নই- বৃহত্তর মানবতার অংশ। তাই Go of humanity-কে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিতভাবে দেখা বা নেওয়া যায় না। তেমনি নেওয়া যায় না তার কল্যাণকর্মকেও খণ্ডিত করে। দেখতে মানুষও অন্য একটা প্রাণী মাত্র, কিন্তু ভেতরে মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। যে সম্ভাবনার স্ফুরণ-স্ফুটনের সুযোগ দেওয়া, ক্ষেত্র রচনা আর তাতে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণ।

ক. মানব-কল্যাণের সঙ্গে মানব-মর্যাদার সম্পর্ক কেন অবিচ্ছেদ্য?

উত্তর: মানব-কল্যাণ মূলত মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস; অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণই নয়, মানুষকে মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তোলা। মানব-কল্যাণ তথা মানুষকে ব্যক্তিত্ববান, আত্মমর্যাদাশীল ও আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যদিয়েই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কল্যাণময় পৃথিবীর রচনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন; যেখানে মানব মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ন হবে না, বরং সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটবে। অর্থাৎ মানব কল্যাণের প্রকৃত অর্থই হলো মানব-মর্যাদা। তাই বলা হয়, মানব-কল্যাণের সাথে মানব-মর্যাদার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

খ. গদ্যাংশটিতে ব্যবহৃত 'কী' এবং 'কি'-এর অর্থগত ও ব্যাকরণগত পার্থক্য কর।

উত্তর: 'কী' ও 'কি' পদ দুটির উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও ব্যবহারিক দিক থেকে দুটোই আলাদা। যেসব প্রশ্নের উত্তরে বিশদভাবে বর্ণনা করতে হয় সেসব স্থানে 'কী' পদটি বসাতে হয়; অর্থাৎ এটি সর্বনাম পদের ন্যায় কাজ করে। একইভাবে যেসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' সূচক অব্যয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় সেসব স্থানে 'কি' পদটি বসাতে হয়, এখানে 'কি' পদটি অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন গদ্যাংশটিতে দেখা যায়: 'আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কী দেখতে পাই?' উত্তর হবে দুস্থ, অবহেলিত, স্বদেশ বিতারিত মানুষ; আবার 'সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে না মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে?' উত্তর হবে 'হ্যাঁ'। অর্থাৎ বর্ণনামূলক অর্থে 'কী' পদ ও সংক্ষিপ্ত অর্থে 'কি' পদ ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণিক দিক থেকে 'কী' সর্বনাম পদ ও 'কি' অব্যয় পদ।

গ. 'অসীম' ও 'অনন্ত সম্ভাবনা' পদবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর: 'অসীম' ও 'অনন্ত সম্ভাবনা' পদবন্ধের মধ্যদিয়ে প্রাবন্ধিক অন্যান্য প্রাণী চেয়ে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ সে দিকটি উপস্থাপন করেছেন। প্রাণিত্বের দিক দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকলেও অন্য গুণাবলির দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ বিকাশশীল ও সম্ভবনাময় প্রাণী; মানুষের মাঝে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বোধ, বিচার-বিশ্লেষণ, বিচক্ষণতা আছে যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কাব্যাংশটির সাদৃশ্য রয়েছে— কীভাবে?

উত্তর: উপরের আলোচ্য কবিতাংশটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমরা মেঘনাদ চরিত্রে আমাদের বীর মুক্তিকামী বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখি। যারা দেশের জন্য, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য মেঘনাদের মতো নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। একইভাবে বিপরীতমুখী বিভীষণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের বিশ্বাসঘাতকতার রূপটাই ফুটে উঠেছে। মেঘনাদের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশ রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখছে আর অপরদিকে এইসব ব্যক্তিরা কূটকৌশলে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাক হানাদারদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে আমাদের মুক্তিকামী মানুষদের হত্যা করবার জন্য। সুতরাং বলা যায় বিভীষণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কালো ছায়া, অপরদিকে মেঘনাদ চরিত্রটি সমস্ত জাতিকে সুরক্ষিত রাখার এক নির্ভরযোগ্য পাত্র।

সোনার তরী

কাব্যাংশটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর (ক-ঙ) উত্তর দাও:

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা-
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা॥
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে-
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

ক. মেঘে ঢাকা গ্রাম বলতে কী বুঝিয়েছে?

উত্তর: মেঘে ঢাকা গ্রামের চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে বর্ষার প্রকৃতির রূপটি ফুটে উঠেছে। 'সোনার তরী' কবিতায় কবি গ্রামীণ চিত্রকল্পে ভর করে কবিতার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় কবিতাটিতে তিনি দূরের মেঘাচ্ছন্ন গ্রামের চিত্রপট শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মূলত ভারী বৃষ্টিপাতসহ দুর্যোগের ইঙ্গিতবাহী। এর মধ্য দিয়ে কবিতায় বর্ষার প্রকৃতির দুর্যোগময় রূপটিকে উন্মোচন করা হয়েছে।

খ. 'একখানি ছোটো খেত' কবি ছোটোখেতের প্রসঙ্গ কেন এনেছেন?

উত্তর: 'সোনার তরী' কবিতাই একখানি ছোটো খেত বলতে মানুষের কর্মক্ষেত্র হিসেবে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় প্রতিটি অনুষঙ্গই কবি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কবিতায় উল্লিখিত ছোটো ক্ষেতটি কৃষকের চাষাবাদের জমি হিসেবে চিহ্নিত হলেও এর গূঢ়ার্থ হলো পৃথিবী অর্থাৎ মানুষের কর্ম সম্পাদনের জায়গা। মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করেই পৃথিবীতে কর্ম সম্পাদন করতে হয়।

গ. 'চারদিকে বাঁকা জল'— চরণটিতে কিসের ইঙ্গিত রয়েছে?

উত্তর: উক্ত চরণের মধ্য দিয়ে বর্ষার জলস্রোতবেষ্টিত ছোটো জমিটুকুর বিলীন হওয়ার আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ব্যক্ত হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতায় কবি নানা রূপক ও দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন। উদ্ধৃত অংশের মধ্য দিয়ে তেমনই অসাধারণ একটি দৃশ্যকল্প তৈরি হয়েছে। কবিতাই ধান খেতটি ছোটো দ্বীপের মতো কল্পিত। তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। কবি যেটাকে বাঁকা জল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই বাঁকা জলের প্রতিটি ফাঁদে রয়েছে মৃত্যু ও ধ্বংসের বার্তা। যেখানে শেষ সম্বলটুকু বিলীন হয়ে যেতে পারে। কবি বাঁকা জলকে কালস্রোতের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন।

ঘ. কবিতাটিতে 'পরপার' বলতে কীসের ইঙ্গিত বহন করে?

উত্তর: 'সোনার তরী' একটি রূপক কবিতা। এই কবিতায় পরপার বলতে পরকালের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কবিতায় কৃষক হলেন শিল্পস্রষ্টা কবি নিজেই, নদীর জল কাল সলিলের প্রতীক আর নদীর অপর পাড় তথা পরপার হলো মৃত্যু পরবর্তী জগৎ।

ঙ. 'ঢেউগুলি নিরুপায়/ ভাঙে দু ধারে'— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: চরণটির মাধ্যমে মহাকালের কালস্রোতের আপন গতিতে সবকিছুকে নস্যাৎ করার কথা বোঝানো হয়েছে। মহাকাল তার আপন নিয়মে সর্বদা ধাবমান, তার ছুটে চলা গতিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারে না। এই স্রোতে অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকেও এড়াতে পারে না। নির্দয়ের মত ছুটে চলা এই কালস্রোত শুধু মানুষের সুকৃতিময় কর্মফলকেই গ্রহণ করে, ব্যক্তি মানুষকে নয়। যে কারণেই অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় মহাকালের কালস্রোতে বিলীন হওয়ার জন্য।

ঘ. 'খাঁটি আর্যবংশ সম্ভূত শিল্পী' বলতে কবি কাদের নির্দেশ করেছেন?

উত্তর: 'খাঁটি আর্যবংশ সম্ভূত শিল্পী' বলতে কবি খাঁটি বাঙালি বংশ থেকে আগত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বুঝিয়েছেন। যাদের আত্মত্যাগে ছবির মতো কালজয়ী এক দেশ পেয়েছি আমরা। আর্য বলতে মানবজাতিকে বোঝানো হয়, আর আর্যবংশ বলতে আদিম সুসভ্য জাতিবংশকে বোঝায়। ছবি কবিতায় খাঁটি বাঙালি জাতি দেশ রক্ষায় সকল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি আলোচ্য বক্তব্যটি দিয়ে স্বাধীনতাকামী দৃঢ়প্রত্যয়ী বাঙালি জাতিকে বিশেষায়িত করেছেন।

সপ্রসঙ্গ উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা কর

০১. সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

সাহিত্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি ও তার প্রকাশ এবং মানবকল্যাণ সাহিত্যের উদ্দেশ্যও তাই। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা করলে সচরাচর মানুষের জন্য হানিকর হয়। তাই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি।

০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বস্তুনিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন কেন?

উৎকৃষ্ট রচনা নির্মাণে বস্তুনিষ্ঠার বিকল্প নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বস্তুনিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বস্তুনিষ্ঠ লেখা বলতে সেই লেখাকে বোঝায় যে লেখা সত্যাশ্রয়ী, যে লেখা কোনো স্বার্থের আশায় লেখা হয়নি এবং যে লেখায় পরিবেশিত তথ্যসমূহ শতভাগ শুদ্ধ। সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ। মানবকল্যাণ নিশ্চিতে লেখার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠা আবশ্যক। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র রচনায় বস্তুনিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

০৩. বঙ্কিমচন্দ্র সরলতাকে সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার বলেছেন কেন?

লেখায় সরলতা থাকলে তা সহজেই পাঠকের বোধগম্য হয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র সরলতাকে সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার বলেছেন। সাহিত্যে রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রূপক, অনুপ্রাস, শ্লেষসহ নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করা হয়। সরলতা সে অর্থে সাহিত্যের অলংকারের প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সরলতার গুণে একটি রচনা সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যে লেখা পড়লে মানুষ সবচেয়ে সহজে লেখকের মনের ভাব বুঝতে পারে, সেটিই সুন্দরতম রচনা। এ বিবেচনা থেকেই তিনি সরলতাকে সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

০৪. সাময়িক সাহিত্য কেন লেখকের পক্ষে অবনতিকর?

সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি হয় পাঠক-লেখকের স্বল্পকালীন চাহিদা থেকে। যে কারণে লেখাগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত করে দ্রুত প্রকাশ করতে হয়। ফলে লেখক নিজের লেখার যথাযথ মূল্যায়ন তথা উৎকর্ষ সাধনের পর্যাপ্ত সুযোগ পান না। এতে লেখক হিসেবে তাঁর উৎকর্ষ অর্জনের পথটিও সংকীর্ণ হয়ে যায়।

০৫. সাময়িক সাহিত্য বলতে কী বুঝ?

সাময়িক সাহিত্য বলতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত সাহিত্য সংকলনসমূহকেই নির্দেশ করে। এ ধরনের সাহিত্য মূলত স্বল্প সময়ে এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশকের জরুরি ফরমায়েশে সৃষ্ট হয়। এ ধরনের রচনার লেখকগণ নিজেদের লেখার মূল্যায়নে যথেষ্ট সময় পান না। তাই খুব কম লেখায় সাহিত্যের মানে পৌঁছাতে পারে। সাময়িক সাহিত্য তাই লেখকের উৎকর্ষ সাধনের পরিপন্থী বলে বিবেচিত।

০৬. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনাটির সর্বকালীন ও বৈশ্বিক আবেদন রয়েছে কেন?

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনাটি যে কোনো কালের, যে কোনো স্থানের লেখকের জন্য আদর্শস্বরূপ। আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে নবীন লেখকদের উদ্দেশে নিবেদন করেছেন। উনিশ শতকের শেষভাগে রচিত হলেও রচনাটির প্রাসঙ্গিকতা আজও বিদ্যমান। রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ লেখকের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শগুলো যেকোনো দেশের, যেকোনো ভাষার লেখকের জন্যই প্রযোজ্য, কালজয়ী ও সর্বত্রগামী।

০৭. আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি বিবেচনা করে লোকরঞ্জন করতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হয়ে ওঠে কেন? ব্যাখ্যা কর।

সাহিত্য হলো ভাষার অমূল্য সম্পদ। কিন্তু অনেক সাহিত্যিকই এই অমূল্য রত্নকে নিজের স্বার্থে ঠুনকো করে ফেলে। অর্থ লাভের আশায় সাহিত্যকে পাঠকের রুচির ওপরে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যের মানকে নষ্ট করে ফেলে। কারণ, অর্থের আশায় লিখতে গেলে লেখককে পাঠকের মনস্তত্ত্ব মাথায় রাখতে হয়। যার ফলে লেখককে লেখার মানের সাথে আপোষ করতে হয়। এদেশের সাধারণ পাঠক শিক্ষা ও রুচির ক্ষেত্রে অনেকটাই পাশ্চাৎপদ। লেখার মধ্যে তাদের মনোরঞ্জন করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছানো কোনো ভাবেই সম্ভব নয় বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। আর এধরণের লেখা পাঠক, লেখক উভয়ের ক্ষেত্রেই বেশ ক্ষতিকারক।

০৮. সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যা কর।

যা সত্য তা সুন্দর আর সাহিত্য সুন্দরের কথাই বলে। অন্যদিকে ধর্মের মূল কথা সত্য পথ প্রদর্শন করানো, মানুষের মঙ্গল নিশ্চিত করা। তাই সাহিত্য রচনার মূল লক্ষ্যও হওয়া উচিত সৌন্দর্য সৃষ্টি অথবা মানুষের কল্যাণ সাধন। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচিত হলে তা মানব কল্যাণের বিপরীতে মানবপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ বিষয়টি নবীন লেখকদের স্মরণে রাখা উচিত।

০৯. অসময়ে বা শূন্য ভান্ডারে অলংকার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই। ব্যাখ্যা কর।

রচনার অলংকার ব্যঙ্গের প্রয়োগের সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যার মাঝে এ জ্ঞান আছে তার লেখায় আপনা-আপনি এ দুয়ের সুসংহত প্রয়োগ ঘটে। অন্যদিকে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় অনেক লেখক জোরপূর্বক অনাবশ্যক স্থানে অলংকার বা রসিকতার প্রয়োগ ঘটাতে যান। এর ফলে রচনাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিবর্তে সৌন্দর্যহানি ঘটে।

১০. এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু কীভাবে এক মুহূর্তে অসীম হয়ে উঠল? ব্যাখ্যা করো।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হয়ে উঠল। অনুপমের মামা বিয়ের আগেই কনের সমস্ত গহনা যাচাই করে নিতে চাইলে কনের বাবা শম্ভুনাথ সেন তাতে অপমানবোধ করেন। তাই তিনি কৌশলে বরযাত্রীদের খাইয়ে দিয়ে বিয়ে ভেঙে দেন। বর অনুপম কনের

সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে মানুষের মিথ্যা ও সংশয়পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনি মিথ্যা আত্মবিশ্বাসের পরিবর্তে নিজ সত্যে অটল থেকে দাম্ভিক হতে চান।

২৩. 'নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার ভাবলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে।' বুঝিয়ে লেখো।

প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমার পথ' প্রবন্ধে উক্ত লাইনটি দ্বারা পরাধীনতা ও দাসত্ববৃত্তি পরিহার করে স্বাবলম্বী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ দেশ একদিন ছিল শৌর্য-বীর্য ও ঐশ্বর্যের লীলাভূমি, কিন্তু এ দেশের মানুষ তাদের আলস্য, কর্মবিমুখতা ও পৌরুষের অভাবে হয়ে পড়েছে পৃথিবীর অন্য সব দেশের চেয়ে হীন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যদি আপন সত্যকে জানে তাহলে এখনো তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। তাই নিজ সত্তাকে জাগিয়ে তুলতেই নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে।

২৪. রাজভয়, লোকভয় কেন প্রাবন্ধিককে বিপথে নিয়ে যাবে না?

প্রাবন্ধিক তাঁর অন্তরের সত্যকে চেনেন বলে রাজভয় লোকভয় তাঁকে বিপথে নিয়ে যাবে না। প্রাবন্ধিক মনে করেন, মানুষ যদি সত্যি করে তার আপন সত্যকে চিনে থাকে, তার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই তার কিছু করতে পারবে না। সত্য মানুষকে পথ দেখাবে আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করবে। নিজেকে চিনলে তার মনোবলই তাকে নতুনের পথে যুদ্ধ করার শক্তি জোগাবে। এখানে রাজ্যের ভয়, রাজ্যের ভেতরের বা বাইরের কোনো শক্তিই তাকে বিপথে নিয়ে যাবে না।

২৫. 'আগুনের সম্মার্জনা' বলতে 'আমার পথ' প্রবন্ধে কী বোঝানো হয়েছে?

'আগুনের সম্মার্জনা' বলতে 'আমার পথ' প্রবন্ধে সমাজের সকল অশুদ্ধি ও ক্লেদ দূর করার হাতিয়ারকে বোঝানো হয়েছে। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক যে সমাজের ভিত্তি পচে গেছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার পক্ষপাতী। তিনি পক্ষপাতী যা কিছু অশুভ, মিথ্যা, মেকি তা দূর করার। এজন্যে তাঁর মতে, প্রয়োজন আগুনের। কেননা আগুন সব রকম অশুদ্ধিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আগুনের সম্মার্জনা বলতে লেখক এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

২৬. 'যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।' ব্যাখ্যা করো।

সুন্দরের পূজারি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমার পথ' প্রবন্ধে মানবধর্মের কথা বলেছেন। ধর্মে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই। পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্মই সত্য। শুধু ধর্মের ক্রিয়াকলাপ বা আচার-অনুষ্ঠান একেক ধর্মের একেক রকম। যে তার নিজ ধর্মের বিধি-বিধান সঠিকভাবে দিব্যজ্ঞানে চিনতে পারে, তার অন্য ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অবহেলা থাকতে পারে না। তাই নিজ ধর্মের স্বরূপ জানলে নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হয় এবং সেই-ই প্রকৃত সত্য জানতে পারে বলে তার অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা থাকে না।

২৭. 'এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।' লেখক কেন এ কথা বলেছেন?

পরাবলম্বন মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি ও আত্মশক্তি ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করে ফেলে বলে লেখক একথা বলেছেন । নিজের সত্তাকে বিকিয়ে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকলে মানুষ ধীরে ধীরে অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। মানুষের নিজের ভেতরে যে একটা দুর্ভেদ্য শক্তি আছে, তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন মানুষ অন্যের দানে, দয়ায় ও দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকে। এভাবে পরাবলম্বন আমাদের দাসত্বের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

২৮. কবি নিজেকে 'অভিশাপ-রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন কেন?

সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বলেই কবি নিজেকে 'অভিশাপ-রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন। কবি পুরাতন-জীর্ণ সমাজকে ঢেলে সাজাতে চান। কিন্তু সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। কবি এ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি তাদের অন্যায়কে অভিশাপ হয়ে ধ্বংস করতে চান। তাই তিনি নিজেকে 'অভিশাপ-রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন।

২৯. "যার ভেতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়।" ব্যাখ্যা করো।

যে নিজের সত্যকে চিনতে পারে না, তার ভেতরে ভয় কাজ করে বলে সে বাইরেও ভয় পায়। বাস্তবজীবনে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানারকম সত্য-মিথ্যার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু খুব অল্প মানুষই সত্য-মিথ্যার প্রকৃত রূপ চিনতে পারে। যে সত্যকে সঠিকভাবে চিনতে পারে, তার অন্তরে মিথ্যার অমূলক ভয় থাকে না। আর যে ব্যক্তি সত্যের আসল রূপটি চিনতে ব্যর্থ হয়, তার অন্তরেই মিথ্যার ভয় থাকে। যার মনে মিথ্যা সেই মিথ্যার ভয় করে, আর অন্তরে ভয় থাকলে সে ভয় বাইরেও প্রকাশ পায় । এজন্য প্রাবন্ধিক বলেছেন, যার ভেতরে ভয় সেই বাইরে ভয় পায়।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের অন্তরায় দূর করতে চেয়েছিলেন কেন?

মানবধর্মকে সবচেয়ে বড়ো ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করায় কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করতে চেয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম আজীবন মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কাছে মানবধর্মই ছিল সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এবং দেশব্যাপী মানবধর্ম তথা সব ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। আর এ কারণেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করতে চেয়েছিলেন।

৩১. 'সবচেয়ে বড়ো দাসত্ব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

'আমার পথ' প্রবন্ধে সবচেয়ে বড়ো দাসত্ব বলতে পরাবলম্বনকে বোঝানো হয়েছে। আত্মনির্ভরতা থেকেই স্বাধীনতা আসে। লেখকের বিশ্বাস, নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার মনে করলে আপন শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এমন স্বাবলম্বনের কথা শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু জনগণ মহাত্মা গান্ধীর সেই স্বাবলম্বনের কথা না বুঝে তাঁর ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এটিই হলো পরাবলম্বন। পরাবলম্বন আত্মশক্তিকে নষ্ট করে দেয় বলে তৈরি হয় মানসিক দাসত্ব। তাই 'আমার পথ' প্রবন্ধে পরাবলম্বনকে সবচেয়ে বড়ো দাসত্ব বলা হয়েছে।

৩২. 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো'- কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উদ্ধৃত উক্তিটির মাধ্যমে অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবারত বিলাসীর অবস্থা বোঝানো হয়েছে। 'বিলাসী' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়লে বিলাসী রাতের পর রাত জেগে তার সেবা-শুশ্রূষা করে। এই নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমে বিলাসী শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সারা শরীরে একটা অপরিসীম ক্লান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন রাত জাগার ছাপ পড়ে যায়। তার এ সজীবতাহীন ও অবসন্ন শরীরকে গল্পের কথক তুলে ধরেছে উক্তিটির মাধ্যমে।

৩৩. এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়— উক্তিটি করা হয়েছিল?

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের নিষ্ঠুর জাত-কুল-ভেদের কারণে উক্তিটি করা হয়েছে। মৃতপ্রায় মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা-শুশ্রূষায় এগিয়ে আসে নিচু বংশের

অপরিচিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

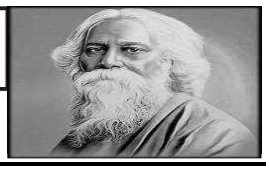

লেখক পরিচিতি

নাম ও ছদ্মনাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ভানুসিংহ ঠাকুর
উপাধি	বিশ্ব কবি, কবিগুরু, গুরুদেব
জন্ম-মৃত্যু	১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (বাংলা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫এ বৈশাখ)। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মাতামহী দিগম্বরী দেবী। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে মারা যান (বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২এ শ্রাবণ)।
শিক্ষাজীবন	বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন কিন্তু তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড যান, তবে পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। দাম্পত্য জীবনে তিনি ভবতারিণী দেবী কে বিয়ে করেন(২২ বছর বয়সে বিয়ে করেন)। রবীন্দ্রনাথের সাথে বিয়ের পর তার নাম পরিবর্তন করে মৃণালিনী দেবী রাখা হয়।
কর্মজীবন	১৮৮৪ সাল থেকে পিতার নির্দেশে জমিদারি দেখা-শোনায় নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারি দেখাশুনা করেন। যার ফলে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন।
সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট (১৯১৩), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট (১৯৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট (১৯৩৬) উপাধি পান।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

- **কবিতা:** সবুজের অভিযান, আষাঢ়, ১৪০০ সাল, সোনার তরী, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, দুই বিঘা জমি, বলাকা, খেয়া, বঙ্গমাতা, সেঁজুতি, কল্পনা, চৈতালি, ঐকতান, অকৃতজ্ঞ, দুই পাখি ইত্যাদি।
- **কাব্যগ্রন্থ:** মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা, পত্রপুট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
- **গল্পগ্রন্থ:** গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি।
- **ছোটগল্প:** ছুটি, কাবুলিওয়ালা, সমাপ্তি, হৈমন্তী, অপরিচিতা, একরাত্রি, শেষের রাত্রি, মাল্যদান, শেষ কথা, দেনা পাওনা, বোষ্টমী, ক্ষুধিত পাষাণ, জীবিত ও মৃত, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি।
- **উপন্যাস:** গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, মালঞ্চ, রাজর্ষি, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা প্রভৃতি।
- **কাব্যনাট্য:** কাহিনী, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি।
- **নাটক:** অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা, মুক্তধারা প্রভৃতি।
- **আত্মজীবনী:** জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয়, ছেলেবেলা।
- **ভ্রমণ কাহিনী :** জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী।।
- **পত্র সংকলন:** ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, ছিন্নপত্রাবলী
- **সম্পাদিত পত্রিকা:** সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম লেখা ❑

- ☑ **প্রথম কবিতা:** হিন্দু মেলার উপহার (১৮৭৪); ১৩ বছর বয়সে।
- ☑ **প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ:** কবিকাহিনী (১৮৭৮)। [ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।]
- ☑ **প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ:** বনফুল (১৮৮০)। ['বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৬ সালে ১৫ বছর বয়সে রচনা করেন এবং পরবর্তীতে ১৮৮০ সালে কাব্যটি 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সময় তার বয়স ছিল ১৯ বছর।]
- ☑ **প্রথম ছোটোগল্প:** ভিখারিনী (১৮৭৭)। **শেষ ছোটোগল্প:** ল্যাবরেটরি (১৯৪০)।
- ☑ **প্রথম গল্প:** ঘাটের কথা। **শেষ গল্প:** মুসলমানীর গল্প।
- ☑ **প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ:** বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩)।
- ☑ **প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস:** বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)। প্রথম রচিত উপন্যাস: করুণা (১৮৭৭)।
- ☑ **প্রথম নাটক:** রুদ্রচন্দ্র (১৮৮১) নাটক হয়ে ওঠেনি, তবে নাটকীয় ভাব আছে। তাঁর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)।
- ☑ **প্রথম গদ্য:** য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১)।
- ☑ **আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ:** জীবনস্মৃতি (১৯১২)।
- ☑ **প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা:** সাধনা (১৮৯৪)।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রথম কাব্য বনফুল। যা ১৫ বছর বয়সে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। অন্যদিকে, কবিকাহিনি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। সুতরাং প্রকাশের দিক থেকে প্রথম কবিকাহিনি।]

গল্প পাঠ (ব্যাখ্যাসহ)

১

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র **[বর্তমানে অনুপমের বয়স ২৭ বছর]**। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে **[অনুপম নিজের সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছে, বয়স ও গুণের দিক থেকে তার জীবনটা নিতান্তই তুচ্ছ। কারণ উনিশ শতকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক, যার মা এবং মামার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। তার মেরুদণ্ডসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি।]** তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ তবে অনুপমের এই তুচ্ছ জীবনের একটি বিশেষ মূল্য আছে। অনুপমের জীবন যদি ফুলের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে কল্যাণী হলো ভ্রমর। ভ্রমর ফুলের সংস্পর্শে এসে ফুলকে গুটিতে পরিণত করে এবং গুটিকে ফলে। তবে অনুপমের ক্ষেত্রে উলটো হয়েছে কেননা গুটিই যখন ফলের মত হয় তখন সেই জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যার ফলে অনুপমের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

ব্যাখ্যাঃ অনুপমের এই তুচ্ছ জীবনের ঘটে যাওয়া একটি বিশেষ স্মৃতি আছে। যারা ছোটোকে ছোটো ভেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না শুধু তারাই এর রস বোধ ও গুরুত্ব বুঝবে।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পন্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ অনুপম কলেজের সকল পরীক্ষা শেষ করেছেন অর্থাৎ তিনি একজন এমএ পাস করা যুবক। অনুপম যখন ছোট ছিল তখন তার শিক্ষকেরা তাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত। কেননা শিমুল ফুল দেখতে সুন্দর হলেও সুবাস নেই, এমনকি দেবতার প্রার্থনায় ব্যবহারের অযোগ্য ফুল। একই সাথে মাকাল ফল দেখতে বাহিরে সুন্দর হলেও ভেতরে শাঁসযুক্ত ও দুর্গন্ধ যা খাবার অনুপযোগী। ঠিক তেমনই অনুপম ছিল বাহিরে সুন্দর কিন্তু ভেতরে গুণহীন।

ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পন্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রুপ আমার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যাঃ অনুপম শিক্ষকদের এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপে লজ্জা পেলেও পুনরায় যদি জন্ম নেই তাহলে এমন চেহারায় যেন হয় এবং শিক্ষকেরাও তাকে বিদ্রুপ করতে পারে।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

ব্যাখ্যাঃ অনুপমের পিতা গরিব ছিলেন। তিনি ওকালতি করে বেশ অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাননি তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম এক দীর্ঘ বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছেন।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরোপুরি বয়সই হইল না [অনুপমের পরনির্ভরতা ও অপরিপক্বতা]। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

ব্যাখ্যাঃ বাবার মৃত্যুর পর মায়ের হাতেই অনুপম মানুষ হয়েছে। অন্নপূর্ণা দেবী দুর্গার কোলে থাকা গণেশ বা গজাননের ছোটো ভাই কার্তিকের মার্তৃআজ্ঞার সাথে অনুপম নিজেকে তুলনা করেছে। অন্ধভাবে মাতৃআজ্ঞা পালন করতে গিয়ে অনুপম শিক্ষিত হয়েও পরিনত বয়সের অধিকারী হতে পারেননি, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনচেতা হিসেবে তৈরি করতে পারেনি।

○ মূলভাব: 'অপরিচিতা' বাগদত্তার প্রতি মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের প্রেমানুভূতির গল্প, তার অনুশোচনাবোধের-অকপট কথামালা। "অপরিচিতা" গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। সে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারী, যে সমাজে জেঁকে বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথার বিরোধিতা করেছে।। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক।

"অপরিচিতা" উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যাঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত।

'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খলনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্যা হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

বাংলা গল্পের চরিত্র প্রয়াস

অপরিচিত গল্পে প্রধান চরিত্র অনুপম, কল্যাণী, অনুপমের মামা ও শম্ভুনাথ সেন। এছাড়া কাহিনী সংঘঠনে ভূমিকা রেখেছে মা, বিনুদা, হরিশ ও শম্ভুনাথ সেনের উকিল বন্ধু।

■অনুপম: বয়স ২৭, বিয়ের সময় ২৩ ছিল। বাবা উকিল ছিলেন, মা গরিব মেয়ে। পড়াশুনা শেষ। তুলনা করা হয়েছে মাকাল ফল, শিমুল ফুল ও গজাননের ছোট ভাই-এর (কার্তিক) সাথে। ব্যক্তিত্বহীন ও পরনির্ভরশীল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ।

■মামা: বাবার মৃত্যুর পর অনুপমের অভিভাবক হন তিনি। তিনি একজন স্বার্থপর অর্থলোভী হীন মানসিকতাসম্পন্ন চতুর ব্যক্তি। ফল্গুর বালির মতো অনুপমদের সংসার নিজের অন্তরে চুষে নিয়েছেন। অনুপমের বিয়ে ভাঙার জন্য তিনিই মূলত দায়ী।

■কল্যাণী: শম্ভুনাথ সেনের একমাত্র মেয়ে; শিক্ষিত, সহজ সরল প্রাণ-চঞ্চলচিত্তের অধিকারী তবে অন্যায়ের সাথে কখনোই আপোষ করেনি। বিয়ের সময় তার বয়স ১৫ বছর ছিল এবং বর্তমানে ১৯ বছর। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরোপকারী, শিক্ষয়িত্রী, বজ্ররূপ প্রতিবাদকারিনী ও ত্যাগী সেবিকারূপী দেশভক্ত নারী।

■শম্ভুনাথ সেন: কল্যাণীর পিতা ও একজন দায়িত্বশীল প্রতিবাদী ব্যক্তি; কানপুরে বসবাস করেন। বয়স চল্লিশের মত, পেশায় তিনি ডাক্তার। চুল কাঁচা কিন্তু গোঁফে পাক ধরতে শুরু করেছে। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও দৃঢ়চেতা মানুষ। বিয়ের সময় অনুপমের মামার ধূর্তামি ও অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতা, পরনির্ভরশীলতার পরিচয় পেয়ে মেয়েকে বিয়ে দেননি।

■অনুপমের মা: গরিব ঘরের মেয়ে। অনুপমকে অনেক আদর-স্নেহে করেছেন। স্বামীর উপার্জনের টাকায় সচ্ছলতার দেখা পেয়েছিলেন। ভাইয়ের প্ররোচনায় পড়ে তার মাঝে অহংকার দেখা যায় এবং অনুপমের বিয়ের বৈরি পরিবেশের জন্য তিনিও কিছুটা দায়ী।

■হরিশ: কানপুরে থাকে, অনুপমের বন্ধু। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আসর জমাতে পটু। যে কারণে সকলের কাছেই পছন্দনীয়। কল্যাণী সম্পর্কে সেই অনুপমকে জানায় এবং তাকে উতলা করে তোলে।

■বিনুদা: অনুপমের পিসতুতো ভাই। তার ভাষা অত্যন্ত আঁট। তার রুচি ও দক্ষতার উপরে অনুপমের পুরোপুরি ভরসা ছিল। তার মুখে কল্যাণীর প্রশংসা শুনে অনুপম কল্যাণের প্রতি আরো আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে।

◆◆ অপরিচিতা গল্পটিতে আরো যা যা উল্লেখ আছে ◆◆

- **ফুল:** শিমুল, বকুল, রজনীগন্ধা
- **ফল:** মাকাল
- **দেবীর নাম:** অন্নপূর্ণা, প্রজাপতি, পঞ্চসর, সরস্বতী
- **মাদকদ্রব্য:** তামাক
- **জীবজন্তু:** হস্তী, সাপ, রাজহংস, ভ্রমর

- **রং:** কালো, লাল, সবুজ
- **নদী:** ফল্গু
- **ঋতু:** বসন্ত
- **যানবাহন:** রেলগাড়ি
- **স্থান:** বাংলাদেশ, কানপুর, কলকাতা, আন্ডামানদ্বীপ, হাবড়ার পুল, কোন্নগর
- **আরো আছে:** মরুভূমি, মরীচিকা, আদম-শুমারি, ঝর্ণা, ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কনসার্ট

♦ রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত তথ্য ♦

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন পীরালি ব্রাহ্মণ। বিধর্মীদের সংস্পর্শে এসে জাত হারানো ব্রাহ্মণদের বলা হয় পীরালি ব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্বপুরুষ জগন্নাথ কুশারীকে পিরালী ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ের দায়ে হিন্দু সমাজচ্যুত করা হয়। তারই ছেলে পঞ্চানন কুশারী খুলনা থেকে কলকাতার গোবিন্দপুরে এসে ঠাকুর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তারই একজন উত্তর পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের কাছ থেকে 'প্রিন্স' উপাধি লাভ করেন । এভাবেই জেলেদের পুরোহিত থেকে ঠাকুর পরিবার কলকাতার প্রভাবশালী ঠাকুর পরিবারে পরিণত হয়।

♦♦♦ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন ♦♦♦

- নজরুলকে - 'বসন্ত' নাটকটি
- শরৎচন্দ্রকে - 'কালের যাত্রা' নাটক
- সুভাস চন্দ্র বসুকে 'তাসের দেশ' নাটক
- জগদীশচন্দ্র বসুকে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ

♦♦ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুল ♦♦

নজরুল তাঁর 'সঞ্চিতা' কাব্যসংকলনটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে । রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুলের লেখা কবিতার সংখ্যা মোট ৮টি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে নজরুল 'রবিহারা' কবিতাটি লিখেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুলের লেখা গান 'ঘুমাইতে দাও, শ্রান্ত রবিরে জাগায়োনা...'

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	শব্দার্থ	শব্দ	শব্দার্থ
প্রদোষ	সন্ধ্যা	পাকযন্ত্র	পাকস্থলী
জড়িমা	আড়ষ্টতা। জড়ত্ব	একপত্তন	একপ্রস্থ
সওগাদ	উপঢৌকন। ভেট	কষ্টিপাথর	যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্বে যাচাই পরীক্ষা করা হয়
কানপুর	ভারতের একটি শহর	প্রজাপতি	জীবের স্রষ্টা ।ব্রহ্মা । ইনি বিয়ের দেবতা
অন্নপূর্ণা	অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা	পঞ্চশর	মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ
গজানন	গজ আনন যার। গণেশ	মনু	বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ
গণ্ডুষ	একমুখ বা এককোষ জল	স্বয়ংবরা	যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে
কোন্নগর	কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান।	মকরমুখো	মকর বা কুমিরের মুখের অনুরূপ
কন্সর্ট	নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান	কলি	পুরাণে বর্ণিত শেষ যুগ কলিযুগ। কলিকাল
এয়ারিং	কানের দুল । Earring	মৃদঙ্গ	মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
অভ্র	এক ধরনের খনিজ ধাতু। Mica	গুড়গুড়ি	আলবোলা । ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ
অভ্রের ঝাড়	অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি	ধুয়া	গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে
অন্তঃপুর	অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি	বাঁধা হুঁকা	সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ
মঞ্জরী	কিশলয়যুক্ত কচি ডাল। মুকুল	উমেদারি	প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া
অভিষিক্ত	অভিষেক করা হয়েছে এমন	পশ্চিমে	এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে
মহানির্বাণ	সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি	মনু-সংহিতা	মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ
দেওয়া থোওয়া	বিয়ের যৌতুক ও আনুষঙ্গিক খরচ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে	মাকাল ফল	দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল । বিশেষ অর্থে গুণহীন
রসনচৌকি	শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন	ফলের মতো গুটি	গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয় । কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা
একচক্ষু লণ্ঠন	একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়	লোক-বিদায়	পাওনা পরিশোধ । এখানে অনুষ্ঠানের শেষে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে
ফল্গু	ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী।	আন্ডামান দ্বীপ	ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশী

পদ্মবন	পদ্‌দোঁবোন্	সরস্বতী	শরোশ্‌শোতি	পরিষ্কার	পোরিশ্‌কার্
অভ্র	অব্‌ভ্রো	লক্ষ্মী	লোক্‌খি	অজস্র	অজোস্‌স্রো
সম্বন্ধ	শম্‌বোন্‌ধো	বিদ্রূপ	বিদ্‌দ্রুপ্	পরীক্ষা	পোরিক্‌খা
পদক্ষেপ	পদোক্‌খেপ্	জিজ্ঞাসা	জিগ্‌গাশা	সৌন্দর্য	শোউন্‌দোর্‌জো
নিঃশ্বাস	নিশ্‌শাশ্	বিশ্বব্যাপী	বিশ্‌শোব্‌ব্যাপি	অন্নপূর্ণা	অন্‌নোপুর্‌না

☐ শব্দের উৎস নির্ণয় :-

আরবি	ফর্দ, জিনিস, খাসা, কসুর, ইশারা, আসবাব, দাবি, ওকালতি, ফৌজ, জব্দ, সবুর, গরিব, সাহেব, দুনিয়া						
ফারসি	দোকান, রোজগার, নালিশ, কোমর, চাদর, আফসোস, স্যাকরা, নালিশ, তামাশা, জরি						
সংস্কৃত	বালা, মকর, কুয়াশা, গহনা			ইংরেজি	আর্দালি	হিন্দি	গহনা, দর, আচমকা
দেশি	টোপর	খাঁটি বাংলা	অফুরান	তুর্কি	সওগাত	পর্তুগিজ	তামাক, কুলি, নিলাম

☐ সন্ধি বিচ্ছেদ :-

সংসার = সম্ + সার	মহার্ঘ = মহা + অর্ঘ	সংগীত = সম + গীত	আশীর্বাদ = আশীঃ+বাদ
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা	অত্যন্ত = অতি + অন্ত	পরিচ্ছন্ন = পরি + ছন্ন	তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা+ঋত
সর্বাঙ্গ = সর্ব + অঙ্গ	পর্যন্ত = পরি + অন্ত	পরিষ্কার = পরিঃ+কার	আশ্চর্য = আ + চর্য
সন্ধান = সম্ + ধান	দৃষ্টি = দৃষ্ + তি	উদ্যোগ = উৎ+যোগ	প্রত্যেক = প্রতি+এক

☐ সমাস নির্ণয় :-

প্রদত্ত শব্দ - ব্যাস বাক্য = সমাস	প্রদত্ত শব্দ - ব্যাস বাক্য = সমাস
মকরমুখ - মকরের মুখের ন্যায় মুখ যার = মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	বেহায়া - নেই হায়া যার = বহুব্রীহি
অপরূপ - রূপের শেষ নেই যার = নঞ বহুব্রীহি	দেশ-বিদেশ - দেশ ও বিদেশ = দ্বন্দ্ব
আদম-শুমারি - আদমের শুমারি = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	জন্মান্তর - অন্য জন্ম = নিত্যসমাস
অক্ষম - নেই ক্ষমতা যার = নঞ বহুব্রীহি	অসংকোচ - নয় সংকোচ = নঞ তৎপুরুষ
গজানন - গজ আনন যার = ব্যধিকরণ বহুব্রীহি	অস্থির - নয় স্থির = নঞ তৎপুরুষ
বসন্তবাতাস - বসন্তের বাতাস = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	পুষ্পবন - পুষ্পের বন = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
রজনীগন্ধা - রজনীতে গন্ধ ছড়ায় যে = উপপদ তৎপুরুষ	বংশমর্যাদা - বংশের মর্যাদা = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নোটবই - নোটের নিমিত্তে বই = ৪র্থী তৎপুরুষ	মাতৃআজ্ঞা - মাতৃর আজ্ঞা = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
স্বয়ম্বরা - স্বয়ং বর নির্বাচন করে যে = উপপদ তৎপুরুষ	চুক্তিভঙ্গ - চুক্তিকে ভঙ্গ = ২য়া তৎপুরুষ
অপরিচিতা - নয় পরিচিতা যে = নঞ বহুব্রীহি	সৎপাত্র - সৎ যে পাত্র = কর্মধারয়
মিশ-কালো - মিশির ন্যায় কালো = উপমান কর্মধারয়	মহার্ঘ - মহান যে অর্ঘ = সাধারণ কর্মধারয়
গৃহস্থ - গৃহে স্থিত যে = উপপদ তৎপুরুষ	একমাত্র - মাত্র এক = নিত্য সমাস
তরুমর্মর - তরুর মরমর = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	নিমেষমাত্র - মাত্রই নিমেষ = নিত্য সমাস
পণ্ডিতমশায় - যিনি পণ্ডিত তিনিই মশায় = সাধারণ কর্মধারয়	নবযৌবন - নব যে যৌবন = সাধারণ কর্মধারয়
সুধাকণ্ঠ - সুধা মাখা কণ্ঠ = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	অনির্বচনীয় - নয় নির্বচনীয় যা = নঞ বহুব্রীহি
রাজহংস - হংসের রাজা = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	জন্মান্তর - অন্য জন্ম = নিত্য সমাস
গায়ে হলুদ - গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	নবযৌবন - নব যে যৌবন = কর্মধারয়

বিগত সালের প্রশ্নসম্ভার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের 'জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না---। [ঢাবি গ ২২-২৩]

ক. প্রস্থের হিসাবে　　খ. গুণের হিসাবে
গ. উচ্চতার হিসাবে　　ঘ. ভাগের হিসাবে　　**উ: খ**

০২. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সুন্দর চেহারাকে পণ্ডিতমশায় কিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? [ঢাবি ক ২২-২৩]

ক. জবা ফুল ও আম　　খ. গোলাপ ফুল ও তরমুজ
গ. শিমুল ফুল ও মাকাল ফল　　ঘ. জবা ফুল ও আপেল　　**উ: গ**

০৩. 'ফল্গু' কী? [গ ২১-২২]

ক. ফাল্গুন　　খ. অন্তঃসলিলা একটি নদী
গ. নদীর প্রবল স্রোত　　ঘ. যমজ নক্ষত্র বিশেষ　　**উ: খ**

০৪. **'ফল্গু' নদীর বৈশিষ্ট্য হলো-** [খ ২১-২২]
ক. জোয়ার-ভাটাহীন খ. খরস্রোতা
গ. চোরাবালিময় ঘ. অন্তঃসলিলা **উ: ঘ**

০৫. **'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?** [গ ২১-২২; রাবি A ১৮-১৯; A ১৭-১৮]
ক. ভারতী খ. সবুজপত্র গ. কলেগুল ঘ. মাহে নও **উ: খ**

০৬. **"অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ের বিমর্ষ মুখ।"- কোন রচনার বাক্য?** [ক ২০ -২১]
ক. রেইন কোট খ. অপরিচিতা
গ. মহাজাগতিক কিউরেটর ঘ. চাষার দুক্ষু **উ: খ**

০৭. **'মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল- 'অপরিচিতা' রচনার এ উদ্ধৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে অনুপমের মামার-** [ঘ ২০-২১]
ক. কেতাদুরস্ত ভাব খ. অন্তঃসারশূন্য অহংকার
গ. অর্থলোলুপতা ঘ. কৌলীন্য **উ: খ**

০৮. **'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।' উক্তিটি-** [খ১৭-১৮]
ক. মামার খ. শম্ভুনাথের
গ. অনুপমের ঘ. কল্যাণীর **উ: খ**

০৯. **কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন নাটকটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন?** [গ ০৬-০৭]
ক. ডাকঘর খ. তাসের দেশ গ. শেষের কবিতা ঘ. বসন্ত **উ: ঘ**

১০. **'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বন্ধু কে?** [গ ১৬ - ১৭]
ক. শম্ভুনাথ খ.বিনুদা গ.কল্যাণী ঘ. হরিশ **উ: ঘ**

১১. **'রক্তকরবী' কোন ধরনের রচনা?** [ঘ ১৭ - ১৮]
ক.গান খ.কবিতা গ. উপন্যাস ঘ.নাটক **উ: ঘ**

১২. **ছেলেবেলায় অনুপমের চেহারা নিয়ে বিদ্রুপ করার সময় পণ্ডিতমশায় কোন দুটি ফুল ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন?** [ঘ ১৯ -২০]
ক. বকুল ও ডুমুর খ. পলাশ ও আমড়া
গ. পারুল ও লটকন ঘ. শিমুল ও মাকাল **উ: ঘ**

১৩. **'অপরিচিতা' গল্পে কোন বয়সটা না দৈর্ঘ্যে না গুণে বড়ো?** [ক ১৬-১৭]
ক. আঠারো বছর খ. উনিশ বছর
গ. সাতাশ বছর ঘ. বত্রিশ বছর **উ: গ**

১৪. **নিচের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস?** ঘ ১০-১১; চবি ঘ ০৯-১০; কুবি গ ১৬-১৭]
ক. শেষের কবিতা খ. কালান্তর
গ. রুদ্র-মঙ্গল ঘ. দেশে-বিদেশে **উ: ক**

১৫. **'কার্তিকেয়' এর অগ্রজ কে?** [গ ১৭-১৮]
ক. রাবণ খ.বিভীষণ গ.গজানন ঘ.দুঃশাসন **উ: গ**

১৬. **'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক কে?** [চ ১৭-১৮]
ক. অয়ন খ.অমিত রায়
গ. অজয় কুমার ঘ. অনয় রায় **উ: খ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **"অপরিচিতা" গল্পে 'ফলের মতো গুটি' উপমাটি দ্বারা যা বুঝায়-** [রাবি A-3 ২২-২৩]
ক. ফলে পরিণত হওয়া গুটি খ. ফলের মতো আকৃতি
গ. নিষ্ফল জীবন ঘ. তুচ্ছ জীবন **উ: গ**

০২. **'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে।' উক্তিটি যে গদ্যের-** [রাবি A-3 ২২-২৩]
ক. মানব কল্যাণ খ. অপরিচিতা
গ. চেতনার অ্যালবাম ঘ. আমার পথ **উ: খ**

০৩. **"ঠাট্টার সম্পর্কটা স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।" - উক্তিটি কার?** [রাবি B-1 বানিজ্য ২২-২৩]
ক. মামার খ. অনুপমের গ. শম্ভুনাথের ঘ. হরিশের **উ: গ**

০৪. **রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বিষয়বস্তু কি?** [রাবি B-2 অ-বানিজ্য ২২-২৩]
ক. নারী শিক্ষা খ. যৌতুক প্রথা
গ. গ্রাম্য সমাজ ঘ. কুসংস্কার **উ: খ**

০৫. **"এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসেবে।" এটি কথকের -** [রাবি B-2 অ-বানিজ্য ২২-২৩]
ক. অনুতাপ খ. আত্মসমালোচনা
গ. উপলব্ধি ঘ. কোনটিই নয় **উ: খ**

০৬. **'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে না করার কারণ কী ছিল?** [B ২১-২২]
ক. পিতার আদেশ খ. লোকসজ্জা গ. আত্মমর্যাদা ঘ. অপবাদ **উ: গ**

০৭. **'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-** [B ২১ -২২]
ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ.বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: গ**

০৮. **'অপরিচিতা' গদ্যে অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?** [B ২১-২২]
ক. ডাক্তার খ. ব্যবসা গ. শিক্ষকতা ঘ. ওকালতি **উ: ঘ**

০৯. **নিচের কোন গল্পটির মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ ঘটে?** [B ২১-২২]
ক. শেষের কবিতা খ. ঘরে-বাইরে
গ. ভিখারিণী ঘ. মুসলমানীর গল্প **উ: গ**

১০. **'অপরিচিতা' গল্পটি গল্পগুচ্ছের কোন্ খণ্ডে রয়েছে?** [A ২০-২১]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ **উ: গ**

১১. **কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়?** [অবাণিজ্য ২০- ২১]
ক. ১০ বছর খ. ১৫ বছর গ. ১৮ বছর ঘ. ২০ বছর **উ: খ**

১২. **রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা':** [A ১৮-১৯; চবি I ০৬-০৭]
ক. একটি কাব্য খ. একটি নাটক
গ. একটি প্রবন্ধ ঘ. একটি নৃত্যনাট্য **উ: খ**

১৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশীয়দের মধ্যে কততম নোবেল বিজয়ী?** [A ১৭-১৮]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ **উ: ক**

১৪. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য কোনটি?** [E ১৭-১৮; ক-১৫-১৬]
ক. জন্মদিনে খ. শেষলেখা গ. বনফুল ঘ. ক্ষণিকা **উ: গ**

১৫. **চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস-** [খ ০৭ -০৮]
ক. নৌকাডুবি খ. গোরা গ. দুই বোন ঘ. শেষের কবিতা **উ: ঘ**

১৬. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি.লিট উপাধি দেয়-** [D১৩-১৪]
ক. ১৯১৩ খ. ১৯৩৬ গ. ১৯৪০ ঘ. ১৯৪১ **উ: খ**

১৭. **কল্যাণীর পিতার নাম কী?** [A ১৬ -১৭]
ক. হরিশচন্দ্র সেন খ. অনুপম সেন
গ. শম্ভুনাথ সেন ঘ. জগন্নাথ সেন **উ: গ**

১৮. **'পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।' তোমার পঠিত কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে?** [B ১৬ -১৭]
ক. নেকলেস খ.অপরিচিতা গ. মাসি-পিসি ঘ.আহ্বান **উ: খ**

১৯. **Song Offerings কোন কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ?** [০৯ -১০]
ক. এটি একটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ খ. গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কিছু কবিতা
গ. গীতাঞ্জলির কিয়দংশ ঘ. গীতাঞ্জলি **উ: খ**

২০. **কোন জমিদারি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে-**[D-১৫-১৬]
ক. পতিসর খ. শাহজাদপুর গ. শিলাইদহ ঘ. কনকশর **উ: খ**

২১. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রথম গল্প-** [০৬-০৭]
ক. ল্যাবরেটরী খ. হৈমন্তী গ. সুভা ঘ. ঘাটের কথা
নোট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিনী'।

২২. **'মুসলমানীর গল্প' নামক গল্পটি কে লিখেছেন?** [A ১৭ -১৮]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘ. শওকত ওসমান **উ: খ**

২৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় নিচের কোন পত্রিকায়?** [C ১৮-১৯; A ১৭- ১৮]
ক. ভারতী খ. বঙ্গদর্শন গ.সবুজপত্র ঘ. কল্লোল **উ: গ**

২৪. **'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের নায়িকা?** [E ১৭-১৮]
ক. অপরিচিতা খ. দেনা-পাওনা
গ. পোস্টমাস্টার ঘ. সমাপ্তি **উ: ঘ**

২৫. **'আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারিনা, উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?** [F১৭-১৮]
ক. আক্ষেপ খ. অভিযান গ. একগুয়েমি ঘ. আত্মমর্যাদাবোধ **উ: ঘ**

২৬. **'এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই' উক্তিটি কার?** [E ১৭-১৮]
ক. শম্ভুনাথের খ. অনুপমের গ. সেকরার ঘ.বিনুদাদার **উ: গ**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. **'তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে' এটা কোন প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে?** [চবি B-1 ২২-২৩]
ক. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় খ. অপরিচিতা
গ. বায়ান্নর দিনগুলো ঘ. রেইনকোট **উ: খ**

২৮. **রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?** [চবি D-1 ২২-২৩]
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর **উ: খ**

২৯. **'কেউ কিছু বলছে না' বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ -** [চবি B-1 ২২-২৩]
ক. কেউ কিছু বলতে চাইছে খ. কেউ কিছু বলছে
গ. সবাই চুপচাপ ঘ. কেউ কিছু না বলে থাকছে না **উ: গ**

৩০. **'ধান্য তার বসুন্ধরা যার' উক্তিটি কার?** [চবি D-2 ২২-২৩]
ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের খ. কাজী নজরুল ইসলামের
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘ. সুফিয়া কামালের **উ: গ**

৩১. **'সম্প্রতি ঐক্যের মূল' উক্তিটি কার?** [চবি B-1 ২২-২৩]
ক. আবুল ফজল খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. নজরুল ইসলাম **উ: ঘ**

৩২. **'অপরিচিতা' গল্পে হরিশ ছুটিতে কোথায় এসেছিল?** [চবি B-1 ২২-২৩]
ক. কানপুর খ. কলিকাতা গ. এলাহাবাদ ঘ. দিল্লি **উ: খ**

৩৩. **মাকে নিয়ে অনুপম তীর্থযাত্রায় ট্রেনে কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছিলেন?** [চবি D-2 ২২-২৩]
ক. ফার্স্ট ক্লাস খ. সেকেন্ড ক্লাস
গ. থার্ড ক্লাস ঘ. ফোর্থ ক্লাস **উ: খ**

৩৪. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ের নাম কী?** [চবি D-2 ২২-২৩]
ক. ভবতারিণী দেবী খ. সারদা দেবী
গ. মৃণালিনী দেবী ঘ. দিগম্বরী দেবী **উ: খ**

৩৫. **"কাজেই বাপ কেবল সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছেনা"- কার গল্প থেকে বাক্যটি উৎকলিত হয়?** [A-2 ২১-২২]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: গ**

৩৬. **নিচের কোনটি উপন্যাস?** [ঘ ২১-২২]
ক. রাজা খ. অচলায়তন গ. চতুরঙ্গ ঘ. মুক্তধারা **উ: গ**

৩৭. **'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের নাম কী ছিল?** [D ১৯ -২০]
ক. হরিশ খ. বিনু গ. অনুপম ঘ. শম্ভুনাথ **উ: গ**

৩৮. **পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ ঘটেছে কোন গল্পে?** [A ১৮-১৯]
ক.বিলাসী খ.আহ্বান গ.মাসি-পিসি ঘ.অপরিচিতা **উ: ঘ**

৩৯. **'কালান্তর' কোন ধরনের রচনা?** [ঘ ০৫-০৬]
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ. ভ্রমণ কাহিনি ঘ. কাব্য **উ: খ**

৪০. **কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়?** [গ ০৭-০৮, ঙ ০৫- ০৬]
ক. ঘরে-বাইরে খ. বলাকা গ. পুনশ্চ ঘ. সঞ্চিতা **উ: ঘ**

৪১. **কোন দুটি বই একই আঙ্গিকের রচনা?** [খ ০৮-০৯]
ক. বিসর্জন, কল্পনা খ. মানসী, তিন সঙ্গী
গ. বলাকা, কালান্তর ঘ.চতুরঙ্গ,যোগাযোগ **উ: ঘ**

৪২. **কোন বিদেশি কবি 'গীতাঞ্জলি'কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিলেন?** [D ১২ -১৩]
ক. টি এস এলিয়ট খ. রবার্ট লাওয়েল
গ. ডব্লিউ বি ইয়েটস্ ঘ. এজরা পাউণ্ড **উ: গ**

৪৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা কোনটি?** [D ১৯ -২০]
ক. কালান্তর খ.প্রবন্ধ সংগ্রহগ. পান্থজনের সখা ঘ. একদা **উ: ক**

৪৪. **রবীন্দ্রনাথের নাটক কোনটি?** [ক ১০-১১; ঘ ১১- ১২]
ক. শেষের কবিতা খ. ঘরে বাইরে গ. বলাকা ঘ. রক্তকরবী **উ: ঘ**

৪৫. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম (দেড়শততম) জন্ম বার্ষিকীর বছর কোনটি?** [খ ১০-১১]
ক. ২০১০ খ. ২০১১ গ. ২০০৯ ঘ. ২০১২ **উ: খ**

৪৬. **'সে যে আমার চিরজীবনের ধুয়া হইয়া রহিল।' এ বাক্যে 'সে' কে?** [B ১৬-১৭]
ক. কল্পনা খ. কল্লোলিনী গ. কণিকা ঘ. কল্যাণী **উ: ঘ**

৪৭. **'আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।' কোন রচনার অংশ?** [B ১৯ -২০]
ক. নেকলেস খ. চাষার দুক্ষু গ. অপরিচিতা ঘ. আমার পথ **উ: গ**

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শব্দ	ভাবার্থ	শব্দ	ভাবার্থ	শব্দ	ভাবার্থ
সোনার তরী ও মাঝি	মহাকালের প্রতীক	সোনার ধান	কবির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম	কৃষক	শিল্পস্রষ্টা বা কবি
ছোটো খেত	পৃথিবী	বাঁকা জল	অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক বা সময়ের প্রতিকূলতা		

কবিতা পাঠ (ব্যাখ্যাসহ)

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- গগনে: আকাশ
- গরজে: গর্জন করে
- ঘন বরষা: ঘোর বর্ষাকাল/ বর্ষার চিত্রপট

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
- কৃষক রূপী কবি তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বসে আছেন।
- কূলে: তীরে
- ভরসা: আশ্বাস, নির্ভরশীলতা
- প্রতিকূল পরিবেশে কৃষক ভরসা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সৃষ্টিকর্মকে রক্ষার জন্য কবির আশঙ্কা।

রাশি রাশি ভারা ভারা
- রাশি রাশি: অধিক অর্থে দ্বিরুক্তি শব্দ ব্যবহার করে ধানের পরিমাণকে বুঝিয়েছে। (নির্ধারক বিশ্লেষণ)
- ভারা: 'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র। এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

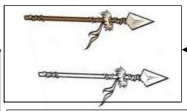

ধান কাটা হলো সারা,
- ধান: মূলত মহৎ সৃষ্টিকর্মকে বুঝিয়েছে; সাহিত্যকর্ম।
- সারা: শেষ

ভরা নদী ক্ষুরধারা
- ক্ষুরধারা: ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত। নদীর স্রোতকে ক্ষুরের ধারের সাথে তুলনা।

খরপরশা।
- খরপরশা: ধারালো বর্শার মতো নদীর স্রোত

কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥
- কাটিতে কাটিতে: কাটিতে কাটিতে নিরন্তর (অবিরাম) অর্থে দ্বিরুক্তি শব্দ।
- ধান কাটতে কাটতে বর্ষা চলে এলো অর্থাৎ সাহিত্যকর্ম সৃজন করতে করতে কবি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে চলে এসেছেন।

সাধারণ তত্ত্ব: আকাশে মেঘ গর্জন করছে প্রকৃতির বুকে বর্ষাকালের আগমন। এই সময় নদীর কূলে এক কৃষক বসে আছেন তার উৎপাদিত ফসল নিয়ে। কিন্তু নদীর ক্ষীপ্রগতি কৃষকের মনে ভয়ের উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। কেননা এই প্রবল স্রোতে কোনো মাঝি তার উৎপাদিত ফসল নেওয়ার জন্য আসবে না।
দার্শনিক তত্ত্ব: কবি জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে দ্বিধাদ্বন্দ্বে শঙ্কিত, কারণ মানুষের জীবনকাল অতি সংকীর্ণ। কবির এই সংকীর্ণ জীবনের সৃষ্টিকর্ম কবি সংরক্ষণ করতে চান। তিনি অনেক চিন্তিত কেননা, তাঁর এই মহৎ সৃষ্টিকর্মগুলো যদি নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা-
- একখানি ছোটো খেত: কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ এই পৃথিবী
- আমি: সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।
- একেলা: কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা

চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা॥
- ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোত বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। বাঁকা জল এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।
- বাঁকা জল: অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক। প্রতিকূল সময় বা কালস্রোত; মৃত্যুর ফাঁদ
- খেলা: স্রোতের উদ্দামতা

পরপারে দেখি আঁকা
- পরপারে: নদীর ওপারে; পরকাল

তরুছায়ামসী-মাখা
- ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥
- এপারেতে: কবির বর্তমান অবস্থান; ইহকাল

সাধারণ তত্ত্ব: কৃষক একলা তার ছোটো খেতে অবস্থান করছেন। খেতের পাশে ঘূর্ণায়মান জলরাশি যেন মৃত্যুর ফাঁদ। এমতাবস্থায় কৃষকের সামনে ঐপারের গ্রামের ছবি ভেসে ওঠে। মেঘে ঢাকা গ্রামটি তার কাছে মনে হয় গাছের কালো ছায়ায় মাখানো।
দার্শনিক তত্ত্ব: নদীর বাঁকা জলে যে কোনো সময় এই ছোটো খেত ডুবে যেতে পারে, সে চিন্তায় কৃষক যেমন শঙ্কিত তেমনি কবিও জীবনের শেষ

বেলায় মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে কবির এই অমর সৃষ্টিও বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি তাঁর চিন্তার জগতে ভীষণ একা। পরপারের গ্রামের চিত্র কৃষকরূপী কবির কাছে যেমন আবছা আবছা মেঘে ঢাকার মতো তেমনি পরপারের জীবনটাও এমনি হয়তো।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে-
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।

উহারে → তাকে অর্থাৎ মহাকালের প্রতীক মাঝিকে

ভরা পালে চলে যায় → মাঝি কোন দিকে না তাকিয়ে তার স্বাভাবিক গতিতে পাল তুলে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে।

এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় থেকেই যায়।

সাধারণ তত্ত্বঃ ক্ষীপ্রগতির জলরাশির প্রতিটি বাঁকে মৃত্যুর ফাঁদ, এই প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে কৃষক কোনো এক মাঝিকে গান গেয়ে তরী বেয়ে তার দিকেই আসতে দেখছেন অথচ সে মাঝি কৃষককে চিনছে না। পাল তোলা নৌকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, নিরুপায় ঢেউগুলো দুধারে ভেঙ্গে পড়ছে।

দার্শনিক তত্ত্বঃ এখানে মাঝি ও সোনার তরী হলো প্রবাহমান অনন্তকালের স্রোতের প্রতীক। এই অনন্তকালের প্রতীক মাঝি শুধু বয়ে চলে যায়, কোনো দিকেই তাকায় না। নিরুপায় ঢেউয়ের মতো সময় শুধু স্মৃতি রেখে যায়, কখনো পিছনে ফিরে তাকায় না। কবি সেই মাঝিকে চিনতে পেরেছেন।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও-
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বার + এক; একবার

থামাও

চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত।

কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার। (সোনার ধান = শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম)

ক্ষণিক → কিছু সময়

সাধারণ তত্ত্বঃ কবি মাঝিকে আহ্বান করছেন কূলে এসে তরী ভিড়িয়ে তাঁর অর্জিত সোনার ধানগুলো সাজিয়ে নিতে। সে যেই দেশে যাক না কেন, একবার তরী ভিড়িয়ে তাঁর এতো দিনের অর্জন গুলো নিয়ে গিয়ে যাকে খুশি তাকে দিক আপত্তি থাকবে না। মম

দার্শনিক তত্ত্বঃ মহাকাল মহান সৃষ্টিকর্মের স্রষ্টাকে রাখে না, রাখে তাঁর সৃষ্টিকে। কৃষকরূপী কবি বুঝতে পেরেছেন, তিনি এই পৃথিবীতে চিরকাল থাকবেন না কিন্তু তাঁর এতো দিনের অর্জন (সৃষ্টিকর্ম বা সাহিত্যকর্ম) সময়ের সাথে সাথে এই পৃথিবীতে টিকে থাক। তাই সেই সৃষ্টিকর্ম যাকেই দেওয়া হোক না কেন তা যেন টিকে থাকে মহাকালের স্রোতে।

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে আর নাই, দিয়েছি ভরে॥
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে-
এখন আমারে লহো করুণা করে॥

ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির স্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়।

তরণী-পরে → নৌকার ওপর

ভরে → পূর্ণ করে

নদীকূলে → নদীর তীরে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে

থরে বিথরে → স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে

সাধারণ তত্ত্বঃ মাঝি যত চায় ততই নিক নদীর তীর থেকে। কৃষক সব সাজিয়ে রেখেছেন। মাঝি কৃষকের সকল অর্জন তুলে নেওয়ার পরে আর অবশিষ্ট আছে কিনা জানতে চাইলে কৃষক বলেন এতো দিনের সকল উপার্জন স্তরে স্তরে নৌকায় সাজিয়ে দিয়েছেন। এবার কৃষক অনুনয় করেন মাঝি তার নৌকায় যেন তাঁকে তুলে নেয়।

দার্শনিক তত্ত্বঃ কবি তাঁর অর্জনকে মহাকালের স্রোতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সময়ের সাথে সাথে থেকে যাবে পৃথিবীতে। মহাকাল সৃষ্টিকর্মকে নিলেও স্রষ্টাকে নেন না। তবুও কবি আহ্বান করেন তাঁকেও যেন তুলে নেয় মহাকাল।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণের আকাশ; বর্ষাকাল — শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই = জায়গা নাই। সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ...সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।"

সাধারণ তত্ত্ব: কৃষকের অর্জনগুলো নৌকায় তুলে দেওয়ার পরে ছোটো নৌকায় আর জায়গা নাই। সোনালি ধানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যার ফলে মাঝি পাল তোলা নৌকা নিয়ে চলে যান। আর এদিকে কৃষক একা একা পড়ে রইলো নদী তীরে।

দার্শনিক তত্ত্ব: মহাকালের স্রোতে মহৎ সৃষ্টির স্থান হয়। মহাকালের নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয় ব্যক্তিসত্তাকে, কবিও এর বাহিরে নন। ফলে কবিসত্তা অবহেলিত, নিঃসঙ্গ ও অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে অনিবার্য সময়ের দিন গুনতে থাকেন। মহাকালরূপী সোনার তরী মহৎ সৃষ্টিকর্মকে আপন করে নিলেও তার স্রষ্টাকে নিবে না।

সার-কথা

সাধারণ তথ্য: চারপাশে প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে ওঠা দ্বীপের মতো ছোট একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত একজন দিশেহারা কৃষক। আকাশে ঘন ঘন মেঘ গর্জন করছে এবং ভারী বর্ষণের প্রভাবে নদী হয়েছে খরশ্রোতা ও প্রবল হিংস্র। চার দিকে বাঁকা জল খেলা করছে। যা কৃষকের মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে এ সময় ঐ খরস্রোতা নদীতে পালতুলে একটি নৌকা কৃষকের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এমন সময় কৃষক নৌকার মাঝিকে তার পরম যত্নে লালিত সোনার ধান তার নৌকায় নিতে মিনতি জানায়। মাঝি কৃষকের সোনার ধান নৌকায় তুলে নিলেও জায়গা সংকটের কারণে কৃষককে নৌকায় নিতে অসম্মতি জানায়। শূন্য নদীর তীরে কৃষকের বেদনা গুমড়ে গুমড়ে মরে।

দার্শনিক তত্ত্ব: 'সোনার তরী' কবিতাটি নাম কবিতা। 'সোনার তরী' কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ পৃথিবী নামক কর্মক্ষেত্রে ফসল ফলায় কিন্তু মহাকালের স্রোতে মানুষের জীবন-যৌবন ভেসে যায়, শুধু বেঁচে থাকে তার শ্রেষ্ঠ কর্ম। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর শিকার।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

○ উৎস: "সোনার তরী" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "সোনার তরী" তেমনি আশ্চর্যসুন্দর এক চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা।

○ ভাষারীতি ও রূপশ্রেণি: সাধু ও চলিত ভাষায় রচিত একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় রূপকের আড়ালে কবি এক দার্শনিক সত্যকে উন্মোচন করেছেন। মহাকালের কাছে মানুষের চিরায়ত অসহায়ত্ব ও কর্মফলের গুরুত্ব কবিতাটির উপজীব্য। কবিতাটির অন্তর দর্শনকে উপজীব্য করে নামকরণ করা হয়েছে 'সোনার তরী'। এ কবিতায় সোনার তরী কালাতীত ইতিহাসস্বরূপ; শিল্পস্রষ্টা নিজে সেখানে স্থান না পেলেও তাঁর সৃষ্টিকর্ম ইতিহাসে ঠিকই স্থান পেয়েছে। আর এই অন্তর ভাবনাটি ফুটে উঠেছে 'সোনার তরী' কবিতায়।

○ মূলভাব: কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারদিকের বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতরে মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে।

এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

○ ছন্দ: 'সোনার তরী' মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি ৮ + ৫ মাত্রার পূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

☑ **প্রথম লাইন:** গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
☑ **শেষ লাইন:** যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

♦ 'সোনার তরী' কবিতায় আছে ♦

- **উপকরণ:** সোনার ধান, তরী, ভারা
- **ঋতু:** বর্ষা
- **মাস:** শ্রাবণ
- **সময়:** প্রভাত
- **ছায়া:** গাছের
- **এক বার ব্যবহৃত শব্দ:** সোনার তরী
- **দুই বার ব্যবহৃত শব্দ:** সোনার ধান
- **তিনবার ব্যবহৃত শব্দ:** সোনার, নদী
- **চারবার ব্যবহৃত শব্দ:** তরী, ধান, কূল

[দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। -দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে লাইনটি]

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	শব্দার্থ	শব্দ	শব্দার্থ
গরজে	গর্জন করে	বারেক	একবার মাত্র
রাশি রাশি	অজস্র, প্রচুর	লহো	লও, গ্রহণ করো
ঠাঁই নাই	স্থান নাই	নিরুপায়	অন্যন্যোপায়, উপায় শূন্য
ক্ষণিক	একটু ক্ষণ, অল্পসময়	থরে বিথরে	স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে
খরপরশা	ধারালো বর্শা। এখানে ধারালো বর্শার মতো	ক্ষুরধারা	ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত
আমি	সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।	আমি একেলা	কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা
ভারা ভারা	'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র। এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।	মসী	কলম। এখানে কলমের কালো কালি বা কালচে রঙের মতো অর্থে ব্যবহৃত।
আমার সোনার ধান	কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।	ভরসা	আশা, আশ্বাস, নির্ভরশীলতা, আস্থা

তরুছায়ামসী-মাখা	ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো
কোনো দিকে নাহি চায়	মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক্ত বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে	চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত।
আর আছে আর নাই, দিয়েছি ভরে	ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের স্রোতে ভেসে আসা সোনার তরী রূপী চিরায়ত শিল্পলোকে
এখন আমারে লহো করুণা করে	ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির স্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়।
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী	সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে	এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় থেকেই যায়।
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?	নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে	ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা	ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোত বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। বাঁকা জল এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি	নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ...সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।"

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা? বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মূলসূর কী? মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা
- ধানখেতটির আকৃতি কীসের মতো? ছোটো দ্বীপের মতো
- ধান কাটার সময় খেতে কতজন লোক ছিল? একজন
- শূন্য নদীর তীরে কে পড়ে রইল? কৃষক
- শ্রাবণগগন ঘিরে কী ঘুরে ফেরে? ঘন মেঘ
- কৃষক মাঝিকে কোথায় তরী ভেড়ানোর কথা বলেছেন? নদীকূলে
- কৃষক 'ওগো' বলে কাকে সম্বোধন করেছেন? মাঝিকে
- কাকে দেখে কবির পরিচিত মনে হয়েছে? মাঝিকে
- 'সোনার তরী' কবিতায় ক'খানি খেত ছিল? একখানি খেত
- ভরা নদীর স্রোত দেখতে কেমন? ক্ষুরের মতো ধারালো
- নিরুপায় ঢেউগুলো কোথায় ভাঙে? তরীর দু'ধারে ভাঙে
- কবি তাঁর সোনার ফসল কোথায় তুলে দিয়েছেন? সোনার তরীতে
- 'সোনার তরী' কবিতায় রূপকার্থে কার দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে? কবির দুঃখ
- কবিতায় দূরবর্তী গ্রামটির কোন সময়ের দৃশ্যপট তুলে ধরা হয়েছে? সকালবেলার দৃশ্যপট (প্রভাতবেলা)
- মহাকালের চিরন্তন স্রোতে কী টিকে থাকে? মানুষের সৃষ্ট সোনার ফসল
- 'সোনার তরী' কবিতায় কী মিশে রয়েছে? কবির জীবনদর্শন
- 'সোনার তরী' কবিতায় কোন ঋতুর কথা আছে? বর্ষা ঋতুর
- বর্ষায় ভরা নদী কেমন? ক্ষুরধারা
- নৌকায় স্থান পেতে কবি কাকে মিনতি জানিয়েছেন? মাঝিকে
- ছোটো তরী কীসে ভরে গেছে? সোনার ধানে
- কে কবির ফসল নিয়ে গেল? সোনার তরী
- 'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে' উক্তিটি কার? কৃষকের

- ‘ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে’ প্রশ্নোক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে কী চেষ্টা করা হয়েছে? নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের; ‘বিদেশ’- শব্দটি চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে
- আশু বিলীয়মানের অপেক্ষায় রয়েছে কী? ছোটো খেতটুকু
- ছোটো খেতে অপেক্ষারত কৃষক মূলত কে? কবি
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় কে ভরা পালে চলে যায়? মাঝি [মাঝি নিরাসক্ত]
- নৌকার মাঝি কীভাবে চলে যায়? ভরা পালে
- কে কোনো দিকে তাকায় না? নৌকার মাঝি
- কৃষকের ধান কাটার সময় কী এলো? বরষা
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় সোনার ধান আসলে কী? সৃষ্টিকর্ম
- হিংস্র নদীর স্রোত কোথায় খেলা করছিল? খেতের চারদিকে
- ‘ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে’- এখানে ‘বিদেশ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অপরিচিত স্থানে
- ধানখেতের পরিবেশ কেমন ছিল? চারদিকে বাঁকা জল খেলা করছিল
- জলকে ‘বাঁকা’ বলে অভিহিত করার কারণ কী? প্রতিকূল পরিস্থিতি
- বাঁকা জল কোথায় খেলা করছে? খেতের চারদিকে
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় কৃষকের ভরসা নেই কেন? অনিশ্চিত পরিণতির কথা ভেবে
- বাঁকা জল খেলা করার মধ্য দিয়ে নদীর জলের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে? উদ্দামতা
- পরপারে রূপকের মধ্য দিয়ে কবিতাটিতে মূলত কী বোঝানো হয়েছে? মৃত্যুপরবর্তী জগৎ
- ‘গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।’- প্রকৃতপক্ষে উক্তিটিতে কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? মহাকাল
- মাঝিকে দেখে কৃষক উৎসুক হয়ে ওঠেন কেন? চেনা মনে হওয়ায়
- ‘সকলি দিলাম তুলে’ চরণটিতে কৃষকের কেমন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে? অসহায় আত্মসমর্পণ
- ‘এখন আমারে লহো করুণা করে’- ‘আমারে’ বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে? কৃষককে
- কবিতায় তরীটিকে ছোটো বলার কারণ কী? তরীতে কেবল কর্মফলই ঠাঁই পায়
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় কবি ‘আমার’ বলতে মূলত কাকে বুঝিয়েছেন? নিজেকে
- মাঝির তরীতে কৃষক স্থান পেলেন না কেন? ধানে তরী পূর্ণ বলে
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় ফসলের রূপে কী বোঝানো হয়েছে? সৃষ্টিকর্মকে
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় কৃষক কোন মাসে ধান কেটেছিলেন? শ্রাবণ
- শূন্য নদীর তীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে কে একা দাঁড়িয়ে থাকে? কৃষক
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় কার দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে? কৃষকের
- ‘শূন্য নদীর তীরে/ রহিনু পড়ি।’- কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? মৃত্যুর অনিবার্যতা
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় ফসলের জমির চারদিকে বেষ্টিত জলরাশি কীসের প্রতীক? কালস্রোতের
- ‘সোনার তরী’ কবিতায় নৌকা কীসের প্রতীক? মহাকালের প্রতীক
- সৃষ্টিকর্মকে সোনার ফসল বলা হয়েছে কেন? সৃষ্টিকর্ম অবিনশ্বর বলে
- ‘কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা’- এখানে ‘কূলে’ শব্দটি কীসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? ইহজগৎ
- কৃষকের অতৃপ্তির বেদনার কারণ কী? সোনার তরীতে ঠাঁই না হওয়া
- ‘সোনার তরী’ কবিতাটিতে নিঃসঙ্গ কৃষক বলতে মূলত কাকে বোঝানো হয়েছে? কবিকে
- বর্ষার চিত্রের আড়ালে ‘সোনার তরী’ কবিতায় কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? মানবজীবনের দার্শনিকতা
- কৃষক মাঝিকে মোট কতবার অনুরোধ করে? দুই বার (তরী কূলে ভেড়ানোর জন্য ও কৃষককে নৌকায় তুলে নেওয়ার জন্য)

ব্যাকরণিক সমাধান

☐ শুদ্ধ বানান :-

ঠাঁই	তরণী	খরপরশা	শূন্য	করুণা	প্রতীকী	উৎকণ্ঠিত
কূল	ক্ষুরধারা	শারীরিক	বাঁকা	গগন	শ্রাবণ	ক্ষণিক

☐ শুদ্ধ উচ্চারণ :-

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ	প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ভরসা	ভরোশা	মসী	মোশি	প্রভাতবেলা	প্রোভাত্‌ব্যালা	শ্রাবণ	স্রাবোন্
ক্ষণিক	খোনিক্	তরী	তোরি	ক্ষুরধারা	খুরোধারা	ভরি	ভোরি
খেলা	খ্যালা	একা	অ্যাকা	একেলা	অ্যাকেলা	শূন্য	শুন্‌নো
করুণা	কোরুনা	গগণ	গগোন্	কূল	কুল্	তরণী	তরোনি

☐ শব্দের উৎস নির্ণয় :-

তৎসম	তরী, কূল, গগণ, মসী, ক্ষণিক, ক্ষুরধারা, করুণা, শূন্য, গান, ধান	হিন্দি	ভরসা
খাঁটি বাংলা/ তদ্ভব	ঠাঁই, পাল, বারেক, বাঁকা, আঁকা, সোনা	দেশি	ঢেউ

☐ সন্ধি বিচ্ছেদ :-

বারেক (বার + এক)	আশাহত (আশা+আহত)	অপেক্ষা (অপ+ঈক্ষা)	নিরুপায় (নিঃ + উপায়)

☐ সমাস নির্ণয় :-

প্রদত্ত শব্দ - ব্যাসবাক্য = সমাস	প্রদত্ত শব্দ - ব্যাসবাক্য = সমাস
ক্ষুরধারা - ক্ষুরের মতো ধারালো যে ধারা = উপপদ তৎপুরুষ	নিরুপায় - নিঃ (নাই) উপায় যার = বহুব্রীহি
শ্রাবণগগন - শ্রাবণ মাসের গগন = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	থরে-বিথরে - থরে ও বিথরে = দ্বন্দ্ব
সোনার তরী - সোনার তরী = অলুক তৎপুরুষ	তরুছায়া - তরুর ছায়া = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বাঁকা জল - বাঁকা যে জল = সাধারণ কর্মধারয়	প্রভাত - প্র যে ভাত = প্রাদি সমাস
তরুছায়ামসী - তরুছায়ার মসী = ষষ্ঠী তৎপুরুষ	নদীকূল - নদীর কূল = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভরাপাল - ভরা যে পাল = সাধারণ কর্মধারয়	ঘনমেঘ - ঘন যে মেঘ = সাধারণ কর্মধারয়

বিগত সালের প্রশ্নসম্ভার

০১. "সোনার তরী" কবিতায় 'ছোটো সে তরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [রাবি A-2 ২২-২৩]
ক. সময়ের নিষ্ঠুরতাকে খ. সময়ের প্রবাহকে
গ. নৌকার আয়তনকে ঘ. মহাকালের পরিধিকে **উ: ক**

০২. 'আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' -এখানে 'সোনার ধান' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [গুচ্ছ B ২২-২৩]
ক. তুচ্ছার্থে খ. বৃহদার্থে
গ. ব্যঞ্জনার্থে ঘ. সাধারণ অর্থে **উ: গ**

০৩. 'তরুছায়ামসী-মাখা'-এই শব্দবন্ধে 'মসী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [গুচ্ছ B ২২-২৩]
ক. ছুরি খ. কলম গ. কালো রং ঘ. সবুজাত **উ: গ**

০৪. 'মানসী' একটি -[জাবি B-3 ২২-২৩]
ক. কাব্যগ্রন্থ ও ছোট গল্প খ. কাব্যগ্রন্থ ও পত্রিকা
গ. উপন্যাস ও পত্রিকা ঘ. নাটক ও সাময়িকী **উ: খ**

০৫. 'থরে বিথরে এখন আমারে লহো করুণা করে' - চরণটি কোন কবিতার ? [জাবি B-4 ২২-২৩]
ক. মানসী খ. সোনার তরী গ. প্রতিদান ঘ. বিদ্রোহী **উ: খ**

০৬. "সোনার তরী" কবিতায় 'আমি' প্রতীকী অর্থে- [রাবি A-3 ২২-২৩]
ক. কৃষক খ. মাঝি গ. তরী ঘ. শিল্পস্রষ্টা কবি **উ: ঘ**

০৭. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' এখানে 'সোনার ধান' বলতে কবি ব্যঞ্জনার্থে কী বুঝিয়েছেন? [রাবি A-4 ২২-২৩]
ক. সৃষ্টিসম্ভার খ. স্বীয় জীবনের শ্রম
গ. মূল্যবান বস্তুগত সম্পদ ঘ. দামি ফসল **উ: ক**

০৮. "সোনার তরী" কবিতাটি কত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে? [রাবি B-2 অ-বানিজ্য ২২-২৩]
ক. ৬ মাত্রার খ. ৮ মাত্রার
গ. ৫ মাত্রার ঘ. ৪ মাত্রার **উ: খ**

০৯. কবি কোথায় পড়ে রইলেন? [রাবি C-5 অ-বানিজ্য ২২-২৩]
ক. মহাকালের পথে খ. শূন্য নদীর তীরে
গ. ছোট ক্ষেতের পাশে ঘ. বাঁকা জলের স্রোতে **উ: খ**

১০. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [রাবি C-5 অ-বানিজ্য ২২-২৩]
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. গদ্যছন্দ **উ: খ**

১১. 'কোনো দিকে নাহি চায়,' এই পঙ্ক্তির আগের পঙ্ক্তি হলো: [ঢাবি গ ২২-২৩]
ক. ঢেউগুলি নিরুপায় খ. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে
গ. ভরা পালে চলে যায় ঘ. ঢেউগুলি কোথা যায়? **উ: গ**

১২. তরুছায়ামসী-মাখা গ্রামখানি কোথায় আঁকা? [ঢাবি ক ২২-২৩]
ক. এপারেতে খ. নদীকূলে
গ. পরপারে ঘ. শূন্য নদীর তীরে **উ: গ**

১৩. 'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' বলতে প্রতীকী অর্থে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢাবি ক ১৩-১৪]
ক. কবির ব্যক্তিসত্তা খ. কালস্রোত
গ. মহাকাল ঘ. কবির সৃষ্টিকর্ম **উ: খ**

১৪. 'কর্মীর চেয়ে কর্ম অধিক প্রত্যাশিত' এটি কোন কবিতার ভাবার্থ? [ঢাবি গ ১০-১১]
ক. জীবন-বন্দনা খ. বঙ্গভাষা
গ. কবর ঘ. সোনার তরী **উ: ঘ**

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য 'বনফুল' যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স- [ঢাবি গ ০৬-০৭]
ক.১২ বছর খ. ১৫ বছর গ. ১৬ বছর ঘ. ১৮ বছর **উ: খ**

১৬. 'যত চাও তত লও' বাক্যটি কী জাতীয় বাক্যের উদাহরণ? [জবি খ ১২-১৩]
ক. নির্ধারক বিশেষণ খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি
গ. সাপেক্ষ সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: গ**

১৭. 'সোনার তরী'র নদীটির পরপারে দেখা যায়- [জবি খ ০৭-০৮]
ক.নৌকা খ. ধানক্ষেত গ. গাছ ঘ. জাল **উ: গ**

১৮. 'তরুছায়ামসী-মাখা' কোন রঙের প্রসঙ্গ? [ঢাবি খ ১০-১১]
ক. মেটে খ. সবুজ গ. কালো ঘ. ধূসর **উ: গ**

১৯. 'সোনার তরী' কবিতায় গ্রামখানি মেঘে ঢাকা ছিল কখন? [জবি ক ১০-১১]
ক. দুপুর বেলা খ. সন্ধ্যাবেলা
গ. অপরাহ্ণ বেলা ঘ. প্রভাত বেলা **উ: ঘ**

২০. 'বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।' কাকে আহ্বান করা হয়েছে? [ঢাবি ক ০৪-০৫]
ক. নৌকার মাঝিকে খ. বারেক নামের বালকটিকে
গ. কৃষককে ঘ. অচেনা লোকটিকে **উ: ক**

২১. রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তার নাম কী? [ঢাবি ঘ ৯৭-৯৮]
ক. মানসী খ. সোনার তরী গ. গীতাঞ্জলি ঘ. বলাকা **উ: গ**

২২. 'সোনার তরী' কবিতার মর্মবস্তু- [জবি গ ০৫-০৬]
ক. প্রকৃতি প্রেম খ. সুকৃতি-নির্ভরতা
গ. আত্মনির্ভরতা ঘ. হতাশা **উ: ঘ**

২৩. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে।' 'সোনার তরী' কবিতায় এ 'তুমি' কে? [রাবি I ১৭ -১৮]
ক. কৃষক খ. তরী গ. মাঝি ঘ. কবি **উ: গ**

২৪. কোন কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [জাবি C ১৭-১৮]
ক. সারদা মঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গ সুন্দরী
খ. প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল
গ. কল্পনা, খেয়া, চৈতালি, সেঁজুতি
ঘ. বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশ্রুমালা **উ: গ**

২৫. সোনার তরী কবিতায় রূপক অর্থে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- [রাবি D ১৩-১৪]
ক. মানুষের পার্থিব চেতনা খ. মানুষের কর্মফল চেতনা **উ: খ**
গ. মানুষের অবিনশ্বর চেতনা ঘ. মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা

২৬. ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী---সোনার ধানে গিয়েছে ভরি- [রাবি গ ০৭-০৮]
ক. আমার খ. আমারই গ. আমারি ঘ. তোমারি **উ: গ**

২৭. 'জীবনস্মৃতি' কার আত্মজীবনী? [চবি ঙ ১১ -১২]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

২৮. 'একখানি ছোটো ক্ষেত, আমি একেলা' এই পঙ্‌ক্তির পরবর্তী পঙ্‌ক্তি কোনটি? [চবি ঘ ০৫ -০৬]
ক. এ পারেতে ছোট ক্ষেত, আমি একেলা
খ. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা
গ. পরপারে দেখি আঁকা তরু ছায়ামসী মাখা
ঘ. গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে **উ: খ**

২৯. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতায় তরীটি কিসে বোঝাই? [চবি খ০৭-০৮]
ক. সোনার ঘাসে খ. সোনার হারে
গ. সোনার ধানে ঘ. সোনার মোহরে **উ: গ**

৩০. 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।' কোন কবিতার চরণ? [চবি ঘ ০৯-১০]
ক. সোনার তরী খ. জীবন-বন্দনা একটি ফটোগ্রাফ
গ. তাহারেই পড়ে মান ঘ. একটি ফটোগ্রাফ **উ: ক**

৩১. সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতা হলো- [ঢাবি খ ১৮-১৯]
ক. ঐকতান খ. সেই অস্ত্র
গ. বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ ঘ. ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ **উ: ক**

৩২. নিচের কোন কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত? [ঢাবি গ ১৩-১৪]
ক. বঙ্গভাষা খ. বাংলাদেশ গ. সোনার তরী ঘ. কবর **উ: গ**

৩৩. 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে- [ঢাবি ক ১২ -১৩]
ক. নির্ধারক বিশেষণ খ. ক্রিয়া বিশেষণ
গ. সাপেক্ষ সর্বনাম ঘ. বিশেষণের বিশেষণ **উ: গ**

৩৪. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'। 'কাটিতে কাটিতে' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [ঢাবি গ ১১-১২]
ক. নিরন্তরতা খ. বিলম্ব গ. সমাপ্তি ঘ. সম্ভাবনা **উ: ক**

৩৫. 'রাশি রাশি ভারা ভারা'। শব্দের এরূপ ব্যবহারকে বলে- [কাবি১১-১২,খ০৬-০৭]
ক. পুনরুক্তি খ. অলংকার
গ. ক্রিয়া বিশেষণ ঘ. নির্ধারক বিশেষণ **উ: ক**

৩৬. 'সোনার তরী' কবিতার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা- [ঢাবি খ ০৭-০৮]
ক. ৪০ খ. ৪২ গ. ৪৬ ঘ. ৪৮ **উ: খ**

৩৭. 'খরপরশা' শব্দের আভিধানিক অর্থ- [ঢাবি ক ০৭-০৮]
ক. খরস্রোত খ. ধারালো বর্শা গ. তীব্র গতি ঘ. তীক্ষ্ণ তীর **উ: খ**

৩৮. 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে? [ঢাবি ঘ ০৬ -০৭]
ক.চারবার খ. তিনবার গ. দুবার ঘ. একবার **উ: গ**

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কবিতাটি যে স্থানে রচনা করেন তার নাম- [ঢাবি গ ০৬-০৭]
ক. শান্তিনিকেতন খ. শিলাইদহ গ. জোড়াসাকোঁ ঘ. খুলনা **উ: খ**

৪০. রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীতে মূলত ব্যক্ত হয়েছে- [ঢাবি ঘ ০৪-০৫]
ক. মেঘের গর্জন খ. বর্ষার চিত্র
গ. কবির আনন্দ ঘ. কবির বেদনা **উ: ঘ**

৪১. 'শ্রাবণগগন ঘিরে' এর পরের চরণ কোনটি? [ঢাবি ক ০১-০২]
ক. শূন্য নদীর তীরে খ. যত চাও তত লও তরণী পরে
গ. ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে ঘ. থরে বিথরে **উ: গ**

৪২. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন ঋতুর কথা আছে? [ঢাবি ঘ ০১-০২]
ক. বসন্ত খ. শরৎ গ. গ্রীষ্ম ঘ. বর্ষা **উ: ঘ**

৪৩. রবীন্দ্রনাথের জন্ম কোন খ্রিস্টাব্দে? [ঢাবি ঘ ৯৫-৯৬]
ক. ১৮৩৮ খ. ১৮৬১ গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯১৩ **উ: খ**

৪৪. 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে'-পরের পঙ্‌ক্তি- [জবি খ ১২-১৩]
ক. যেন দেখে মনে হয় চিনি উহারে
খ. মনে হয় দেখে যেন চিনি উহারে
গ. দেখে মনে হয় যেন চিনি উহারে
ঘ. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে **উ: ঘ**

৪৫. 'খরপরশা' শব্দের অর্থ- [জবি খ ১১-১২]
ক. তীব্র স্রোত খ. অত্যন্ত টক গ. থৈ থৈ জল ঘ. শাণিত বর্শা **উ: ঘ**

৪৬. শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'- এখানে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে- [জবি খ ১০-১১]
ক. ভয় খ. উল্লাস গ. বিরক্তি ঘ. অপূর্ণতার বেদনা **উ: ঘ**

৪৭. আট মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত কবিতা- [জবি গ ০৯-১০]
ক. জীবন-বন্দনা খ. আমার পূর্ব বাংলা
গ. সোনার তরী ঘ. একটি ফটোগ্রাফ **উ: গ**

৪৮. 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা' 'খরপরশা' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে- [জবি খ ০৮-০৯]
ক. গভীর খ. তীব্র গ. পরিষ্কার ঘ. ধারালো **উ: ঘ**

৪৯. 'সোনার তরী' কবিতায় উল্লেখকৃত সময়- [জবি ক ০৮-০৯]
ক. সকাল খ. দুপুর গ. বিকেল ঘ. রাত্রি **উ: ক**

৫০. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কী জাতীয় কবিতা? [জবি গ ০৬-০৭]
ক. শোকগাঁথা খ. রূপক কবিতা গ. ব্যঙ্গ কবিতা ঘ. সনেট **উ: খ**

৫১. 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'-কে পড়ে রয়েছে? [জবি ঘ ০৬-০৭]
ক. কবি খ. কৃষক গ. কামলা ঘ. নৌকার মাঝি **উ: খ**

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস নয় কোনটি- [জাবি B ১৯ -২০]
ক. চোখের বালি খ. ঘরে-বাইরে
গ. শেষের কবিতা ঘ. দৃষ্টি প্রদীপ**উ: ঘ**

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [জাবি A ১৬-১৭]
ক. সোনার তরী খ. বনফুল গ. বলাকা ঘ. মানসী **উ: খ**

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দৃশ্য - অঙ্ক - সময় - স্থান

অঙ্ক	দৃশ্য	সময়	স্থান
প্রথম	প্রথম	১৭৫৬ সাল ১৯ এ জুন	ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ
	দ্বিতীয়	১৭৫৬ সাল তেসরা জুলাই	কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
	তৃতীয়	১৭৫৬ সাল ১০ই অক্টোবর	ঘসেটি বেগমের বাড়ি
দ্বিতীয়	প্রথম	১৭৫৭ সাল ১০ই মার্চ	নবাবের দরবার
	দ্বিতীয়	১৭৫৭ সাল ১৯এ মে	মিরজাফরের আবাস
	তৃতীয়	১৭৫৭ সাল ৯ই জুন	মিরনের আবাস
তৃতীয়	প্রথম	১৭৫৭ সাল ১০ই জুন থেকে ২১এ জুনের মধ্যে যে কোনো একদিন	লুৎফুন্নিসার কক্ষ
	দ্বিতীয়	১৭৫৭ সাল ২২এ জুন	পলাশিতে সিরাজের শিবির
	তৃতীয়	১৭৫৭ সাল ২৩এ জুন	পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র
	চতুর্থ	১৭৫৭ সাল ২৫এ জুন	মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার
চতুর্থ	প্রথম	১৭৫৭ সাল ২৯এ জুন	মিরজাফরের দরবার
	দ্বিতীয়	দোসরা জুলাই	জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা

- সিরাজউদ্দৌলা নাটক ভাব সংবেদনা রীতি অনুসারে ট্রাজেডি নাটক; বিষয়বস্তুর উৎসরীতি অনুসারে ঐতিহাসিক নাটক; বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে দেশপ্রেমমূলক নাটক; উদ্দেশ্য অনুসারে রসমূখ্য অর্থাৎ করুণ রসাত্মক নাটক।
- নবাব কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করেন? রাজা মানিকচাঁদকে
- কে কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন? সিরাজউদ্দৌলা
- কোন খাল পেরিয়ে নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী ইংরেজ দুর্গের দিকে এগিয়ে আসে? শিয়ালদহের মারাঠা খাল
- কত সালে ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? ১৭২৩ সালে
- কলকাতা থেকে ভাগীরথী নদীতে অবস্থানরত ইংরেজদের জাহাজের দূরত্ব কত ছিল? চল্লিশ মাইলের ভেতরে
- 'কাপুরুষ বেইমান, জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়।' ক্লেটন কাদের উদ্দেশে বলেন? ফ্রাঙ্কল্যান্ড, মিনচিন, ম্যানিংহাম
- 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ।' নবাবের এ সংলাপটি কার উদ্দেশে? হলওয়েলের
- 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' হলওয়েল কাকে উদ্দেশ করে এ সংলাপটি করেন? নবাবকে
- ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল এরা সম্মিলিতভাবে কোথায় নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়? ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে
- কে রাইসুল জুহালা ছদ্মনামে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন? নারান সিং
- মিরজাফর 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কোন পদবিধারী ছিলেন? প্রধান সেনাপতি বা সিপাহসালার
- নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন? শওকতজঙ্গকে
- 'এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?' হ্যারির উদ্দেশে সংলাপটি কে বলেন? কিলপ্যাট্রিক
- জগৎশেঠ কে ছিলেন? নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র
- 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এ আমাদের প্রতিজ্ঞা।' এ সংলাপটি কে করেছিল? ক্লেটন
- কারা 'ডাচ' নামে পরিচিত? ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের অধিবাসী
- ইংরেজরা স্থানীয় লোকজনের তৈরি লবণ তিন-চার আনা মণ দরে কিনে কত টাকা মণ দরে বিক্রি করত? দুই-আড়াই টাকা
- কারা রমণীর ছদ্মবেশে মিরনের বাসগৃহে প্রবেশ করেন? ওয়াটস ও ক্লাইভ
- ব্রিটিশ সিংহ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? ক্লেটনকে
- 'নবাবসৈন্য কলকাতা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রোজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে।' কে বলেছেন? সিরাজউদ্দৌলা
- কাদের অবস্থা দুর্গের ভেতরে শোচনীয় ছিল? ইংরেজদের
- সিরাজউদ্দৌলার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা কোন রাজাকে আশ্রয় দিয়েছিল? কৃষ্ণবল্লভকে
- ইংরেজরা কোথাকার শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুটতরাজের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল? কর্ণাটের
- কারা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়? নেটিভরা
- কারা শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যার স্রোতের মতো ছুটে আসছিল? নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী
- কে আল্লাহর কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করেছিল? মিরজাফর
- কিলপ্যাট্রিক কোন স্থান থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন? মাদ্রাজ থেকে
- "মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি" - এখানে সেনাপতির নাম কী? মোহনলাল
- ইংরেজরা পরাজিত হয়ে কোন জাহাজে আশ্রয় নেয়? ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে
- দ্বিতীয় সৈনিক কার পতনের সংবাদ সিরাজউদ্দৌলার নিকট নিয়ে এসেছিল? সেনাপতি মিরমর্দানের
- পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব কোথায় যেতে চেয়েছিলেন? পাটনায়
- সিরাজউদ্দৌলার মতে, চারদিকে ষড়যন্ত্রের জালের মধ্যে কার প্রাসাদের বাইরে থাকাটা নিরাপদ নয়? ঘসেটি বেগমের
- তামা, তুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে প্রথমে কে শপথ করেছিলেন? রাজবল্লভ
- সাদা নিশান কীসের প্রতীক? সন্ধির (যুদ্ধ বন্ধের বা শান্তির প্রতীক)
- উমিচাঁদ কোথা থেকে বাংলাদেশে এসেছে? লাহোর থেকে

- 'ফরাসিরা ডাকাত। আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?' হলওয়েলের উদ্দেশে কে এ সংলাপটি করেন? নবাব সিরাজ
- **উপাধি:** হলওয়েল = সার্জন; রোজার ড্রেক = গভর্নর ও ক্লেটন = ক্যাপ্টেন।
- 'আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।' উমিচাঁদের এ সংলাপটি কার উদ্দেশে? হলওয়েল
- উইলিয়াম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়ার কোন এলাকার কুঠির পরিচালক ছিল? কাশিমবাজার
- 'আপনি নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান।' উক্তিটি কে কাকে করেছে? হলওয়েল উমিচাঁদকে
- কাকে ঘুষ দিয়ে চন্দননগর ধ্বংস করে ইংরেজরা? বেইমান নন্দকুমারকে
- 'একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়ে ঘুরছিলাম।' এ উক্তিটি কার? রাইসুল জুহালা
- 'long live Nabab jafar Ali khan' সংলাপটি কার? ক্লাইভের
- নবাবকে হত্যা করার জন্য মিরন কাকে নিয়োগ করে? মোহাম্মদি বেগকে
- সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতির নাম কী? সাঁফ্রে
- পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে উঁচু স্থানে নবাবের পক্ষে কার অবস্থান ছিল? বদ্রিআলি খাঁর
- শলাপরামর্শের জন্য পলাশি যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে সিরাজের শিবিরে কে কে উপস্থিত ছিলেন? মোহনলাল, মিরমর্দান
- প্রথম সার্থক বাংলা নাটক কোনটি? শর্মিষ্ঠা
- মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের শরীরের কোথায় আঘাত করল? পিঠে
- কোথাকার রাস্তা দিয়ে নবাবের পদাতিক বাহিনী চলে এসেছে? দমদমের সরু রাস্তা
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'কোম্পানি' দ্বারা যে কোম্পানিকে নির্দেশ করেছে? ইস্ট ইন্ডিয়া
- কে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের যুদ্ধে ইংরেজদের ক্যাপ্টেন ছিলেন? ক্লেটন
- 'খাজাঞ্চি' বলতে কাকে বোঝায়? কোষাধ্যক্ষকে
- 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি কে রাজবল্লভের উদ্দেশে করেছেন? ক্যাপ্টেন ক্লেটন
- আত্মরক্ষার নামে ইংরেজরা কোথায় গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিল? কাশিমবাজারে
- দওলতের পূজারি বলে নিজেকে পরিচয় দেন কে? উমিচাঁদ
- ক্যাপ্টেন ক্রেটনের কাছে কে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ চেয়েছেন? ওয়ালি খান
- কাকে 'সিপাহসালার' বলা হয়? সেনাপতিকে
- মিরজাফর কোথায় থেকে ভারতবর্ষে আসেন? পারস্য থেকে
- মিরজাফরের প্রকৃত নাম কী? মিরজাফর আলি খান
- কোথায় থেকে নবাবের তাড়া খেয়ে ইংরেজরা ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে আস্তানা গেড়েছে? কলকাতা
- রবার্ট ক্লাইভ কাকে সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছেন? উমিচাঁদকে
- সিরাজের কোন সেনাপতি যুদ্ধে প্রথম মৃত্যুবরণ করে? বদ্রি আলি খাঁ তবে প্রথমে ঘায়েল হয়েছে সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি
- দরবার কাকে কুর্নিশ করবার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল? মিরজাফরকে
- সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর স্ত্রীর মাঝে কীসের দেয়ালের কথা বলা হয়েছে? রাজত্বের দেয়ালের
- কার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই? মোহনলালের
- কে আগ্নেয়গিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন? মিরজাফর
- কোম্পানির প্রতিনিধি কোথা থেকে এসেছিল? কাশিমবাজার থেকে
- ইংরেজরা আত্মরক্ষার অজুহাতে গোপনে অস্ত্র আমদানি করেছিল কোথায়? কাশিমবাজার কুঠিতে
- "আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসংগত" - উক্তিটি কার? হলওয়েলের
- "ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ" উক্তিটি কাদের প্রতি করা হয়েছিল? ব্রিটিশ সৈনিকদের
- ঐতিহাসিক পলাশি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? গঙ্গা নদীর তীরে
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি কোন যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত? পলাশির যুদ্ধের
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে শেষ সংলাপ কার? মোহাম্মদি বেগের
- সিরাজউদ্দৌলা কোথা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন? কলকাতা
- ইংরেজদের মূল দামের চেয়ে কতগুণ বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে হতো? চার গুণ
- "আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।" - উক্তিটি কার? মিরজাফরের
- কার নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়? ক্লাইভের
- সিরাজউদ্দৌলা কাকে কলকাতার দেওয়ান নিযুক্ত করেন? মানিকচাঁদকে
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কতটি অঙ্ক রয়েছে? ৪ টি
- মোহনলালের তথ্যমতে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে সৈন্য সংখ্যা কত? ৫০ হাজারের বেশি
- কাকে সিরাজের পিতা-মাতা শৈশবে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেছিলেন? মোহাম্মদি বেগকে
- 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো, সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ কথাটি কে বলেন? ক্যাপ্টেন ক্লেটন
- মিরজাফর আলি খাঁন সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন বলে নবাবকে কে জানায়? মিরন
- যুদ্ধে নবাব হেরে গেলে উমিচাঁদকে ক্লাইভ কত টাকা দেওয়ার কথা ছিল? ৩০ লক্ষ টাকা (দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য), ২০ লক্ষ টাকা (চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য)
- 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে।' সংলাপটি কার? নবাবের
- 'সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও। এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।' এ বিষ মাখানো এ উক্তি ঘসেটি বেগম কাকে উদ্দেশ্যে করে বলেন? লুৎফুন্নিসাকে
- কত বছর বয়সে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন? ১৭ বছর
- 'চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র' রায়দুর্লভ কার উদ্দেশে সংলাপটি বলেন? মিরনকে
- কোথাকার অধিবাসী বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোলুপ মন্ত্রী রাজবল্লভ? ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের

- 'ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্য আমি নবাবের অনুগামী।' একথা কে বলেন? রায়দুর্লভ
- নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়? জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে কোথায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে? সুরাটে
- হলওয়েলকে কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার বলেছেন কে? নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- কারা গঙ্গার দিকটার ফটক ভেঙে পালিয়ে গেছে? একদল ডাচ সৈন্য
- মিরমর্দানকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর বলে অভিহিত করেন কে? নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- ভাগীরথী নদীতে ইংরেজদের ভাসমান জাহাজে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়? ম্যালেরিয়া ও আমাশয়
- আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।' সংলাপটি কার? মিরজাফরের
- ইংরেজ নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন কে? ওয়াটসন
- 'তুমি কম সাপিনী নও' কাকে উদ্দেশ্য করে ঘসেটি বেগমের এ সংলাপ? আমিনা বেগমকে
- কার হুকুমে মিরজাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর উমর বেগ জমাদারকে খুন করা হয়েছিল? মোহনলালের
- কে টুলের উপর দাঁড়িয়ে দুরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখার চেষ্টা করেন? নবাব নিজেই
- নারান সিংয়ের মৃত্যু হয় কার গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে? ক্লাইভ
- কোথায় যেতে পারলে আবার প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে বলে নবাব প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন? পাটনায়
- কোন ব্যক্তি শিখ ধর্মের অনুসারী ছিলেন? উমিচাঁদ
- মিরজাফরকে সহায়তার বিনিময়ে ক্লাইভ কত টাকা আয়ের জমিদারি লাভ করে? বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা
- মিরজাফর কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়? কুষ্ঠরোগ
- উমিচাঁদ কার মুক্তির জন্য সিরাজউদ্দৌলার কাছে অনুরোধ করেন? কৃষ্ণবল্লভের
- চিকিৎসক হলওয়েল প্রচারিত কল্পিত ঘটনা কোনটি? অন্ধকূপ হত্যা
- নবাবের রাজধানী কোথায় ছিল? মুর্শিদাবাদে
- 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি' বলতে বোঝানো হয়েছে? সাহসিকতা
- নবাবের কাছে কে দেশের স্বার্থে স্বীয় স্বার্থ ত্যাগের ওয়াদা করেছিলেন? মিরজাফর
- সিরাজউদ্দৌলার মতে, কার হাতে রাজধানীর পতন হলে এদেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে? ক্লাইভের হাতে
- নবাবের পক্ষে যুদ্ধের হুকুম প্রদান করেন কে? মিরজাফর
- সিরাজউদ্দৌলা কোন সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন? মির কাসেমের সৈন্যদের
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম যে চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা হয়? ক্লেটন
- কে নিজেদের ইংল্যান্ডের বীর সন্তান বলে পরিচয় দেয়? ক্লেটন ও তার অধীন সৈন্যদের
- ব্রিটিশ পক্ষে কে যুদ্ধ করে জীবন দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল? ক্যাপ্টেন ক্লেটন

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকটি কতটি অঙ্কে রচিত? [রাবি A-1 ২২-২৩]
ক. সাত খ. ছয়
গ. পাঁচ ঘ. চার **উ: ঘ**

০২. "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের দৃশ্য সংখ্যা কয়টি? [রাবি A-2 ২২-২৩]
ক. ১০ খ. ১১ গ. ১২ ঘ. ১৩ **উ: গ**

০৩. মৃত্যুকালে সিরাজের মুষ্টিবদ্ধ হাত কীসের প্রতীক? [ঢাবি খ ২২-২৩]
ক. প্রতিরোধের খ. অন্তিম প্রচেষ্টার
গ. স্বদেশপ্রেমের ঘ. আন্দোলনের **উ: খ**

০৪. 'আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।' সিরাজ কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন? [খ ২১-২২]
ক. যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি গমন
খ. স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা
গ. মিরনের সঙ্গে সংলাপ বিনিময়
ঘ. কূটনৈতিক কৌশল নির্ধারণ **উ: ক**

০৫. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে 'দি ব্রেভেস্ট সোলজার' আখ্যা দেওয়া হয়েছে- [খ ২১-২২]
ক. সাঁফ্রেকে খ. বদ্রিআলিকে
গ. মিরমর্দানকে ঘ. নারান সিংকে **উ: গ**

০৬. ইতিহাসের একজন সামন্ত নবাব হয়েও সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজ চরিত্রটি হয়ে উঠেছে- [খ ১৯-২০]
ক. দেশপ্রেমিক নেতা খ. ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্নকারী
গ. লড়াকু বীর ঘ. জনদরদি **উ: ক**

০৭. 'আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তি নয় ...' সিরাজউদ্দৌলা তাহলে পলাশিতে কীসের ওপর ভরসা করতে চেয়েছিলেন? [খ ১৭-১৮]
ক. সাঁফ্রের সৈন্যদলের সাহসিকতার উপর
খ. মোহনলাল-মিরমদানের বিচক্ষণতার উপর
গ. মিরজাফর-রায়দুর্লভের স্বদেশপ্রেমের উপর
ঘ. ক্লাইভের সৈন্যদলের দুর্বলতার উপর **উ: গ**

০৮. 'পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।' সিরাজকে হটানোর এ চক্রান্তসূত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে যে বাগ্‌ধারার- [খ ১৮-১৯]
ক. অতিদর্পে হত লঙ্কা খ. কালনেমির লঙ্কাভাগ
গ. গাঙ পার হলে কুমিরকে কলা ঘ. বানরের রুটিভাগ **উ: খ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য।' "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকে উক্তিটি কে করেছেন? [রাবি A-4 ২২-২৩]
ক. ড্রেক খ. হলওয়েল গ. ওয়াটস ঘ. কিলপ্যাট্রিক **উ: ক**

উপন্যাসের চরিত্র

- **লালসালু:** এক ধরনের লাল কাপড়। লাল অর্থ লাল রং আর সালু হচ্ছে এক ধরনের কাপড়। লালসালুর বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য নেই। যুগে যুগে ধর্মব্যবসায়ীরা লালসালুকে আশ্রয় করে তাদের জীবিকা নির্বাহের বাহন তৈরি করেছিল। বাঙালিরা ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধর্মভীরু, যে কারণে এইসব ধর্মব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কবরের উপরে লালসালু বিছিয়ে দিত। লালসালু বিছিয়ে দেবার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে সেই কবরটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যেত। ফলে ধীরে ধীরে সেখানে বেড়ে উঠত মোদাচ্ছের (নাম না জানা ব্যক্তি) পিরদের মাজার। সাধারণ মানুষ পরলোকের ভাবনায় সে-সব মাজারকে আঁকড়ে ধরতো। তারই উদাহরণ আমাদের 'লালসালু' উপন্যাস। গ্রাম বাংলার মানুষের অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং ধর্মীয় ভন্ডামির চিত্র অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষের সরলতার সুযোগকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসার এক নগ্নচিত্র। যুগ যুগ ধরে শেকড়গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্খার দ্বন্দ্ব। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে কেন্দ্র করে ১৯৪০ কিংবা ১৯৫০ এর দশকের বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার পটভূমি উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটিকে বহুমাত্রিক ও কালোত্তীর্ণ উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করা হয়। কবি আহসান হাবীব লালসালু উপন্যাসকে 'তৎকালীন বাঙালি মুসলিম রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস' বলে অভিহিত করেছেন। ২০০১ সালে তানভীর মোকাম্মেলের পরিচালনায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপ নেয়। এ বছরই এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে মনোনীত হয় এবং ৮টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। দর্শক বিচারে ১০ বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের মধ্যে স্থান লাভ করে।
- **মজিদ:** 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। মজিদ কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীকী চরিত্র। মজিদ চরিত্রের মাঝে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ভক্তি-আনুগত্য, ইচ্ছা ও বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য যেকোনো নীতিহীন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না সে। হঠাৎ একদিন মহব্বতনগর গ্রামে এসে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করে মজিদ, যার মাধ্যমে তার চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অল্পবয়সি মেয়েকে দ্বিতীয় বিয়ে করায় তার চরিত্রের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকটি স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা যখন অবাধ্য হয়ে যায়, তখন মজিদ দিশেহারা হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষে মজিদের নিজের মনে অস্তিত্ব সংকটের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- **খালেক ব্যাপারী:** খালেক ব্যাপারী 'লালসালু' উপন্যাসের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশালী চরিত্র। প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সে মহব্বতনগর গ্রামের সকল সামাজিক উৎসব, ধর্ম-কর্ম, বিচার-সালিশসহ সকল কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দেয়। মানুষের মনকে বিকশিত না হতে দেওয়ার জন্য অজ্ঞানতার অন্ধকার তৈরি করতে মজিদের সহকারী হিসেবে খালেক ব্যাপারীকে দেখা যায়। মজিদের নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকারের মাধ্যমে তার চরিত্রে আত্মমর্যাদাহীনতা ও ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে নিজের স্ত্রী আমেনাকে তালাক দিতেও পিছপা হয়নি খালেক ব্যাপারী।
- **রহিমা:** উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমা। উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রহিমা স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে অসহায় মনে করে । ঠান্ডা ও ভীতু হিসেবে পরিচিত রহিমার শান্ত রূপের পেছনে আছে আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস, মাজারে বিশ্বাস ও মাজারের প্রতিনিধি স্বামীর প্রতি ভক্তি। গৃহের কাজকর্মেও সে ছিল নিষ্ঠাবান। মাজার প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবে রহিমা গর্ববোধ করে, সকলের কাছে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। রহিমাকে তার সহানুভূতিশীল মনোভাবের কারণে মজিদের বিপরীত চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। জমিলাকে নিজ সন্তানতুল্য স্নেহে আঁকড়ে রাখতে চাওয়ার মধ্যে রহিমার মাতৃময়ী রূপটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- **জমিলা:** কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে উপন্যাসে আগমন ঘটে জমিলার। কমবয়সি জমিলার চরিত্রে চপলতাই ছিল প্রধান। মজিদের প্রথম স্ত্রী বয়োজ্যেষ্ঠ রহিমাকে সে মাতৃরূপে মেনে নিলেও মজিদকে স্বামী হিসেবে মানতে পারেনি। মজিদের ধর্মবিষয়ক কড়া শাসনের বিরোধিতা করেছে সে। মজিদের অবাধ্য হয়ে জমিলার বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মজিদ তাকে কঠোরভাবে শাসন করতে চাইলে তার মুখে থুথু দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করার মাধ্যমে। উপন্যাসে জমিলা চরিত্রের মাধ্যমে মূলত একটি প্রাণময় ও প্রতিবাদী সত্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

- ✓ 'ও কি ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?' - [মজিদ]
- ✓ 'তুমি কী মনে করো মিয়া? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?' [মজিদ]
- ✓ 'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।' - [রহিমা; 'মাতৃত্ব' বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে]
- ✓ 'অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে।' - [মজিদ]
- ✓ 'নাফরমানি করিও না । খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ।' - [মজিদ]
- ✓ "তোমার দাড়ি কই মিঞা?" - [মজিদ; আক্কাসকে উদ্দেশ্য করে]
- ✓ 'রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক-দিনের?' - [মজিদ]
- ✓ 'দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমার আঁধা না করে।' - [মজিদ]
- ✓ 'আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ।- [জমিলা]
- ✓ 'ব্যাপারী মিঞা। যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?' - [মজিদ; এই উক্তিটি দুই দিকে কাটে]
- ✓ 'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।' - [জমিলা সম্পর্কে বলেছেন ঔপন্যাসিক]
- ✓ কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা?
- ✓ আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই।
- ✓ শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে বেয়ে আসে, ঝরে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়!
- ✓ এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।
- ✓ হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে। তে যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করেউঠবে। ব্যথাটা এমন যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে। তুইলা আছে।
- ✓ মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে।
- ✓ এ হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে।
- ✓ কিন্তু মজিদের একশ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

- ✓ তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়।
- ✓ যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?
- ✓ জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ-থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা।
- ✓ অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই।
- ✓ শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।
- ✓ ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না।
- ✓ অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে।
- ✓ শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়।
- ✓ মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়।
- ✓ নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে।
- ✓ ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে- বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?
- ✓ আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?
- ✓ দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।
- ✓ খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।
- ✓ মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখির মতো আছড়াতে থাকে।
- ✓ মতিগঞ্জের সড়ক ধরে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে।
- ✓ কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।
- ✓ বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে।
- ✓ ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য ।
- ✓ তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই ।
- ✓ কারও পড়ে সাত প্যাঁচ, কারও চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখেছি একটা। তয় সাতের উপর হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দো প্যাঁচ।
- ✓ সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য।
- ✓ আছে? ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে।
- ✓ তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ।
- ✓ মেয়ে লোকের মনের মঙ্কড়া সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি।
- ✓ সে মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই। মহা আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে নীরবতা।
- ✓ তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত টাটকা লাল টকটকে। পাক দিল আর গুনাগার দিল এক সুতায় বাঁধা থাকে।
- ✓ এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না। আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই।
- ✓ আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি।
- ✓ তানি বুঝি দুলার বাপ।

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	শব্দার্থ	শব্দ	শব্দার্থ	শব্দ	শব্দার্থ
বাহে মুলুকে	উত্তরবঙ্গ এলাকায়	বালা	আপদ-বিপদ	বেগানা	অনাত্মীয়
চিকনাই	উজ্জ্বল; লাবণ্যময় চেহারা	ধামড়া	বয়স্ক; পাকা	হেফজ	মুখস্থ; কণ্ঠস্থ
নলি	জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র	মওত	মৃত্যু; মরণ	হুড়কা	দরজার খিল
তারস্বর	অতি উচ্চ শব্দের চিৎকার	জঈফ	অতি বৃদ্ধ	ঝিমধরা	অবসন্ন; স্থির
আমসিপানা মুখ	শুকিয়ে যাওয়া মুখ	তোয়াক্কুল	ভরসা; নির্ভর; আস্থা	নফরমানি	অবাধ্য
মারুফ	মহান পুরুষ; মহাপুরুষ	তাগড়া	বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া	জাহেল	অজ্ঞ; মূর্খ; নির্বোধ
উচক্কা	অবাধ্য; ডানপিঠে; দুরন্ত	রুহ	আত্মা; অন্তরাত্মা	বেচাইন	অস্থির; উতলা
নিতিবিতি করা	সংকোচে ইতস্তত করা	নছিহত	উপদেশ; পরামর্শ	বেওয়া	বিধবা
ফিকে দাড়ি	পাতলা বা হালকা দাড়ি	রেস্তায়	সম্পর্কে; আত্মীয়তায়	রদ্দি	পচা; বাসি
মহা তমিস্রা	গভীর অন্ধকার; ঘোর অমানিশা	ঠাটাপড়া	অকস্মাৎ বজ্রপাত হওয়া	বুত পূজারী	যারা মূর্তি পূজা করে
রুঠাজমি	অনুর্বর ভূমি, নিষ্ফলা জমি	ঢেঙা	লম্বা; পাতলা শরীর	হা শূন্য	অভাবগ্রস্ত; দারিদ্র্য
বরগা	ছাদের ভর ধরে রাখার কাঠ বা লোহা	শোকর গুজার	কৃতজ্ঞতা; প্রশংসা; তৃপ্তি বা তুষ্টি প্রকাশ		
লেলিহান শিখা	দাউদাউ করা আগুনের শিখা	জানপছানের লোক	আত্মীয়স্বজন; প্রিয়জন		
সরভাঙা পাড়	প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া নদীর পাড়	সরগলা কেরাত	চিকন সুরে কোরান পাঠ		
বেএলেম	বিদ্যাহীন; লেখাপড়া জানে না এমন লোক	গলুই	নৌকার সামনের বা পেছনের শক্ত ও সরু অংশ		
শ্যেন দৃষ্টি	বাজপাখি বা শিকারি পাখির মতো দৃষ্টি	নধর নধর	কমনীয়, সরস ও নবীন		
আনপাড়হ্	যাদের পড়াশোনা জ্ঞান নেই এমন লোক	চোখে ধারালো দৃষ্টি	চোখের সূক্ষ্ম, কৌতূহলী ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি		
নেকবন্দ	পুণ্যবান; মহাপুরুষ	বাজখাঁই গলায়	গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে		
কেরাত	পবিত্র কোরান-শরিফের বিশুদ্ধ পাঠ	হলফ	সত্য কথা বলার জন্য যে শপথ করা হয়; শপথ; প্রতিজ্ঞা		
বেদাতি	ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতির বাইরের কিছু	কেরায়া নায়ের মাঝি	ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি		
বাজা মেয়ে	বন্ধ্যা নারী; যে নারীর সন্তান হয় না	বয়েত	কবিতাংশ; আরবি, ফারসি বা উর্দু কবিতার শ্লোক		
খোদার ঢিল	শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিরূপী শিলা	শিরালি	শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মন্ত্র বা দোয়া পড়ে		
রেহেল	কোরান শরিফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো	মগরা মগরা ধান	প্রচুর ধান; গোলা বা মোড়া ভর্তি ধান		

রুহানি তাকত ও কাশফ	আত্মিক শক্তি উন্মোচন করা
গাঁট্টাগোট্টা	খর্ব ও স্থূল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অস্থি গ্রন্থিযুক্ত; আঁটসাঁট দেহবিশিষ্ট।
ঢোল-সোহরত	কোনো বিষয় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করা, প্রচারের ব্যাপকতা অর্থে।
বতোর দিনে	জমিতে বীজ বপন বা ফসল বোনার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।
কোঁচ	মাছ ধরার জন্য নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র। মাথায় তীক্ষ্ণ শলাকাগুচ্ছ যুক্ত বর্শা বিশেষ।
আমসিপারা	আরবি বর্ণমালার উচ্চারণসহ সুরা সংকলন। পবিত্র কোরান শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ।
নিরাক পড়া	বাতাসহীন নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়
বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ	চোখের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা বোঝাতে উৎপ্রেক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত।
ছুরায়ে আল-নূর	পবিত্র কোরান-শরিফের একটি সুরা- যেখানে মানব জাতিকে আলোর পথ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি মূলত নারীদের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।
দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে	অমাবস্যার দুইদিন পরের চাঁদ- দ্বিতীয়ার চাঁদ। নতুন ওঠা এই চাঁদের আকৃতি বাঁকা কাস্তের মতো। যে কাস্তে হাতে কৃষক মাঠের ধান কাটে আর মনের আনন্দে গান ধরে।
শস্যের চেয়ে টুপি বেশি	ঔপন্যাসিক যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে প্রচণ্ড অভাবের পাশাপাশি মানুষগুলো ধর্মভীরু। খাদ্য না থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মচর্চার কার্পণ্য নেই -এটাই বোঝানো হয়েছে।
চোখে তার তেমনি শিকারির সূচগ্র একাগ্রতা	তাহের-কাদের মাছ ধরছে। কাদের সন্তর্পণে নৌকা চালাচ্ছে। তাহের নৌকার সম্মুখভাগে-তার দৃষ্টি যেন সূচের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন। যেখানেই মাছ থাকুক না কেন-দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় তা চোখে ধরা পড়বেই।
শয়তানের খাম্বা	খাম্বা অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। এখানে হাসুনির মার বাপ তথা তাহের কাদেরের বাপকে মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার সঙ্গে স্ত্রীর সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকে। বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা মজিদের কাছে এসে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। তাহেরের বাপ কিছুটা বোকা ও একরোখা। এটি মজিদের মোটেই পছন্দ নয় । মজিদ ভাবে এ বুড়োই শয়তানের খাম্বা।
গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ	রহিমা মজিদের স্ত্রী। তার অনুগত ও বাধ্য। মজিদের ভয়ে সে ভীতও। মজিদের চোখের ভাষা বোঝে সে। তাছাড়া সে ধর্মভীরু। গ্রামের মানুষগুলোও তারই মতো একই রকম ধর্মভীরু ও মজিদের প্রতি অনুগত।
গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহিমার সারা দেহে	সীসা একটি কঠিন ধাতব পদার্থ। আগুনে পোড়ালে তা গলে যায় এবং যে পাত্রে রাখা যায় তাতে ছড়িয়ে পড়ে সমান্তরালভাবে। মজিদের উপদেশ বাণী শোনার পর লজ্জা রহিমার সমস্ত শরীরে ওই রূপ ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি উপমা।
শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে	মেঘ বৃষ্টিবিহীন নীল আকাশকে কেমন উন্মুক্ত-ন্যাংটো মনে হয়। রোদের তাপদাহে মাঠ-প্রান্তরের মাটি ফেটে চৌচির। বৃষ্টি আর মেঘ শূন্যতায় আকাশকেই মনে হয় শূন্য। তার নীলের ভেতর মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই যেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- কোন সড়ক ধরে মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করেছিল? মতিগঞ্জের সড়ক
- হাসুনির মা ঝড় এলে কী করে? হৈ চৈ
- হাসুনির মাকে মজিদ কী রঙের শাড়ি কিনে দিয়েছিল? বেগুনি
- 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ' কেন? শস্যহীন বলে
- কোন মাসে মসজিদের ঘরে প্রচুর ধান আসে? পৌষ মাসে
- কোন অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে? প্রভাতের অপেক্ষায়
- এশার নামাজ পড়ে মজিদ মাজারে কীসের আওয়াজ শুনে ছিল বলে প্রকাশ করে? সিংহের।
- সজ্ঞানে ও সুস্থ দেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মজিদ কী করে? মনে মনে তওবা কাটে; কারন সে জানে তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।
- মজিদের কোরআন পাঠের সময় চারদিকে কীসের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো? হাসনাহেনার
- মহব্বতনগরের বৃদ্ধ সোলেমানের বাপ কীসের রোগী? হাঁপানির
- 'লালসালু' উপন্যাসে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কে সময়ে অসময়ে মিথ্যা কথা বলে? ভণ্ড মজিদ
- মহব্বতনগরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ আসতে লাগল কেন? মাজারে মানত করতে
- মজিদের মতে কারা দুনিয়ার মানুষের মতো তাকে ভয় পায়? জিন-পরীরা
- কী চেনে গ্রামের লোকেরা? জমি আর ধান
- জমিলা মজিদের বাড়িতে প্রথম এসে রহিমাকে কী ভেবেছিল? শাশুড়ি
- কে মহব্বতনগর গ্রামে শিকড় গেড়েছে? মজিদ
- কোন মাসে মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল? জ্যৈষ্ঠ
- 'ষোলশহর' কোথায় অবস্থিত? চট্টগ্রাম
- মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ কখন প্রবেশ করে? শ্রাবণের দুপুরে
- কে এককালে উড়ুনি মেয়ে ছিল? বুড়ি
- মতলুব খাঁর পরিচয়? ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট
- 'আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ'- 'তানি' কে? মজিদ
- তাহের কাদেরের মায়ের জানাজা কে পড়াবে? মোল্লা শেখ

♦ উপসর্গের সংখ্যা নির্ণয় ♦

সন্ধিবিচ্ছেদ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে শব্দের মধ্যে উপসর্গের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। উপসর্গের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি।

☑ উপসর্গ অর্থপূর্ণ শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থ তৈরি করে। এক্ষেত্রে শব্দের মাঝে অর্থাৎ তৃতীয় বর্ণ তি/ত্য, ভি/ভ্য, ধি/ধ্য থাকলে এবং দ্বিতীয় বর্ণে অ ধ্বনি লীন আকারে থাকলে অতি/ অভি/ অধি উপসর্গ অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং বি/ ব্য থাকলে বি হয় কারণ সেটিও একটি উপসর্গ। যেমন: সমভিব্যাহার > সম + অভি + বি + আ + হার।

[শব্দের মাঝে আ- কার থাকলে সেটিও উপসর্গ হতে পারে। যেমন: সমাবর্তন > সম + আ + বর্তন।]

☑ সন্ধি নিয়মে শব্দ মধ্যে ল্ল, চ্ছ, চ্চ,জ্জ, জ্ঝ, ড্ড, ঢ্ঢ, থাকলে প্রথম বর্ণ তুলে ৎ বসালে একটি উপসর্গ পাওয়া যায়। যেমন: উচ্ছেদ > উৎ + ছেদ; উচ্চারণ > উৎ + চারন; উজ্জ্বল > উৎ + জ্বল ইত্যাদি।

☑ শব্দের মধ্যে য/ য- ফলা (্য), ব- ফলা থাকলে য/ য- ফলার পরিবর্তে ই- কারে এবং ব- ফলার পরিবর্তে উ- কারে রূপান্তর করতে হবে। যেমন: অত্যাচার > অতি + আ + চার; অন্বেষণ > অনু + এষণ ইত্যাদি।

☑ শব্দের মাঝে নাসিক্যবর্ণের (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) সাথে নিজ বর্গের ধ্বনি যুক্ত থাকলে ম বসাতে হয়। তখনও উপসর্গ পাওয়া যায়। যেমন: সম্পদ > সম্ + পদ; সন্নিহিত > সম্ + নিহিত; সন্ধি > সম্ + ধি ইত্যাদি।

☑ শব্দ মধ্যে যদি অনুস্বার (ং) থাকে তবে ং স্থলে ম বসাতে হয় এবং সেখানেও উপসর্গের উপস্থিতি পাওয়া যায়। যেমন: সংবাদ > সম্ + বাদ; সংহার > সম্ + হার; সংকোচন > সম্ + কোচন ইত্যাদি।

উপসর্গযুক্ত শব্দ	শব্দবিশ্লেষণ	সংখ্যা	উপসর্গযুক্ত শব্দ	শব্দবিশ্লেষণ	সংখ্যা
প্রতিসংহার	প্রতি + সম্ + হার	২টি	ব্যধিকরণ	বি + অধি + করণ	২টি
অত্যুৎকৃষ্ট	অতি + উৎ + কৃষ্ট	২টি	সমানাধিকরণ	সম্ + অনা + অধি + করণ	৩টি
বিপ্রকর্ষ	বি + প্র + কর্ষ	২টি	অনুসন্ধান	অনু + সম্ + ধান	২টি
ইত্যনুসারে	ইতি + অনু + সারে	২টি	দুরতিক্রম্য	দূর + অতি + ক্রম্য	২টি
ব্যাকরণ	বি + আ + করণ	২টি	প্রত্যুপকার	প্রতি + উৎ + অপ + কার	৩টি
অপ্রতিরুদ্ধ	অ + প্রতি + রুদ্ধ	২টি	সুসংহত	সু + সম্ + হত	২টি
অপিনিহিতি	অপি + নি + হিত + ই	২টি	সংবিধান	সম + বি + ধান	২টি
অপ্রতিবিধান	অ + প্রতি + বি + ধান	৩টি	অপ্রজ্জ্বলিত	অ + প্র + জ্বলিত	২টি
অনুপ্রবেশ	অনু + প্র + বেশ	২টি	অপর্যাপ্ত	অ + পরি + আপ্ত	২টি
প্রত্যুপকার	প্রতি + উপ + কার	২টি	সম্প্রদান	সম + প্র + দান	২টি
সুস্বাগত	সু + সু + আ + গত	৩টি	অভিসন্ধান	অভি + সম্ + ধান	২টি
সন্নিপাত	সম্ + নি + পাত	২টি	সন্নিকর্ষ	সম্ + নি + কর্ষ	২টি
অনির্বাণ	অ + নির + বান	২টি	অপরিমাণ	অ + পরি + মান	২টি
অত্যুৎপাদন	অতি + উৎ + পাদন	২টি	অপরিশোধ্য	অ + পরি + শোধ্য	২টি
অনুপ্রবেশ	অনু + প্র + বেশ	২টি	প্রত্যাঘাত	প্রতি + আ + ঘাত	২টি
অপ্রতিরোধ্য	অ + প্রতি + রোধ্য	২টি	অপপ্রচার	অপ + প্র + চার	২টি
অনতিবৃহৎ	অন + অতি + বৃহৎ	২টি	উপনিষদ	উপ + নি + সদ	২টি
ব্যতিহার	বি + অতি + হার	২টি	অপরিণামদর্শী	অ + পরি + নামদর্শী	২টি
অপ্রতিদ্বন্দ্বী	অ + প্রতি + দ্বন্দ্বী	২টি	সম্প্রসারণ	সম + প্র + সারণ	২টি
সন্নিবেশ	সম্ + নি + বেশ	২টি	উপাচার্য	উপ + আ + চার্য	২টি
ব্যবহার	বি + অব + হার	২টি	অনধিকার	অন + অধি + কার	২টি
অসংযত	অ + সম্+যত	২টি	অভ্যুত্থান	অভি + উৎ + স্থান	২টি
নিঃসকোচ	নি+সম্ + কোচ	২টি	অপরিত্যাজ্য	অ + পরি + ত্যাজ্য	২টি
অপ্রকল্প	অ + প্র + কল্প	২টি	অবিসংবাদ	অ+ বি + সম্ + বাদ	৩টি
ন্যূনতম	নি + ঊন + তম	২টি	সমাবর্তন	সম + আ + বর্তন	২টি

বিগত সালের প্রশ্নসম্ভার

বিগত বিসিএস ও অন্যান্য প্রশ্ন

০১. 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৪ তম]
ক. অব্যয়ীভাব খ. দ্বিগু গ. বহুব্রীহি ঘ. দ্বন্দ্ব **উ: ক**

নোট: যথারীতি = রীতিকে অতিক্রম না করে/ রীতিকে অনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাব সমাস)

০২. "চিকিৎসাশাস্ত্র" কোন সমাস? [৪৩ তম]
ক. কর্মধারয় খ. বহুব্রীহি গ. অব্যয়ীভাব ঘ. তৎপুরুষ **উ: ক**

নোট: চিকিৎসাশাস্ত্র = চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)

০৩. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [৪১ তম]
ক. শশব্যস্ত খ. কালচক্র গ. পরানপাখি ঘ. বহুব্রীহি **উ: ক**

নোট: শশব্যস্ত = শশকের (শশক- খোরগোশ) ন্যায় ব্যস্ত (উপমান কর্মধারয়); কালচক্র = কাল রূপ চক্র (রূপক কর্মধারয়); পরানপাখি = পরান রূপ পাখি (রূপক কর্মধারয়); বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি আছে যার (বহুব্রীহি সমাস)।

০৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? [৪২ তম-বিশেষ]
ক. সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
খ. মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
গ. কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
ঘ. জায়া ও পতি = দম্পতি **উ: ক**

নোট: মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ (সাধারণ কর্মধারয় সমাস)। কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল (উপমান কর্মধারয় সমাস)। জায়া ও পতি = দম্পতি (দ্বন্দ্ব সমাস)।

০৫. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? [৩৯ তম]
ক. দোতলা খ. আশীবিষ গ. কানাকানি ঘ. অজানা **উ: গ**

নোট: দোতলা = দো (দুই) তলা আছে যে ঘরের (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি)। আশীবিষ = আশীতে (দাঁতে) বিষ যার (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস)। কানাকানি = কানে কানে যে কথা (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। অজানা = না (নয়) জানা যা (নঞ বহুব্রীহি)।

০৬. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭ তম]
ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব খ. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
গ. অলুক দ্বন্দ্ব ঘ. একশেষ দ্বন্দ্ব **উ: গ**

নোট: জলে-স্থলে = জলে ও স্থলে (অলুক দ্বন্দ্ব)

০৭. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম]
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি **উ: ক**

নোট: পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)

০৮. "বিস্ময়াপন্ন" সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৩৭ তম]
ক. বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ. বিস্ময়ে আপন্ন
গ. বিস্ময়কে আপন্ন ঘ. বিস্ময়ে যে আপন্ন **উ: গ**

নোট: বিস্ময়াপন্ন = বিস্ময়কে আপন্ন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস)

০৯. 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫ তম]
ক. দ্বিগু খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি **উ: খ**

নোট: যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব। এটি কর্মধারয় সমাস।

১০. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [৩৬ তম]
ক. জনশ্রুতি খ. অনমনীয় গ. খাসমহল ঘ. তপোবন **উ: খ**

নোট: জন দ্বারা শ্রুতি = জনশ্রুতি (তৃতীয়া তৎপুরুষ; তপের নিমিত্ত বন = তপোবন (চতুর্থী তৎপুরুষ); খাস যে মহল = খাসমহল (কর্মধারয়); নেই নমন যার = অনমনীয় (নঞ বহুব্রীহি সমাস)।

১১. সমাস ভাষাকে কি করে? [২৯তম; ১১তম]
ক. সংক্ষেপ করে খ. অর্থের রূপান্তর ঘটায়
গ. অর্থপূর্ণ করে ঘ. বিস্তৃত করে **উ: ক**

১২. 'নবান্ন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? [২৬ তম]
ক. সমাস খ. সন্ধি গ. প্রত্যয় ঘ. উপসর্গ **উ: ক, খ**

নোট: নবান্ন (নতুন ধানের অন্ন) শব্দটিতে সমস্যমান পদের অর্থকে না বুঝিয়ে একটি উৎসবকে বোঝানো হয়েছে। তাই এটি একটি বহুব্রীহি সমাস। একইভাবে পূর্বপদে বিশেষণ ও পরপদে বিশেষ্য থাকায় এটি সমানাধিকরণ বহুব্রীহি।

১৩. 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [৩২ তম]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. তৎপুরুষ সমাস
গ. অব্যয়ীভাব সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস **উ: ক**

নোট: আলো ও ছায়া = আলোছায়া (দ্বন্দ্ব সমাস)।

১৪. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [২০ তম]
ক. সিংহাসন খ. ভাই-বোন গ. কানাকানি ঘ. গাছপাকা **উ: খ**

নোট: সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); ভাইবোন = ভাই ও বোন (দ্বন্দ্ব সমাস); কানাকানি = কানে কানে যে কথা (ব্যতিহার বহুব্রীহি); গাছপাকা = গাছে পাকা (৭মী তৎপুরুষ)।

১৫. 'জ্যোৎস্নারাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৩০ তম]
ক. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ. পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ. উপমান কর্মধারয় **উ: ক**

নোট: জ্যোৎস্না শোভিত রাত = জ্যোৎস্নারাত, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

১৬. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়- [২৭ তম]
ক. উপমিত খ. উপমান গ. উপমেয় ঘ. রূপক **উ: গ**

নোট: যেমন 'বাহুলতা' শব্দটিতে লতার সাথে বাহুর উপমা দেয়া হয়েছে। অতএব, 'লতা' উপমান এবং 'বাহু' উপমেয়।

১৭. 'চাঁদমুখ'- এর ব্যাসবাক্য হলো- [২৫ তম]
ক. চাঁদ মুখের ন্যায় খ. চাঁদের মত মুখ
গ. চাঁদ মুখ যার ঘ. চাঁদরূপ মুখ **উ: খ**

নোট: 'চাঁদমুখ' -এর ব্যাসবাক্য হলো 'মুখ চাঁদের ন্যায়' বা 'চাঁদের ন্যায় মুখ'। এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

১৮. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-এর দৃষ্টান্ত- [১৩ তম]
ক. ঘর থেকে ছাড়া - ঘড়ছাড়া
খ. অরুণের মতো রাঙা - অরুণরাঙা
গ. হাসি মাখা মুখ - হাসিমুখ
ঘ. ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী - ক্ষণস্থায়ী **উ: গ**

নোট: ঘরছাড়া- পঞ্চমী তৎপুরুষ; অরুণরাঙা- উপমান কর্মধারয়; ক্ষণস্থায়ী- ২য়া তৎপুরুষ।

১৯. 'লাঠালাঠি'- এটি কোন সমাস? [২৬তম; ১৭তম]
ক. প্রাদি সমাস খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস **উ: খ**

নোট: লাঠালাঠি = লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই (ব্যতিহার বহুব্রীহি)

২০. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে? [২৫ তম]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. রূপক সমাস
গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস **উ: ঘ**

২১. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩১ তম]
ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. সুপসুপা ঘ. অব্যয়ীভাব **উ: ঘ**

নোট: আনত = ঈষৎ নত (ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস)।

২২. যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়- [২৩ তম]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস
গ. কর্মধারয় সমাস ঘ. নিত্য সমাস **উ: ঘ**

২৩. সমাসবদ্ধ পদের পরবর্তী অংশকে কি বলা হয়? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (গামা): ১৪ / প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ১৩]
ক. উত্তর পদ খ. পরপদ গ. দক্ষিণ পদ ঘ. পূর্বপদ **উ: ক,খ**

২৪. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কী? [৮ম বেসরকারী প্রভাষক নিবন্ধন: ১২/ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার: ১২]
ক. ব্যাসবাক্য খ. সমস্যমান পদ গ. সমাসবাক্য ঘ. সমস্তপদ **উ: খ**

২৫. সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে আগত? [ডাক জীবনবীমার কম্পিউটার অপারেটর: ২২/ জীবন বীমা কর্পোরেশনের উচ্চমান সহকারী: ২১]
ক. আরবি খ. ফারসি গ. ইংরেজি ঘ. সংস্কৃত **উ: ঘ**

২৬. সমাস কত প্রকার? [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর: ২০]
ক. ৪ প্রকার খ. ৮ প্রকার গ. ৬ প্রকার ঘ. ১০ প্রকার **উ: গ**

২৭. দ্বিগু সমাসে কোন পদের প্রাধান্য থাকে? [৭ম প্রভাষক নিবন্ধন: ১১]
ক. পূর্বপদ খ. পরপদ গ. উভয় পদ ঘ. অন্যপদ **উ: খ**

২৮. তৎপুরুষ সমাসে কোন পদ প্রধান? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩]
ক. পূর্বপদ খ. পরপদ গ. অন্যপদ ঘ. উভয় পদ **উ: খ**

২৯. অব্যয়ীভাব সমাসে 'অব্যয়' পদের অর্থ- [৯ম প্রভাষক নিবন্ধন: ১৩]
ক. পরিবর্তিত হয় খ. প্রধান থাকে
গ. সংকুচিত হয় ঘ. বৃদ্ধি ঘটে **উ: খ**

৩০. একাধিক পদের এক পদীকরণের নাম- [এনএসআই এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার: ২১]
ক. সন্ধি খ. সমাস গ. কারক ঘ. বাগধারা **উ: খ**

৩১. সমাসবদ্ধ পদের প্রথম অংশকে কি বলা হয়? [এনএসআই এর ওয়াচার কনস্টেবল: ২১]
ক. পূর্বপদ খ. উত্তরপদ গ. পরপদ ঘ. দক্ষিণ পদ **উ: ক**

৩২. 'হাট-বাজার' কোন অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর: ২১]
ক. বিপরীতার্থে খ. মিলনার্থে গ. বিরোধার্থে ঘ. সমার্থে **উ: ঘ**

৩৩. 'নরাধম' শব্দটি কোন সমাস? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর: ১৪]
ক. দ্বিগু সমাস খ. কর্মধারয় সমাস
গ. দ্বন্দ্ব সমাস ঘ. তৎপুরুষ সমাস **উ: খ**

৩৪. 'নবপৃথিবী' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৭ম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক. নব ও পৃথিবী খ. নব পৃথিবী যার
গ. নব পৃথিবীর ন্যায় ঘ. নব যে পৃথিবী **উ: ঘ**

৩৫. 'নীলাকাশ' কোন সমাস? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক: ১৩]
ক. কর্মধারয় খ. তৎপুরুষ গ. বহুব্রীহি ঘ. অব্যয়ীভাব **উ: ক**

৩৬. 'শ্বেতবস্ত্র' শব্দটি কোন সমাস? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ০৯]
ক. দ্বিগু সমাস খ. কর্মধারয় সমাস
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. অব্যয়ীভাব সমাস **উ: খ**

৩৭. 'লঙ্কাবাটা' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৮ম প্রভাষক নিবন্ধন: ১২]
ক. লঙ্কা ও বাটা খ. লঙ্কার বাটা
গ. যা লঙ্কা তাই বাটা ঘ. বাটা যে লঙ্কা **উ: ঘ**

৩৮. বিপরীতার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ নয় কোনটি? [বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ব্যক্তিগত সহকারী: ১৯]
ক. লাভ-লোকসান খ. আয়-ব্যয়
গ. স্বর্গ-নরক ঘ. ছেলে-মেয়ে **উ: গ, ঘ**

৩৯. 'রেলগাড়ি' কোন সমাসের উদাহরণ? [বিএডিসি'র হিসাব সহকারী:১৯]
ক. দ্বিগু সমাস খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. দ্বন্দ্ব সমাস **উ: খ**

৪০. 'অরুণরাঙা' কোন সমাস নিষ্পন্ন সমস্ত পদ? [৫তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল): ১৯]
ক. উপমিত কর্মধারয় খ. রূপক কর্মধারয়
গ. অলুক তৎপুরুষ ঘ. উপমান কর্মধারয় **উ: ঘ**

৪১. 'জিন-পরি' সমাসটি কোন শব্দযোগে সাধিত হয়? [এনএসআই এর ওয়্যারলেস অপারেটর: ২১]
ক. মিলনার্থক খ. বিপরীতার্থক
গ. সমার্থক ঘ. বিরোধার্থক **উ: ক**

৪২. 'মহারাজ' কোন সমাসের উদাহরণ? [এনএসআই এর ওয়্যারলেস অপারেটর: ২১]
ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি **উ: খ**

৪৩. 'চালাক-চতুর' কি ধরনের সমাস? [এনএসআই এর ডেসপাচ রাইডার: ২১]
ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি **উ: খ**

৪৪. 'চৌরাস্তা' কোন সমাসের উদাহরণ? [এনএসআই এর সহকারী পরিচালক: ২১]
ক. দ্বিগু খ. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
গ. অলুক বহুব্রীহি ঘ. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি **উ: ক**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পঙ্কজ' কোন সমাস? [ঢাবি ক ২২-২৩]
ক. রূপক কর্মধারয় খ. উপপদ তৎপুরুষ
গ. অলুক বহুব্রীহি গ. নিত্য সমাস **উ: খ**

০২. অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ- [ঢাবি খ ২২-২৩]
ক. প্রশিক্ষিত খ. যথারীতি গ. জনৈক ঘ. সপ্তাহ **উ: খ**

০৩. 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন সমাস? [গ ২১-২২]
ক. রূপক কর্মধারয় খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ. উপমান কর্মধারয় ঘ. উপমিত কর্মধারয় **উ: ক**

০৪. কোন সমাসের পূর্বপদ উপসর্গ কিংবা অব্যয়যোগে এবং উত্তরপদ বিশেষ্য দ্বারা গঠিত হয়? [গ ১৯-২০]
ক. কর্মধারয় সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. দ্বন্দ্ব সমাস **উ: খ**

০৫. 'সর্বনাশ করে যে' এ ব্যাসবাক্যটি কোন সমাস? [ক ১৮-১৯]
ক. মধ্যপদলোপী খ. উপপদ তৎপুরুষ
গ. কর্মধারয় ঘ. বহুব্রীহি **উ: খ**

০৬. কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ নয়? [গ ১৮-১৯]
ক. চৌরাস্তা খ. তেপায়া গ. পঞ্চবটী ঘ. দশগজি **উ: খ,ঘ**

০৭. 'পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ' এটি কোন সমাস– [গ ৯৩-৯৪]
ক. উপমান কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয়
গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: খ**

০৮. 'কথাসর্বস্ব' কোন ধরনের বহুব্রীহি সমাস? [খ ৯৭-৯৮]
ক. সমানাধিকরণ খ. ব্যধিকরণ
গ. মধ্যপদলোপী ঘ. ব্যতিহার **উ: খ**

০৯. অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ কোনটি? [গ ৯৮-৯৯]
ক. অনুমান খ. সেতার গ. অজানা ঘ. বিপদাপন্ন **উ: ক**

১০. 'ফুলকুমারী' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য- [খ ৯৯-০০]
ক.ফুল ও কুমারী খ.ফুল যে কুমারী
গ.ফুল কুমারীর ন্যায় ঘ.কুমারী ফুলের ন্যায় **উ: ঘ**

১১. 'বিপদাপন্ন' শব্দের ব্যাসবাক্য- [ঘ ০২-০৩]
ক. বিপদে আপন্ন খ. বিপদকে আপন্ন
গ. বিপদ রূপ আপন্ন ঘ. বিপদকে আপন করে যে **উ: খ**

১২. 'গার্হস্থ্য' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ঙ ০৩-০৪]
ক. গৃহে থাকেন যিনি খ. গৃহে স্থিত যে
গ. গৃহে স্থিতি যার ঘ. গৃহে আশ্রিত যে **উ: গ**

১৩. 'বাগ্‌বিতণ্ডা' কোন সমাস সাধিত শব্দ? [গ ১১-১২; রাবি F ১৬-১৭]
ক. র্মধারয় খ. দ্বন্দ্ব গ. তৎপুরুষ ঘ. অব্যয়ীভাব **উ: গ**

১৪. 'প্রাণভয়' এর ব্যাসবাক্য হবে- [গ ০৬-০৭; ইবি গ ০৯-১০]
ক. প্রাণের ভয় খ. প্রাণ যাওয়ার ভয়
গ. প্রাণ হতে ভয় ঘ. প্রাণ ও ভয় **উ: খ**

১৫. 'অতিমাত্র' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য- [ঘ ০৫-০৬]
ক. অতি ও মাত্র খ. অত্যন্ত মাত্র যা
গ. মাত্রাকে অতিক্রান্ত ঘ.না অতি না মাত্রা **উ: গ**

১৬. 'ধামাধরা' শব্দটি কোন সমাস? [ক ০৭-০৮]
ক. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি খ. উপপদ তৎপুরুষ
গ. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব ঘ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: খ**

১৭. 'আগাপাছতলা'র ব্যাসবাক্য [খ ০৮-০৯]
ক. আগা থেকে গাছের তলা পর্যন্ত
খ. আগা থেকে পাছ ও তলা পর্যন্ত
গ. আগু,পিছু ও তলা ঘ. আগে, পেছনে ও তলায় **উ: গ**

১৮. 'কালস্রোত' কোন সমাসের উদাহরণ? [ক ১৫-১৬]
ক. উপমান কর্মধারয় খ. রূপক কর্মধারয়
গ.উপমিত কর্মধারয় ঘ.মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: খ**

১৯. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ- [খ ১২-১৩]
ক. দাবানল খ. দিগ্‌ভ্রান্ত গ.দামোদর ঘ. দায়বদ্ধ **উ: গ**

২০. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ- [গ ১১-১২]
ক. গাড়িবারান্দা খ.পাঁচহাতি গ. দশবছরে ঘ. কাঞ্চনপ্রভা **উ: ক**

২১. 'দলছুট' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [গ ১৫-১৬]
ক.কর্মধারয় খ. অপাদান তৎপুরুষ
গ. করণ তৎপুরুষ ঘ. সম্বন্ধ তৎপুরুষ **উ: খ**

২২. 'উপমান' শব্দের অর্থ- [ঘ-১৫-১৬]
ক.তুলনা খ. তুলনীয় বস্তু গ. সাদৃশ্য ঘ. প্রত্যক্ষ বস্তু **উ: খ**

২৩. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত? [ক ১৪-১৫]
ক.অহি- নকুল খ. রবি-শশী গ. খাওয়া-পরা ঘ. ধনী-দরিদ্র **উ: ঘ**

২৪. কর্মধারয় সমাস কোনটি? [খ ১৩-১৪]
ক দেশত্যাগ খ. হতশ্রী গ. অনুদান ঘ. ভদ্রমহিলা **উ: ঘ**

২৫. 'নয়নকমল' এর যথার্থ ব্যাসবাক্য হলো- [খ ১৯-২০]
ক. নয়ন ও কমল খ. নয়ন কমলের ন্যায়
গ. নয়নের ন্যায় কমল ঘ. নয়নে কমল **উ: খ**

২৬. 'অহিনকুল' কোন সমাস? [চ ১৯-২০]
ক. অব্যয়ীভাব সমাস খ. বহুব্রীহি সমাস
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. দ্বন্দ্ব সমাস **উ: ঘ**

২৭. প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলে- [খ ১৮-১৯]
ক. উপমান খ. উপমিত গ. উপমেয় ঘ. উপমা **উ: গ**

২৮. 'যুবজানি' সমাসের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ক ১৭-১৮]
ক. যুবতী জানি যার খ. যুব জানি যার
গ. যুবতী জায়া যার ঘ. যুবক পতি যার **উ: গ**

২৯. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস? [গ ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮]
ক. মুখভ্রষ্ট খ. প্রিয়ংবদা গ. প্রাণভয় ঘ. নবযৌবন **উ: খ**

৩০. 'পণ্ডিতমূর্খ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ৯৬-৯৭]
ক. যিনি পণ্ডিত তিনিই মূর্খ খ. পণ্ডিত সেজে আছে যে মূর্খ
গ. পণ্ডিত অথচ মূর্খ ঘ. পণ্ডিত ও মূর্খ **উ: গ**

৩১. নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়? [ঘ ১৭-১৮]
ক. সজল খ. একগুঁয়ে গ. সুশ্রী ঘ. স্বপ্ন **উ: ঘ**

৩২. 'সংবাদপত্র' কোন সমাস? [গ ৯৮-৯৯]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ. অব্যয়ীভাব সমাস ঘ. বহুব্রীহি সমাস **উ: খ**

৩৩. দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ পদ- [গ ০৫-০৬]
ক. পলান খ. দম্পতি গ. মধুমাখা ঘ. রাজপথ **উ: খ**

৩৪. এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা। এ বাক্যের 'রঙ্গভরা' কোন সমাস? [খ ৯৮-৯৯]
ক.বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. তৎপুরুষ ঘ.অব্যয়ীভাব **উ: গ**

৩৫. 'জায়া ও পতি' কে সমাসবদ্ধ করলে কী দাঁড়ায়? [গ ৯৯-০০]
ক. দম্পতি খ.স্বামী-স্ত্রী
গ. পতি-পত্নী ঘ.কোনোটিই নয় **উ: ক**

৩৬. 'চিনিপাতা' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ক ৯৯-০০]
ক. যা চিনি তা-ই পাতা খ. চিনি ও পাতা
গ.চিনিরূপ পাতা ঘ.চিনির দ্বারা পাতা **উ: ঘ**

৩৭. 'কচুকাটা'র ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ০২-০৩; ববি গ ১৩-১৪]
ক. কচুর মতো কাটা খ. কচুকে কাটা
গ. কচু ও কাটা ঘ. কচুকাটা **উ: ক**

৩৮. 'হলুদবাটা' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য- [ঘ ০৩-০৪]
ক. হলুদের বাটা খ. বাটা হয়েছে যে হলুদ
গ. বাটা যে হলুদ ঘ. হলুদকে বাটা **উ: ঘ**

◆ কিছু সংস্কৃত ক্রিয়া প্রকৃতি বা ক্রিয়ামূল ◆

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি
স্মরণ, স্মরণীয়, স্মারক, স্মৃতি, স্মর্তব্য	√স্মৃ
গত, গতি, গমন, গম্য, গন্তব্য	√গম্
নয়ন, নেতা, নায়ক, নেত্র	√নী
বুদ্ধ, বুদ্ধি	√বুধ্
স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্ট, সৃজন	√সৃজ
যুদ্ধ, যুদ্ধা, যোধন, যোধ	√যুধ
সেচ, সেচন, সেচক, সিক্ত	√সিচ্
বৃদ্ধি, বৃদ্ধ, বর্ধমান	√বৃধ্
বর্ধন, বর্ধন, বর্ধিত	√বর্ধি
সহন, সহনীয়, সহ্য	√সহ্
শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষিত, শিক্ষণীয়	√শিক্ষ্
শান্ত, শান্তি	√শম্
লভ্য, লব্ধ, লাভ	√লভ্
শ্রম, শ্রান্ত, শ্রান্তি, শ্রমী, শ্রমিক	√শ্রম্
সহ্য, সহন, সহনীয়, সহিষ্ণু, সহিতব্য	√সহ্
সুপ্ত, সুপ্তি	√স্বপ্
উপ্তি, বপন, উপ্ত, বপনীয়	√বপ্
ক্রয়, ক্রীত, ক্রেতা, ক্রীতব্য	√ক্রী
ক্ষয়, ক্ষেত্র, ক্ষয়িষ্ণু	√ক্ষি
গান, গায়ক, গীতি	√গৈ
চর, চর্ম, চর্য, চরণ, চরম, চরিত, চরিষ্ণু	√চর্
চারণ, চারক, চারণা	√চারি
ছিন্ন, ছেদন, ছেদনী, ছেদনীয়	√ছিদ্
জননী, জনক (জনক = √জনি+ অক)	√জনি্
দম, দমী, দম্য, দমন, দমনীয়	√দম্
নিন্দা, নিন্দক, নিন্দন, নিন্দনীয়	√নিন্দ্
নয়ন, নায়ক, নেতা, নেত্র	√নী
পূজা, পূজনীয়, পূজক, পূজারি, পূজিত	√পূজ্
নাশ, নষ্ট (নাশক = √নাশি + ণক)	√নশ্
পাল পালন, পালক, পালনীয়, পালিত	√পাল্
পাক, পচ্য, পচন, পাচক, পাচিত	√পচ্
ভয়, ভীরু, ভীত, ভীম, ভীতি	√ভী
মন, মন্তা, মত, মতি, মনন, মনু, মন্তব্য	√মন্
মাপ্য, মাপন, মাপক	√মাপি
বচন, বাচ্য, বচনীয়, বাচক, বাক্য, বক্তা, বক্তব্য, উক্ত, উক্তি	√বচ্
দর্শন, দর্শক, দৃশ্য, দৃশ্যমান, দর্শনীয়, দৃষ্ট, দৃষ্টি, দৃষ্টান্ত, দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য	√দৃশ্
শ্রবন, শ্রবনীয়, শ্রাব্য, শ্রুত, শ্রুতি, শ্রোতা, শ্রোত্র	√শ্রু
গ্রহ,গ্রাহ,গ্রাহী,গ্রহণ,গ্রহীতা,গ্রাহক,গ্রহণীয়,গ্রাহ্য	√গ্রহ্
চলন, চলনীয়, চলন্ত, চলিষ্ণু, চলমান, চলা, চলিত, চলিতব্য (চালক = √চালি + অক)	√চল্
পঠন, পাঠ্য, পঠিত, পঠিতব্য, পাঠক, পঠনীয়	√পঠ
কার্য, করণ, করণীয়, কারক, কর্তা, কর্তৃ, কর্ম, কর্তব্য, কৃতি, কৃত্রিম, ক্রিয়া	√কৃ
স্থায়ী, স্থান, স্থিত, স্থিতি, স্থির, স্থাপন, স্থাবর, স্থাতব্য	√স্থা
যুক্ত, যুক্তি, যোগ, যোগী, যোজন, যোজক, যোজনীয়	√যুজ্
মুক্তা, মুক্ত, মুক্তি, মুক্তক, মোচন, মোচক, মোচনীয়	√মুচ্
হত, হত্যা, হনন, ঘাত, ঘাতী, ঘাতক, হন্তা, হন্তব্য (ঘাতন = √ঘাতি + অন)	√হন্
ভাগ, ভাজ্য, ভাজন, ভাজক, ভক্ত, ভক্তি, ভজন, ভজ্য, ভজনীয়	√ভজ্
হিংস্র, হিংসা, হিংসালু, হিংসন, হিংসনীয়, হিংসন	√হিন্স্
জয়, জেতা, জেতব্য, জেয়, জয়ী, জিষ্ণু, জয়িষ্ণু	√জি
পাত্র, পান, পেয়, পাতা, পানীয় (পাতক = √পাতি + ণক)	√পা
বাহ, বহন, বহমান, বাহক, বহনীয় (বাহন = √বাহি+ অনট)	√বহ্
দায়, দেয়, দায়ী, দাতা, দান, দাতব্য, দত্ত	√দা
মান, মাত্র, মাতা, মাত্রা, মিত, মিতি, মেয়, মায়া	√মা
ধর্ম, ধর, ধরা, ধরন, ধরণি, ধরণীয়, ধর্তব্য, ধার্য, ধায়ী, ধরিত্রী (ধারক = √ধারি + ণক)	√ধৃ
বাক্য, বাচ্য, বচন, বাচক, বচনীয়, বক্তা, বক্তব্য, উক্ত, উক্তি	√বচ্

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

সংস্কৃত ধাতুর সাথে কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন পদ গঠন করে। এই পদগুলো কখনো বিশেষ্য, কখনো বিশেষণ পদ হয়ে থাকে। নিম্নে কৃৎপ্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দগুলো আলোচনা করা হলো।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় মনে রাখব যেভাবে:

১. অন, অক (উক), অয় (অয় = অল/ অ), ঈ ২. ত, তি, তা ৩. মান, য, অ ৪. অনীয়, তব্য, ইষ্ণু, বর, র

টানা মুখস্থ করে ফেলব। শব্দের শেষে এগুলো থাকলে আলাদা করে দিয়ে নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যয় বসাবো।

⊙ বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষণ কোন শ্রেণির শব্দকে বিশেষিত করে সে অনুযায়ী বিশেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: নামবিশেষণ ও ভাববিশেষণ।

○ নামবিশেষণ

যখন বিশেষণ পদটি কোনো নাম পদকে বিশেষায়িত করে তখন তাকে নামবিশেষণ বলে। নাম বিশেষণ মূলত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে। নামবিশেষণ দুই প্রকার। যেমন:

- বিশেষ্যের **বিশেষণ:** অপু **মেধাবী** ছাত্র। সে **লাল** গাড়ি পছন্দ করে। **সুস্থ-সবল** দেহ সবাই ভালোবাসে। দুষ্টু **ছেলেটি** দৌড়ে পালালো। তিনি অভিজ্ঞ **শিক্ষক**। **ছেলেটি** অনেক ভালো।
- সর্বনামের **বিশেষণ:** দুষ্টু **তোকে** দিয়ে কাজটি হবে না। অভিজ্ঞ **উনিই** এই সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

নামবিশেষণকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

- **রূপবাচক/বর্ণবাচক:** বর্ণ বা রং নির্দেশ করে। যেমন: **সবুজ** মাঠ, **নীল** আকাশ, **কালো** মেঘ, **লাল** জামা, **হলুদ** ফুল ।
- **গুণবাচক:** গুণ-বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা প্রকাশ করে। যেমন: **দক্ষ** কারিগর, **দক্ষ** কারিগর, **ঠান্ডা** হাওয়া, **গরম** জল, **ঠান্ডা** কফি, **চালাক** লোক।
- **অবস্থাবাচক:** শব্দের অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন: **তাজা** মাছ, **ছুটন্ত** ঘোড়া, **রোগা** ছেলে, **ডুবন্ত** কাঠ, **বায়বীয়** পদার্থ।
- **ক্রমবাচক:** ক্রমসংখ্যা নির্দেশ করে । যেমন: **দশ** কথা, **শ** টাকা, **দশ** টাকা, **হাজার** লোক, **হাজার** রজনি। [সংখ্যাবাচক বিশেষণও বলা হয়]
- **পূরণবাচক:** পূরণসংখ্যা বোঝায়। যেমন: **দশম** শ্রেণি, **প্রথমা** কন্যা, **তৃতীয়** সপ্তাহ, **পঞ্চদশ** অধ্যায়।
- **পরিমাণ বা মাত্রাবাচক:** পরিমাণ বা মাত্রা নির্দেশ করে। যেমন: **বিঘাটেক** জমি, **এক কেজি** চাল, **বিশাল** মাঠ, **হাজার টনি** জাহাজ, **অর্ধের** রাস্তা, **অর্ধেক** সম্পত্তি, **সিকি** পথ, **ষোল আনা** আছে।
- **উপাদানবাচক:** বস্তুর উপাদানকে নির্দেশ করে। যেমন: **বেলে** মাটি, **লোহার** শিকল, **পাথরে** মূর্তি, **এঁটেল** মাটি ,**মাটির** পুতুল, **স্বর্ণময়** পত্র।
- **নির্দিষ্টবাচক:** শব্দকে নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন: **এই** লোক, **একুশে** ফেব্রুয়ারি, **সেই** রাত, **এই** দিন, **সেই** সময়।
- **প্রশ্নবাচক:** বিশেষণ সম্পর্কিত প্রশ্ন, যার উত্তরে একটি বিশেষণ পদ আসে। যেমন: **কতদূর** পথ? **কেমন** অবস্থা? **কেমন** লোক? **কতক্ষণ** লাগবে।

○ ভাববিশেষণ

বিশেষণকে বিশেষিত করে অর্থাৎ যে পদ দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম ছাড়া অন্য পদকে বিশেষায়িত করা হয়। এটি চার প্রকার। যেমন: ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ ও বাক্যের বিশেষণ।

☑ ক্রিয়া বিশেষণ: যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে থাকে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: গাড়িটি **দ্রুত** চলছে। এখানে **'চলছে'** ক্রিয়া পদ, আর চলার অবস্থা **'দ্রুত'**। সুতরাং **'দ্রুত'** ক্রিয়া বিশেষণ। এরূপ- **ধীরে ধীরে** বায়ু বয়। থালা **ঝনঝন** করে। **আস্তে** বলো, দেয়ালেরও কান আছে। **পরে** দেখা কর। **হেথা** নয়, **হেথা** নয়, **অন্য** কোথা, অন্য কোনখানে।

[যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। ক্রিয়া বিশেষণ মূলত ক্রিয়ার গুণ, প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও অর্থ প্রকাশক হিসেবে কাজ করে এবং ক্রিয়ার সময়, স্থান, প্রকার, উৎস, তীব্রতা, উপকরণ ইত্যাদি অবস্থার অর্থগত ধারণা দেয়।]

♦ ক্রিয়া বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ ♦

বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া বিশেষণকে শ্রেণিকরণ করা যায়। যথা: গঠনগত শ্রেণিবিভাগ & অর্থ ও অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগ

○ গঠনগত শ্রেণিবিভাগ: গঠনগত দিক থেকে ক্রিয়া বিশেষণ দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা: একপদী ক্রিয়া বিশেষণ ও বহুপদী ক্রিয়া বিশেষণ।

- **একপদী ক্রিয়া বিশেষণ:** একটি মাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়, তাকে একপদী ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: গাড়ি **দ্রুত** চলতে লাগল। রেখা **আস্তে** কথা বলে। সীমা **ধীরে** হাঁটে।
- **বহুপদী ক্রিয়া বিশেষণ:** একের অধিক পদ দ্বারা যে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়, তাকে বহুপদী ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: আনিকা **জোরে জোরে** হাঁটে। জারিফ **ভয়ে ভয়ে** কথা বলে।

○ অর্থ ও অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগ: অর্থ ও অন্বয়গতভাবে ক্রিয়া বিশেষণ কয়েক রকম হয়ে থাকে। যেমন:

- **ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ:** যে ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার ধরন বা অবস্থা বোঝায়, তাকে ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। অর্থাৎ ক্রিয়াটি কীভাবে বা কেমনভাবে সম্পন্ন হয়েছে এমনটা বোঝায়। যেমন: রিফাত ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকেছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমরা নির্ভয়ে গুহায় ঢুকলাম। [ক্রিয়াপদকে কীভাবে বা কেমনভাবে শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করলে ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ পাওয়া যায়]

➲ **কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ:** যে ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার সময়কে বিশেষায়িত করে, তাকে কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ এক বা একাধিক পদের হয়ে থাকে। যেমন: আনিকা এখনি ঘরে ফিরবে। গত সপ্তাহে চালের দাম বেড়েছে। ঠিক সময়েই প্লেন বিমানবন্দর ছাড়ল। ভোর না হতেই পাখির ডাক শোনা যায়।

[ক্রিয়াপদকে কখন বা কোন সময়ে শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করলে কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ পাওয়া যায়]

➲ **স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ:** যে ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার স্থানকে বিশেষায়িত করে, তাকে স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: আনিকা আমেরিকায় থাকে। সাপটা ওখানে লুকিয়েছে। অনেক গ্রামেই এখন ইন্টারনেট সংযোগ আছে। কলমটি কোথায় রেখেছি জানি না। শিক্ষার্থীরা এধার-ওধার ঘোরাফেরা করছে। মেয়ে দুটি ছাদের ওপরে হাটছে। বইটি টেবিলের নিচে পড়ে আছে।

[ক্রিয়াপদকে কোথায় বা কোন স্থানে শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করলে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ পাওয়া যায়]

➲ **সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ:** দুটি বাক্যের সংযোগের ক্ষেত্রে যে ক্রিয়া বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, তাকে সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: সুমনের কথা হয়তো সত্যি, অবশ্য আমি তা মেনে নিতে পারছি না। দিয়ার পড়াশোনায় মন নেই, তা ছাড়া সে কলেজেও আসে না।

➲ **না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ:** ক্রিয়ার না-বাচক বিশেষায়িত রূপকে না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: সূত্রটা আমার জানা নেই। উর্মি আজ কলেজে আসেনি। কাঁঠালটা মিষ্টি নয়।

⊙ ক্রিয়া বিশেষণ পদাণু

বাংলা ভাষায় বাক্যের মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিত প্রকাশের জন্য কিছু পদাণু ব্যবহার হয়। এর নাম ক্রিয়া বিশেষণ পদাণু। সেগুলো হলো: **তো, না, কি, যে** ইত্যাদি। এই পদাণুগুলো বাক্যে ক্রিয়া বিশেষণের কাজ করে বলে আধুনিক প্রমিত ব্যাকরণে এগুলোকে ক্রিয়া বিশেষণের অন্তর্গত করে দেখা হয়েছে। এই পদাণুগুলোর নানা অর্থবোধক কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।

তো- পদানু

✓ **হ্যাঁ-না অর্থে:** [মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করে।] আজ নদীতে মাছ পাব তো? ও এবার পরীক্ষায় বসবে তো? আজ কলেজে যাবে তো?

✓ **তাহলে/ তবে অর্থে:** তো তুমি বলছ ওর কাছে চলেই যাই। তা সে কথাই রইল।

✓ **নিশ্চয়ার্থ প্রকাশে:** হ্যাঁ তো! খেয়েছি তো। বলিনি তো। বলব তো!

✓ **ক্রিয়ার অনবচ্ছিন্নতা বোঝাতে:** চলছে তো চলছেই। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। ভাঙছে তো ভাঙছেই।

✓ **যদি অর্থে:** মরি তো মরব। ভাঙে তো ভাঙবে।

না- পদানু

না: দেখুন না একবার গিয়ে। বসি না একটু ওখানে। একটু খেয়েই দেখুন না। কিছু না কিছু বলুন। যান না, দেখুন না গিয়ে কত ধানে কত চাল। যাই না, বসি না একটু ওখানে।

কি- পদানু

✓ **হ্যাঁ-না প্রশ্নের প্রশ্নবাচক:** খাবে কি? রাতের খাবার কি খাবে? খবরটা কি শুনেছ? বলেছিলেন কি? তোমার কাছে কি টাকা আছে? তুমি কি কলেজে যাচ্ছ?

যে- পদানু

আমি যে তোমার বড় ভাই।
এক্ষুনি ফিরে এলেন যে! [মৃদু বিস্ময়যুক্ত প্রশ্নে]
কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন যে! [মৃদু বিস্ময়যুক্ত প্রশ্নে]
আপনি বলেছিলেন যে, সমস্যা হলে যেন তৎক্ষণাৎ আপনাকে জানাই।
খুব যে তখন বলেছিলেন, আপনি ধূমপান করেন না।
রহিম যে সত্য বলেছে তার প্রমাণ কী?
ওই যে এ কাজ করেছে তার প্রমাণ কী?
উনি যে কথাগুলো শুনেছেন তা কিছু বোঝা গেল?

☑ বিশেষণের **বিশেষণ:** যে পদ বিশেষণকে বিশেষায়িত করে তাকে বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যেমন: গাড়িটি **অতি** দ্রুত চলছে। বাক্যে **'চলছে'** ক্রিয়াপদ, আর এই ক্রিয়াপদের বিশেষণ হলো **'দ্রুত'**। কেমন দ্রুত চলছে? **অতি দ্রুত**। যা দ্রুত বিশেষণের বিশেষণ। এরূপ- এ ব্যাপারে সে **অতিশয়** দুঃখিত। **সামান্য** একটু নাও। **খুব** সুন্দর ফুল। **ঘুটঘুটে** অন্ধকার রাত্রি।

☑ অব্যয়ের **বিশেষণ:** যে পদ অব্যয় পদকে বিশেষায়িত করে কিংবা অব্যয়ের ভাবকে বিশেষায়িত করে, তখন তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন: ধিক্ তারে **শত** ধিক্ নির্লজ্জ যে জন। ধিক **শত** ধিক হে ভিতর কালো বাহির সাদা সভ্যতা। যে ডরে ভীরু সে, **শত** ধিক তারে। দাঁতটা **খুবই** কনকন করছে। থালাটি **বেশিই** ঝনঝন করে উঠল।

☑ **বাক্যের বিশেষণ:** যখন কোনো পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষায়িত করে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন: **বাস্তবিকই** সুনাম তৈরি করার চেয়ে ধরে রাখা কষ্ট। **দুর্ভাগ্যক্রমে** দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। **দূর্ঘটনাক্রমে** আজ আমাদের শোচনীয় অবস্থা। **সৌভাগ্যক্রমে** তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল। **দূর্ভাগ্যবশত** আজ খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। **দূর্ভাগ্যবশত**, লেখাটি আমার নয়।

বাক্যের শুরুতে যদি নিম্নের শব্দগুলো থাকে, তখন এই শব্দগুলো বাক্যের বিশেষণ হিসেবে কাজ করে। শব্দগুলো: দুর্ঘটনাক্রমে, বাস্তবিকই, দুর্ভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যক্রমে, সৌভাগ্যবশত, সৌভাগ্যক্রমে, ঘটনাক্রমে, ক্রমে ক্রমে, ঘটনাক্রমে, ঘটনাবশত ইত্যাদি।

এক কথায় প্রকাশ / বাক্য সংক্ষেপণ বা সংকোচন

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে বাক্য বা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকেই বাক্য সংক্ষেপণ বা সংকোচন বলে। যেমন: ক্ষণে ক্ষণে যার খেয়াল বদলায় = খামখেয়ালি।

বর্ষপূর্তি (উৎসব) - সংক্রান্ত

- পঁচিশ বছর পূর্তিতে হয় = রজত/ রৌপ্য জয়ন্তী
- চল্লিশ বছর পূর্তিতে হয় = রুবি জয়ন্তী
- পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হয় = সুবর্ণ জয়ন্তী
- ষাট বছর পূর্তিতে হয় = হীরক জয়ন্তী
- পঁয়ষট্টি বছর পূর্তিতে হয় = নীলা জয়ন্তী
- পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে হয় = প্লাটিনাম জয়ন্তী
- একশত বছর পূর্তিতে হয় = শতবর্ষ
- একশত পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হয় = সার্ধশতবর্ষ
- এক হাজার বছর পূর্তিতে হয় = সহস্রাব্দ

শত্রু, জয় - সংক্রান্ত

- জয়ের জন্য যে উৎসব = জয়োৎসব
- ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি = জিতেন্দ্রিয়
- অরিকে (শত্রু) জয় করেন যিনি = অরিজিৎ
- শত্রুকে জয় করেন যিনি = শত্রুজিৎ
- জয় সূচনা করে এরূপ তিথি = শুভ তিথি
- ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি = ইন্দ্রজিৎ
- অরিকে (শত্রুকে) দমন করে যে = অরিন্দম
- শত্রুকে পীড়া দেয় যে (অরিন্দম) = পরন্তপ
- শত্রুকে বধ করে যে = শত্রুঘ্ন
- এখনও শত্রু জন্মায় নাই যার = অজাতশত্রু

অগ্র- সংক্রান্ত

- অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগ
- অগ্রে জন্মে যে = অগ্রজ
- অগ্র, পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী = আনুপূর্বিক
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা জানানো = প্রত্যুদগমন
- অগ্র, পশ্চাৎ বিবেচনা না করে/ ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে যে = অবিমৃষ্যকারী

অশ্ব - সংক্রান্ত

- অশ্বের চালক = সাদী
- অশ্ব রাখার স্থান = আস্তাবল
- অশ্বে আরোহণ করে যে সৈনিক = অশ্বারোহী
- অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার = চতুরঙ্গ

অক্ষি (চোখ) - সংক্রান্ত

- চোখের কোণ = অপাঙ্গ
- অক্ষির সমীপে = সমক্ষ
- অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ
- অক্ষির অভিমুখে/ সমক্ষে বর্তমান = প্রত্যক্ষ
- যার চক্ষুলজ্জা নাই = চশমখোর/ নির্লজ্জ
- পদ্মের ন্যায় অক্ষি যার = পদ্মলোচন/ পুণ্ডরীকাক্ষ
- অক্ষি বা চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত = চাক্ষুষ
- মৎস্যের ন্যায় অক্ষি যার = মীনাক্ষী
- চোখে দেখা যায় এমন = চক্ষুগোচর
- চোখের নিমেষ/ পলক না ফেলিয়া = অনিমেষ

আকাশ- সংক্রান্ত

- পৃথিবী ও স্বর্গ = রোদসী
- আকাশের ন্যায় রং = আকাশী
- আকাশে যে বিচরণ করে = নভশ্চর
- স্বর্গ ও মর্ত্য/ আকাশ ও পৃথিবী = ক্রন্দসী

ইচ্ছা/ ইচ্ছুক সংক্রান্ত

- ভোজন করার ইচ্ছা = বুভুক্ষা
- ভোজন করার ইচ্ছুক = বুভুক্ষু
- বলার ইচ্ছা = বিবক্ষা
- বলার ইচ্ছুক = বিবক্ষু
- বলার ইচ্ছুক = বিবিক্ষা
- দেখবার ইচ্ছা = দিদৃক্ষা
- দেখবার ইচ্ছুক = দিদৃক্ষু
- অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা
- অপকার করার ইচ্ছুক = অপচিকীর্ষু
- অনুকরণ করার ইচ্ছা = অনুচিকীর্ষা
- অনুকরণ করার ইচ্ছুক = অনুচিকীর্ষু
- সৃষ্টি করবার ইচ্ছা = সিসৃক্ষা
- সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক = সিসৃক্ষু
- মুক্তি পাওয়ার/ লাভের ইচ্ছা = মুমুক্ষা
- মুক্তি পেতে ইচ্ছুক = মুমুক্ষু
- যুদ্ধ করার ইচ্ছা = যুযুৎসা
- যুদ্ধ করার ইচ্ছুক = যুযুৎসু
- হিতসাধনে/ হিত (উপকার) করার ইচ্ছা = হিতৈষা
- হিতসাধনে ইচ্ছুক = হিতৈষী
- জানবার ইচ্ছা = জিজ্ঞাসা
- জয় করার ইচ্ছা = জিগীষা
- বিজয় লাভের ইচ্ছা = বিজিগীষা
- গ্রহণ করিবার ইচ্ছা = জিঘৃক্ষা
- গমন করার ইচ্ছা = জিগমিষা
- হনন (হত্যা) করার ইচ্ছা = জিঘাংসা
- গিলিবার ইচ্ছা = জিগরিষা
- বেঁচে থাকার ইচ্ছা = জিজীবিষা
- প্রতিকার করার ইচ্ছা = প্রতিচিকীর্ষা
- উপকার করার ইচ্ছা = উপচিকীর্ষা
- অনুসন্ধান করার ইচ্ছা = অনুসন্ধিৎসা
- অন্বেষণ করার ইচ্ছা = অন্বেষা
- ক্ষমা করার ইচ্ছা = তিতিক্ষা/ চিক্ষমিষা। (অপশনে দুটি থাকলে তিতিক্ষা হবে)
- খাইবার ইচ্ছা = ক্ষুধা
- পান করার ইচ্ছা = পিপাসা

বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারা হলো কথা বলার বিশেষ ঢং বা রীতি। একে বাগ্‌বিধিও বলা হয়ে থাকে। উৎসগতভাবে তৎসম শব্দ হলেও ইংরেজি Idiom শব্দের প্রতিশব্দ বাগধারা। সুতরাং এটি পরিভাষা জাতীয় শব্দ। বাগধারা শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ বাক্+ধারা = বাগধারা। যা ব্যাকরণের অর্থতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।

অ

- ☑ অ আ ক খ = প্রাথমিক জ্ঞান
- ☑ অকাল কুষ্মাণ্ড = কাণ্ডজ্ঞানহীন
- ☑ অকাল কুসুম = অসম্ভব জিনিস
- ☑ অকড়িয়া = ধনহীন
- ☑ অকট বিকট = ছটফটানি
- ☑ অকাল বোধন = অসময়ে আবির্ভাব
- ☑ অকাট মূর্খ = নিরেট বোকা
- ☑ অকূলে কূল পাওয়া = নিরুপায় অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়া
- ☑ অকূল পাথার = সীমাহীন বিপদ
- ☑ অকূলে ভাসা = ভীষণ সংকটে পড়ে দিশেহারা হওয়া
- ☑ অক্ষর পরিচয় = সামান্য বিদ্যা/ বর্ণজ্ঞান
- ☑ অক্ষয় ভান্ডার = অফুরন্ত
- ☑ অক্ষয় বট = প্রাচীন ব্যক্তি
- ☑ অক্ষরে অক্ষরে = সম্পূর্ণভাবে
- ☑ অক্কা পাওয়া = মারা যাওয়া
- ☑ অগত্যা মধুসূদন = অনন্যোপায় হয়ে
- ☑ অগ্যন্ত যাত্রা = মৃত্যু, চিরবিদায়
- ☑ অগ্নিপরীক্ষা = কঠিন পরীক্ষা
- ☑ অগ্নিশর্মা = অত্যন্ত রাগান্বিত
- ☑ অগাধ জলের মাছ = অত্যন্ত কৌশলী/ অতি চালাক
- ☑ অঘারাম/ অঘাচণ্ডী/ অগাকান্ত = নিরেট বোকা/ নির্বোধ
- ☑ অজগর বৃত্তি = আলসেমি
- ☑ অঞ্চল প্রভাব = স্ত্রীর প্রভাব
- ☑ অঙ্গ জল হওয়া = শীতল
- ☑ অতলে তলানো = ডুবে যাওয়া / বিস্মৃত হওয়া
- ☑ অতি দর্পে হত লঙ্কা = অহংকারে পতন
- ☑ অতি চালাকের গলায় দড়ি = বেশি চালাক সহজেই ধরা পড়ে
- ☑ অন্ধ বিশ্বাস = প্রবল বিশ্বাস
- ☑ অথৈ জল = ভীষণ বিপদ
- ☑ অন্ন ধ্বংস করা = অলসভাবে জীবন কাটানো
- ☑ অদৃষ্টের পরিহাস = ভাগ্যের বিড়ম্বনা
- ☑ অনধিকার চর্চা = অনায়ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ
- ☑ অধঃপাতে যাওয়া = উচ্ছন্নে যাওয়া
- ☑ অনুরোধে ঢেঁকি গেলা= অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কঠিন কাজের দায়িত্ব নেওয়া
- ☑ অন্তর টিপুনি = গোপন ইশারা
- ☑ অন্ধকার দেখা = বিপদে পড়ে ভয় ও ভাবনায় আকুল হওয়া
- ☑ অন্ধকারে থাকা = কিছু না জানা
- ☑ অনন্ত শয্যা = শেষ শয্যা/ মৃত্যুশয্যা
- ☑ অন্ন মারা = জীবিকা বন্ধ করা
- ☑ অন্ধের যষ্টি/ নড়ি = একমাত্র অবলম্বন
- ☑ অন্ধকারে ঢিল ছোড়া = অনুমানের ওপর নির্ভর করে কাজ করা
- ☑ অন্ধিসন্ধি = ফাঁকফোকর/ গোপন তথ্য
- ☑ অনলে জল পড়া = রাগ কমে যাওয়া
- ☑ অপোগণ্ড = অপ্রাপ্ত বয়স্ক/ নাবালক/ অকর্মণ্য
- ☑ অন্ধের হাতি দেখা = কোনো বিষয়ের সামান্য অংশ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ অংশের ওপর মতামত দেওয়া
- ☑ অমৃতে অরুচি = দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা
- ☑ অরণ্যে রোদন = নিষ্ফল আবেদন
- ☑ অমাবস্যার চাঁদ = দুর্লভ বস্তু
- ☑ অবরে সবরে = হটাৎ/ কালেভদ্রে
- ☑ অষ্টকপাল / আট কপালে = হতভাগ্য
- ☑ অর্ধচন্দ্র দান = গলাধাক্কা দেওয়া
- ☑ অলক্ষ্মীর দশা = দারিদ্র্য
- ☑ অস্থির পঞ্চক = কিংকর্তব্যবিমূঢ়
- ☑ অশ্বমেধ যজ্ঞ = বিপুল আয়োজন অসূর্যম্পশ্যা = যে নারী এখনও সূর্যের আলোর স্পর্শে আসেনি
- ☑ অহি-নকুল সম্পর্ক = ভীষণ শত্রুতা
- ☑ অষ্টবজ্র সম্মেলন = প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ
- ☑ অষ্টরম্ভা = কাঁচকলা দেখানো / ফাঁকি দেওয়া

আ

- ☑ আকাশ ভেঙে পড়া = ভীষণ বিপদে পড়া
- ☑ আকাশের চাঁদ = দুর্লভ বস্তু
- ☑ আকাশ কুসুম = অসম্ভব জিনিস / কাল্পনিক বস্তু
- ☑ আকাশ থেকে পড়া = অপ্রত্যাশিত
- ☑ আকাশে তোলা = অতিরিক্ত প্রশংসা করা
- ☑ আকাশ ধরা = বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
- ☑ আকাশ পাতাল = ব্যবধানে বিশালতা
- ☑ আওয়াজ তোলা = দাবিমূলক বা আন্দোলনমূলক ধ্বনি দেওয়া
- ☑ আওয়াজ দেওয়া = ব্যঙ্গ করা
- ☑ আঁকুপাঁকু করা = অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভাব, ছটফটানি
- ☑ আক্কেল মন্দ = ভালোমন্দ বিবেচনাকারী
- ☑ আক্কেল গুড়ুম = হতবুদ্ধি/ কিংকর্তব্যবিমূঢ়
- ☑ আক্কেল দাঁত ওঠা = বুদ্ধি পাকা হওয়া
- ☑ আক্কেল সেলামি = বোকামির দণ্ড / ভুলের মাশুল
- ☑ আগল ভাঙা = বাঁধা ভেঙে এগিয়ে যাওয়া
- ☑ আগাপাছতলা = সম্পূর্ণ / আদ্যন্ত
- ☑ আগুন নিয়ে খেলা = ভয়ংকর বিপদ / বিপদ নিয়ে খেলা
- ☑ আচল ধরে বেড়ানো = ব্যক্তিত্বহীন
- ☑ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ = হঠাৎ বড়লোক হওয়া